পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 301 Friday, 2 October, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ৩০১ সংখ্যা ✱ ১৪ আশ্বিন ১৪৩৩, শুক্রবার, ২ অক্টোবর ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

হুমায়ুনের ‘বিচারের ভার’ রেজিনগরের গণদেবতার হাতে তুলে দিলেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১ অক্টোবরঃ দিন কয়েক আগে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মৃত্যুকামনা করে ঘৃণ্য রাজনীতির নির্লজ্জ নজির গড়েছিলেন নওদার বিধায়ক হুমায়ন কবীর। এবার হুমায়ুনের বিচারের ভার রেজিনগরের উপর ছেড়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আজ উপনির্বাচনের প্রচারে রেজিনগরে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখান থেকেই হুমায়ুন কবীরকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন শুভেন্দু। তাঁর বার্তা, ‘‘রাজনীতির ময়দানে লড়াই হয়, কিন্তু এই ধরনের ভাষা কেউ ব্যবহার করে না। ...আমি বিচারের ভার রেজিনগরের গণদেবতার হাতে তুলে দিয়ে গেলাম।’’ দিন কয়েক আগে সাংবাদিক বৈঠকে হুমায়ুন কবীর বলেন, ‘‘আমাদের অসম্মান করলে ক্ষমতাচ্যুত হতে হবে। আমি চাই মুখ্যমন্ত্রী থেকে উনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যান। শুক্রবারে নমাজ পড়ব, বলব, এ যত তাড়াতাড়ি পৃথিবী থেকে বিদায় হয়, উপরওয়ালা যেন ওকে ওঁর টিকিট কাটিয়ে দেয়। ছত্তিশগড়ের একজন কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তাঁর কীভাবে মৃত্যু হয়েছে? মহারাষ্ট্রের শরদ পাওয়ারের ভাইপো অজিত পাওয়ারের

কীভাবে মৃত্যু হয়েছে? ইন্দিরা গান্ধী-রাজীব গান্ধীকে কীভাবে যেতে হয়েছে? এর এত অহংকার? অহংকারের পতন হবে। ওইভাবে পৃথিবী ছেড়ে যেতে হবে।’’ রেজিনগরের উপনির্বাচনের প্রচারে গিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর স্পষ্ট বার্তা, ‘‘শাখারভ সরকারের জয় কেউ আটকাতে পারবেন না।’’ রেজিনগরে বিজেপির জয় কীভাবে নিশ্চিত, সেই বিষয়ে বলতে গিয়ে হুমায়ুন কবীরের প্রসঙ্গ তোলেন শুভেন্দু অধিকারী। রেজিনগরে সিপিএম, কংগ্রেস বা তৃণমূল কেউ এতটুকু জমি পাবে না দাবি করেছেন শুভেন্দু। এরপরই হুমায়ুনের প্রসঙ্গ তুলে বলেন, ‘‘বাকি থাকল একজন। তিনি বলছেন অজিত পাওয়ার প্লেন অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেল, ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী নাকি আততায়ীর হাতে খুন হয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রতি শুক্রবার ওপরওয়ালার কাছে প্রার্থনা করব যাতে পৃথিবী থেকে তুলে নেয়। এই লোককে ভোট দেবেন? আমরা শত্রু হলেও এই ধরনের কথা মুখে আনি না। রাজনীতির ময়দানে লড়াই হয়, লড়াই হবে, বাক্য বিনিময় হবে, তর্ক হবে, আলোচনা-সমালোচনা হবে, একজন জিতবে, অন্যরা হারবে। আর এখানে হুমায়ুন সাহেব বলছেন, আমি প্রতি শুক্রবার প্রার্থনা করছি, যাতে ওপরওয়ালা তাড়াতাড়ি মুখ্যমন্ত্রীকে অজিত পাওয়ারের মতো তুলে নেয়। আমি বিচারের ভার রেজিনগরের গণদেবতার হাতে তুলে দিয়ে গেলাম।’’ হুমায়ুনকে আক্রমণ করে বলেন, ‘‘আপনার লোকরাই আপনার কাছ থেকে সরে গিয়েছে। কংগ্রেসকে ছুরি মেরেছেন অধীর চৌধুরীকে। আপনি যখন মন্ত্রী ছিলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল বলেছি বিধায়ক চাইছেন নাকি মন্ত্রী চাইছেন, সেদিন রেজিনগরের লোক আপনাকে হারিয়েছিল। আপনাকে আশ্রয় দিয়েছিল মুকুল রায়। আপনি

● এরপর ৬ পাতায়...

এবার প্রধান পিপি-রই অপসারণের দাবি আইনজীবীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ অক্টোবরঃ আইনজীবী হলে কেন রাজনীতি করা যাবে না? এই প্রশ্ন তুলে প্রধান সরকারি আইনজীবীর ঘরের বাইরে বিক্ষোভ বিজেপি আইনজীবীদের একাংশের। প্রধান পিপি-র অপসারণ চেয়েছেন তাঁরা। তাঁদের অভিযোগ, প্রধান পিপি তাঁদের বলেছেন, আইনজীবী হলে রাজনীতি করা যাবে না। এরপরই অশান্তির সূত্রপাত। প্রধান পিপি- র ঘরের বাইরে ধরনা অবস্থানে বসেন আইনজীবীদের একাংশ। এদিন সকালে সঞ্জয় সরকার নামে এক আইনজীবী প্রধান পিপি-র ঘরে যান। বিক্ষোভকারী এক আইনজীবীর অভিযোগ, ‘‘প্রধান

● এরপর ৬ পাতায়...

মিড-ডে মিল নিয়ে এবার কড়া বার্তা দিলেন শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ অক্টোবরঃ রাজ্যের কোনও স্কুলেই যেন বন্ধ না হয় মিড-ডে মিল। কড়া নির্দেশ দিলেন স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মণ। বরাদ্দ করা হল কোটি কোটি টাকাও। দিন কয়েক আগেই গড়িয়ার একটি স্কুলে মিড-ডে মিল বন্ধের খবর সামনে আসে। ফান্ডের অভাবে মিড-ডে মিল বন্ধের অভিযোগ উঠেছিল। শুধু গড়িয়া নয় দমদমের একটি স্কুলেও একইভাবে মিড-ডে মিল বন্ধের খবরে শোরগোল পড়ে যায়। এরপরই তৎপর হয় প্রশাসন। সঙ্গে সঙ্গে মিড-ডে মিল চালুর ব্যবস্থা করা হয় জেলা প্রশাসনের তরফে। তবে, রাজ্যে এখনও এমন বহু স্কুল রয়েছে যেখানে মিড-ডে মিল নিয়ে নানারকম সমস্যার

● এরপর ৬ পাতায়...

আরজি কর তদন্তে পুলিশের দরকার নেই, যা করবে সিবিআই

ভর্ৎসনার পর নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ অক্টোবরঃ আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্মান্তিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ফের একবার চরম বিরক্তি প্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্ট। আদালতের নজরদারিতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা যখন মূল ঘটনার গভীরে তল্লাশি চালাচ্ছে, তখন খড়দা থানার পৃথকভাবে মামলা রুজু করা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে ডিভিশন বেঞ্চ। বিচারপতির স্পষ্ট নির্দেশ, এই ঘটনার তদন্ত আর কোনওভাবেই রাজ্য পুলিশ চালাতে পারবে না এর পুরো দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে নির্বাচনের প্রচারের সময়েই বিজেপি নেতারা দাবি করেন, তাঁদের দল ক্ষমতায় এলে ফের আরজি করের ফাইল খোলা হবে। অভিযোগ ছিল, তদন্তে কারচুপি হয় আগের সরকারের আমলে। রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আরজি করের ঘটনায় নতুন করে তদন্তের নির্দেশ দেন। আর তাতেই আরও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে আদালত। বিচারপতি শম্পা সরকারের বেঞ্চ সরাসরি প্রশ্ন তোলে, আদালতের তত্ত্বাবধানে যখন সিবিআই নতুন বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করে এই নৃশংস ঘটনার তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে,

সিবিআইকেই। গত ২৬ সেপ্টেম্বর উচ্চ আদালতের বিচারপতি শম্পা সরকার ও বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের ডিভিশন বেঞ্চ খড়দা থানার আইসিকে সশরীরে হাজিরার নির্দেশ দিন। সেই নির্দেশ মেনে বৃহস্পতিবার নির্দিষ্ট সময়েই আদালতে হাজিরা দেন ওই পুলিশ আধিকারিক। আদালতে তিনি জানান, তাঁদের কাছে নির্দিষ্ট নির্দেশ আসার পরেই তারা আইনের পথে তদন্ত শুরু করেছিলেন। কিন্তু এই তদন্তের নেপথ্যে উচ্চমহলের ঠিক কার সুনির্দিষ্ট নির্দেশ ছিল, সে বিষয়ে কোনও স্পষ্ট বা সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেননি তিনি। বিধানসভা তখন খড়দা পুলিশ কি সেকথা জানত না? পুলিশের আইনি জ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিচারপতি আরও বলেন, আদালতের সঙ্গে কি কোনও লুকোচুরি বা চালাকি করার উদ্দেশ্যে এই নতুন এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল? পুলিশের এমন ভূমিকার জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয় আদালতের পক্ষ থেকে। আইনি জট এড়াতে ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে যে, খড়দা থানায় রুজু হওয়া এফআইআর সংক্রান্ত সমস্ত নথি অবিলম্বে ব্যারাকপুর আদালত থেকে

● এরপর ৬ পাতায়...

‘মেজোরিটি দিয়ে পাস হয়নি’

নির্বাচন কমিশনারের রক্ষাকবচ নিয়ে প্রশ্ন তুললেন মমতা

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১ অক্টোবরঃ নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এখন বিরোধীদের অস্ত্র। ‘ইন্ডিয়া জোটের সদস্যরা একযোগে কমিশনের বিরুদ্ধে সেই অস্ত্রে শান দিচ্ছে। আন্দোলনে নামার ডাকও দিচ্ছে তারা। বুধবার নয়া দিল্লিতে জোটের বৈঠকে উপস্থিত থাকার পর আজ, বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বড় প্রশ্ন তুললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যে বিলে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছে, সেই বিল নিয়ে এবার প্রশ্ন তুললেন তিনি। ২০২৩ সালে সংসদে একটি বিল পাশ হয়। সেই বিলে এক বিশেষ রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছে নির্বাচন কমিশনারকে। ‘দ্য চিফ ইলেকশন কমিশনার অ্যান্ড আদার ইলেকশন কমিশনার্স অ্যাক্ট, ২০২৩’-এ বলা হয়, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার

বা অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের সরকারি দায়িত্ব পালনের সময় নেওয়া কোনও পদক্ষেপের জন্য আদালত তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারি মামলা গ্রহণ করতে পারবে না। সেই বিল নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন মমতা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘আমি প্রশ্ন করতে চাই, হার্ট থাকলে তার ইমিউনিটির দরকার হয়। কিন্তু হার্ট কোলাপস হয়ে গেলে, তার আর ইমিউনিটির কী দরকার। ইমিউনিটির নামে আপনারা আইন নিজের

● এরপর ৬ পাতায়...

‘পলিটিক্স দুষ্কৃতীদের রিসর্ট হয়ে গেছে’

অবক্ষয় দেখে রাজনীতি ছাড়তে চান ‘বীতশ্রদ্ধ’ মদন মিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ অক্টোবরঃ ‘‘সবাই না হলেও, পলিটিক্স হ্যাজ বিকাম দ্য লাস্ট রিসর্ট অফ দ্য স্কাউন্ড্রেলস! এটা স্কাউন্ড্রেলদের আস্তাকুঁড় হয়ে গেছে।’’ রাজনীতির বর্তমান চালচিত্র ও সামগ্রিক অবক্ষয় নিয়ে বিষোদ্গার করে রাজনীতিই ছাড়তে চাইলেন কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র। সামাজিক জীবনে ‘চোর’ কিংবা ‘চরিত্রহীন’ অপবাদের অভিঘাত অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। আদালতে অভিযোগ প্রমাণিত হোক বা না হোক, এক বার জনসমক্ষে এই ধরনের কালি লাগলে পারিপার্শ্বিক সমাজ আর সেই ব্যক্তিকে সহজ নজরে দেখে না। জনমন থেকে সন্দেহের কালো মেঘও চট করে কাটে না। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এই সামাজিক লাঞ্ছনা যেমন যন্ত্রণাদায়ক, রাজনীতিকদের ক্ষেত্রে তার

পরিণতি আরও মারাত্মক। নির্বাচন বা রাজনৈতিক লড়াইয়ের মুহূর্তে শীর্ষ কিংবা স্থানীয় নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি বা নৈতিক স্খলনের অভিযোগ সামনে এলে তা প্রায়শই মূল প্রচারের অভিমুখ ঘুরিয়ে দেয়। আইনি সত্যাসত্য প্রমাণের অনেক আগেই সেই কলঙ্ক ব্যক্তির সীমা ছাড়িয়ে পুরো দলকেও কালিমালিপ্ত করে। একের পর এক নেতার বিরুদ্ধে জালিয়াতি ও অপকর্মের নজির সামনে আসার পর এহেন আবহে রাজনীতির

● এরপর ৬ পাতায়...

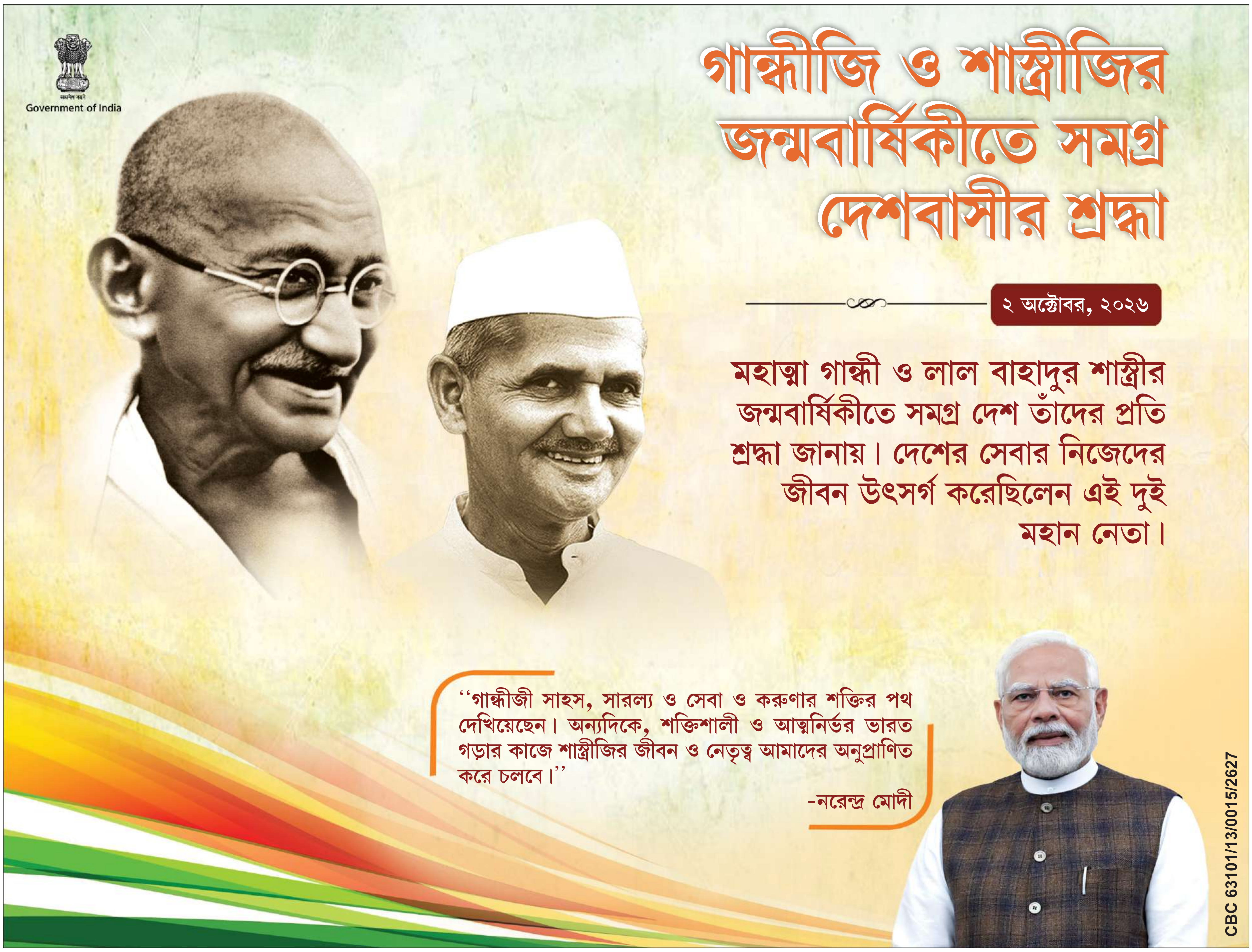

ব্যালট পেপার না ফেরা পর্যন্ত লড়াই চলবে', কেন্দ্রকে তোপ খাড়গের

নয়াদিল্লি, ১ অক্টোবরঃ ইন্ডি জোটের বৈঠক এবং গৃহীত সিদ্ধান্তের ওপর বিজেপির প্রতিক্রিয়ার কড়া জবাব দিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করাই বিরোধীদের একমাত্র লক্ষ্য জানিয়ে তিনি সাফ বলেন, কেন্দ্রের কাছ থেকে কোনও ' শংসাপত্র নেওয়ার প্রয়োজন বিরোধীদের নেই। একই সঙ্গে দেশের বর্তমান মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে সরাসরি বিজেপির এজেন্ট আখ্যা দিয়ে ব্যালট পেপারের অধিকার ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত ল।াই চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেন তিনি।বিজেপির প্রতিক্রিয়া নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বৃহস্পতিবার চাঁচাছোলা ভাষায় খা।গে বলেন, আমরা কি বিজেপি যা বলে সেই অনুযায়ী চলব, নাকি তাদের কথা মানার জন্য আমরা এখানে বসে আছি? আমরা ওদের ক্ষমতা থেকে হটাতে এখানে ল।াই করছি, আর আমাদের কাছে প্রশ্ন করা হচ্ছে ওরা কী বলছে! দেশের জন্য ওদের কোনও সুদূরপ্রসারী ভাবনা বা দৃষ্টিভঙ্গি নেই দেশকে ওরা ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে। প্রথমে নোটবঃিদ করে দেশের অর্থনীতি ধ্বংস করেছিল, আর এখন ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে পুরো ব্যবস্থাটাকেই নষ্ট করছে।নির্বাচন কমিশনের অন্দরের অসন্তোষের বিষয় তুলে ধরে কংগ্রেস সভাপতি দাবি করেন, নির্বাচন কমিশনের দুজন সদস্য নিজেরাই স্বীকার করেছেন যে গুরুতর অনিয়ম চলছে। আয়কর দপ্তরের এক মহিলা আধিকারিকও অনিয়ম নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাদের নিজেদের সরকারের ভেতরের মানুষই এখন এই তথ্যগুলো ফাঁস করছেন।বিজেপি-শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের একহাত নিয়ে খাড়গে বলেন, আমি লক্ষ্য করছি খোদ মুখ্যমন্ত্রীরা জ্ঞানেশ কুমারের হয়ে সাফাই দিচ্ছেন ও তাঁর হয়ে কথা বলছেন। মুখ্যমন্ত্রীদের কি এমন ব্যক্তিদের ঢাল হিসেবে রক্ষা করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, নাকি রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা তাঁদের কাজ? এটিই স্পষ্ট প্রমাণ করে যে তিনি অতীতেও বিজেপির এজেন্ট ছিলেন, এখনও আছেন এবং বহাল থাকলে ভবিষ্যতেও বিজেপির এজেন্ট হিসেবেই কাজ করবেন।বিরোধী জোটের দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করে কংগ্রেস সভাপতি জোর গলায় জানান, আমাদের বিজেপির কোনও কথার বা তাদের অনুমোদনের শংসাপত্রের প্রয়োজন নেই। দেশের মানুষ এবং আমরা যথেষ্ট সমর্থ। যতদিন না আমরা ব্যালট পেপারে ভোটাধিকার ছিনিয়ে আনতে পারছি, ততদিন এই লড়াই আমরা থামাব না এই লড়াই জারি থাকবে।

শাহজাহানপুরে জোড়া দগ্ধ দেহ উদ্ধার পুলিশের

শাহজাহানপুর, ১ অক্টোবরঃ উত্তর প্রদেশের শাহজাহানপুরে জোড়া দগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল। বাড়ি দখল সংক্রান্ত বিবাদের জেরে এই জোড়া হত্যাকাণ্ড ঘটে থাকতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করছে পুলিশ। এই ঘটনায় সুমিত নামের সম্প্রতি জামিনে মুক্ত এক যুবককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে।পুলিশ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার সকাল আনুমানিক সাতটা নাগাদ স্থানীয় এলাকায় দুটি দগ্ধ দেহ পড়ে থাকার খবর পায় পুলিশ। খবর পাওয়ার পরপরই পুলিশ দল এবং ঊর্ধ্বতন প্রশাসনিক আধিকারিকরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। দেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে এবং ফরেনসিক দল ঘটনাস্থল থেকে প্রয়োজনীয় নমুনা ও তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করেছে। শাহজাহানপুরের পুলিশ সুপার সৌরভ দীক্ষিত জানান।,

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

৯।১১-র মতো ভয়ংকর বিপর্যয় রুখে দিয়েছেন ক্যাপ্টেন স্মিত ঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১ অক্টোবর ঃ মাঝ-আকাশে রক্তক্ষয়ী হামলার মুখে দাঁড়িয়ে অদম্য সাহসিকতা দেখিয়ে শত শত যাত্রীর প্রাণ বাঁচানো ভারতীয় পাইলট ক্যাপ্টেন স্মিত মাচ্ছারের ভূয়সী প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার রাজধানী দিল্লির ভারত মণ্ডপমে আয়োজিত ইউপিএসসি-র শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ককপিটে চরম সংকটের মুখে ক্যাপ্টেন স্মিত যে অসাধারণ ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন, তা কার্যত ৯১১-র মতো আরেকটা ভয়াবহ আন্তর্জাতিক বিপর্যয় রুখে দিয়েছে।অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত বুধবার যে মারাত্মক ঘটনাটি ঘটেছে, সেখানে ভারতের ক্যাপ্টেন স্মিত অসাধারণ ধৈর্য, তাক্ষণিক বিচারবুদ্ধি এবং সাহসিকতার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। খোদ ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীও স্বীকার করেছেন, একজন ভারতীয়ের অদম্য লড়াই মাঝ-আকাশে ৯১১-র মতো এক বিরাট বিপর্যয় এড়াতে সাহায্য করেছে।প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, স্মিতের এই অভূতপূর্ব বীরত্ব আমাদের সকলকে গর্বিত করেছে। আজ সকালেই আমি তাঁর বাবা ভূপেন্দ্রবাবু, মা গীতাদেবী এবং স্ত্রী সোনালের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছি। স্মিত বর্তমানে হাসপাতালে চিকিসাধীন। আজ কেবল ভারত নয়, সমগ্র বিশ্ব তাঁর জন্য গর্ববোধ করছে। আমি সমস্ত দেশবাসীকে অনুরোধ করব, আপনারা স্মিতের দীর্ঘায়ু ও দ্রুত আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করুন। দেশের নাম উজ্জ্বল করা বীর সন্তান স্মিতকে আমার স্যালুট।অন্যদিকে মাঝ-আকাশে রক্তক্ষযী হামলার মুখে দাঁড়িয়ে অদম্য সাহসিকতায় ১৭৪ জন যাত্রী ও বিমানকর্মীর প্রাণ বাঁচানো ভারতীয় পাইলট ক্যাপ্টেন স্মিত মাচ্ছারকে গভীর শ্রদ্ধা ও কুর্নিশ জানালেন শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার সমাজ মাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় তিনি লিখেছেন, ক্যাপ্টেন স্মিত মাচ্ছারের অসাধারণ সাহস, তাৎক্ষণিক বিচারবুদ্ধি এবং অনমনীয় বীরত্বের প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাই এবং তাঁকে স্যালুট করি। দুবাই থেকে তেল আবিবগামী ফ্লাইদুবাইয়ের এফজেড১০৭৩ বিমানে মাঝ-আকাশে এক অচিন্তনীয় সংকটের মুখে প।ছিলেন ক্যাপ্টেন মাচ্ছার। ককপিটের ভেতরে ছুরিকাঘাতে গুরুতর জখম হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অদম্য মনোবল টলেনি। দৃঢ়তার সঙ্গে ল।াই চালিয়ে তিনি হামলাকারীকে প্রতিহত করেন এবং মাঝ-আকাশে এক ভয়াবহ বিপর্যয় রুখে দেন।শুভেন্দু অধিকারী আরও উল্লেখ করেন, নিজের সর্বোচ্চ সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে তিনি ইজরায়েল-সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ১৭৪ জন যাত্রী ও বিমানকর্মীর জীবন রক্ষা করেছেন। ক্যাপ্টেন মাচ্ছারের এই বীরত্ব ভারতের চিরন্তন সভ্যতার মূলমন্ত্র ' কুটুম্বকম' (সমগ্র বিশ্বই এক পরিবার) এবং নিজের প্রাণের চেয়ে নিরপরাধ মানুষের নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পবিত্র কর্তব্যের এক উজ্জ্বল প্রতিফলন। বার্তায় তিনি আরও যোগ করেন, মাঝ-আকাশে মানবজীবন বাঁচিয়ে ক্যাপ্টেনের এই বীরত্বপূর্ণ কাজ বিশ্ববাসীর মন ছুঁয়ে গিয়েছে এবং ভারত ও ইজরায়েলের পারস্পরিক বন্ধুত্ব, আস্থা ও শ্রদ্ধার সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করেছে। দেশের এই বীর সন্তান সমগ্র ভারতকে গর্বিত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের জনগণের পক্ষ থেকে ক্যাপ্টেনের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি তাঁর এবং তাঁর পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দেন এবং আহত পাইলটের দ্রুত ও পূর্ণ আরোগ্য কামনা করেন।

রাষ্ট্রপতি ভবনে চালু বাস পরিষেবা ' রাহী চালক ও কন্ডাক্টর শুধুই মহিলারা

নয়াদিল্লি, ১ অক্টোবর ঃ রাষ্ট্রপতি ভবনের কর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের দৈনিক যাতায়াত আরও সুগম ও নিরাপদ করতে চালু হলো সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিশেষ বৈদ্যুতিক বাস পরিষেবা ' রাহী' ।রাষ্ট্রপতি এস্টেটের সঙ্গে নিকটবর্তী সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট মেট্রো স্টেশনকে যুক্ত করবে এই পরিবেশবান্ধব ই-বাস। সম্পূর্ণ মহিলা চালক ও কন্ডাক্টরদের দ্বারা পরিচালিত এই বাসে থাকছে হুইলচেয়ার ওঠানামার বিশেষ সুবিধাও।মহিলা, শিশু, প্রবীণ নাগরিক এবং বিশেষভাবে সক্ষম (দিব্যাঙ্গজন) ব্যক্তিদের কথা মাথায় রেখেই পরিবেশবান্ধব এই আধুনিক বাসটির পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই উদ্যোগ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি ভবনের পিএমজি সুপারিনটেনডেন্ট সুনীত কুমার বলেন, এখানকার বাসিন্দাদের যাতায়াতের অসুবিধার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করার জন্য মাননীয় রাষ্ট্রপতি এবং উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এই বাস পরিষেবা চালু করার মূল উদ্দেশ্যই হলো এখানকার মানুষদের নির্বিঘ্ন ও স্বাচ্ছন্দ্যময় যাতায়াত নিশ্চিত করা।তিনি আরও যোগ করেন, রাষ্ট্রপতি ভবনের ভেতরে ' মিট্টি ক্যাফে' রয়েছে, যা সম্পূর্ণভাবে বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিঃরা পরিচালনা করেন। তাঁদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে এই বাসটিকে সম্পূর্ণ দিব্যাঙ্গ-বান্ধব করা হয়েছে। সেন্ট্রালল সেক্রেটারিয়েট মেট্রো স্টেশনে পৌঁছানো এবং সেখান থেকে ফিরে আসার ক্ষেত্রে এখন তাঁদের যাতায়াত আগের চেয়ে অনেকটাই সহজ ও সুবিধাজনক হয়ে উঠেছে। নিরাপত্তা ও নারী ক্ষমতায়নের অনন্য নজির হিসেবে মহিলা কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত এই নিখরচায় বাস পরিষেবা রাষ্ট্রপতি ভবন চত্বরে এক ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে।

সাক্ষাকারঃস্বামী গোবিন্দ দেব গিরি জি মহারাজ- ' রাম মন্দির ভারতীয় জীবন-দর্শনের বৈশ্বিক কেন্দ্র হয়ে উঠুক, এটাই আমাদের সংকল্প'

স্বামী গোবিন্দ দেব গিরি জি মহারাজের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি, রাম মন্দির আন্দোলনের অভিজ্ঞতা, ট্রাস্টের নতুন প্রশাসনিক দায়িত্ব, আর্থিক স্বচ্ছতা, সিইও-র সঙ্গে সমন্বয়, রাম মন্দিরের ভবিষ্যৎ ভূমিকা এবং রাষ্ট্রগঠনের মতো বিষয়গুলি এই সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে আপনাদের সকলের সামনে উপস্থাপিত করা হয়েছে।প্রশ্ন ঃশ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আপনার নতুন দায়িত্বকে আপনি কীভাবে দেখছেন?উত্তরঃএটি আমার কাছে কোনও পদ বা অধিকারের বিষয় নয়, বরাবরের মতোই এটি সেবার একটি সুযোগ। শ্রীরাম জন্মভূমির বিষয়টি কোটি কোটি মানুষের বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত। রাম মন্দির নির্মাণ একটি ঐতিহাসিক পর্যায় ছিল, তবে মন্দিরের ব্যবস্থাপনা, তার মর্যাদা, আগত ভক্তদের সুযোগ-সুবিধা এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যাপক কার্যক্রমকে সুশৃঙ্খল করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। আমি এটিকে প্রভু শ্রীরামের সেবা এবং রাষ্ট্রসেবা হিসেবে দেখি।প্রশ্নঃআপনি আগে ট্রাস্টের কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন। এখন সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আপনার ভূমিকা কীভাবে পরিবর্তিত হবে?উত্তরঃকোষাধ্যক্ষ হিসেবে মূলত আর্থিক শৃঙ্খলা, সম্পদ এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। সাধারণ সম্পাদক হিসেবে কাজের পরিধি আরও ব্যাপক। ট্রাস্টের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, বিভিন্ন কমিটি ও ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয়, প্রশাসনিক কাজকর্মের পর্যবেক্ষণ এবং মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা এর অন্তর্ভুক্ত। সচেষ্ট থাকব যেন প্রতিটি ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, শৃঙ্খলা এবং দায়বদ্ধতা দেখা যায়।প্রশ্ন ঃট্রাস্ট প্রথমবারের মতো একটি পেশাদার প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে প্রাক্তন এয়ার মার্শাল জীতেন্দ্র মিশ্রকে সিইও করেছে। আপনি এটিকে কীভাবে দেখছেন?উত্তর ঃবর্তমান সময়ে এত বড় ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র পরিচালনা করা ব্যাপক একটি বিষয়। এখানে ভক্তদের সংখ্যা, নিরাপত্তা, প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, সুযোগ-সুবিধা এবং অনেক প্রশাসনিক দিক রয়েছে। তাই আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং আধুনিক প্রশাসনিক দক্ষতার সমন্বয় প্রয়োজন। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) নিয়োগ এই হিসেবে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আমরা সবাই নিজ নিজ দায়িত্বের মাধ্যমে একই উদ্দেশ্য পূরণ করব।প্রশ্নঃধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে কি আধুনিক ব্যবস্থাপনা এবং পেশাদার প্রশাসনের প্রয়োজন রয়েছে?উত্তর ঃঅবশ্যই রয়েছে। ভারতীয় ঐতিহ্যে ধর্ম এবং ব্যবস্থাপনা কখনওই একে অপরের বিরোধী ছিল না। রামরাজ্যের দর্শনেও সুশাসন, শৃঙ্খলা, জনকল্যাণ এবং দায়বদ্ধতা ছিল প্রধান উপাদান। আধুনিক প্রযুক্তি এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমগুলিকে যদি মন্দিরের সেবা, ভক্তদের সুবিধা এবং স্বচ্ছতার জন্য ব্যবহার করা হয়, তবে তা আমাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।প্রশ্নঃজুলাই ২০২৬-এ প্রণামীর টাকা চুরির বিতর্কের পর ট্রাস্টের আর্থিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। আপনি এই পুরো ঘটনাটিকে কীভাবে দেখছেন?উত্তরঃযেখানে বিপুল সংখ্যক ভক্ত আসেন এবং বিপুল পরিমাণে দান ও প্রণামী গৃহীত হয়, সেখানে ব্যবস্থাপনায় অত্যন্ত কঠোর শৃঙ্খলা ও স্বচ্ছতা প্রয়োজন। যদি কোথাও কোনও ত্রুটি সামনে আসে, তবে তা সংশোধন করা উচিত। তথ্যপ্রমাণ ছাড়া কারও উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলা সমীচীন নয়। কিন্তু ব্যবস্থার ত্রুটি দূর করা আমাদেরই দায়িত্ব। আমাদের লক্ষ্য, এমন একটি ব্যবস্থা তৈরি হওয়া উচিত যেখানে প্রতিটি প্রক্রিয়া স্বচ্ছ, নিয়ন্ত্রিত এবং জবাবদিহিমূলক হবে।প্রশ্নঃনতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থায় কি আর্থিক স্বচ্ছতাকে আরও জোরদার করা হবে?উত্তরঃস্বচ্ছতা যেকোনও সামাজিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্রের সঙ্গে কোটি কোটি মানুষের আবেগ, অনুভূতি জড়িয়ে আছে, তাই অর্থের ব্যবহার যেন সঠিক উদ্দেশ্যে হয়, প্রতিটি প্রক্রিয়া যেন সুশৃঙ্খল হয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে যেন জবাবদিহিতা বজায় থাকে, তা নিশ্চিত করাই আমাদের অগ্রাধিকার হবে।প্রশ্নঃআপনার জীবনে ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন এবং প্রবচন খুব অল্প বয়সেই শুরু হয়েছিল। ১৭ বছর বয়সে প্রথম প্রবচন থেকে শুরু করে আজ রাম মন্দির ট্রাস্টের দায়িত্ব পর্যন্ত এই যাত্রাকে আপনি কীভাবে দেখছেন?উত্তরঃআমি যখন ১৭ বছর বয়সে প্রথমবার ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবতের ওপর বলতে শুরু করেছিলাম, তখন আমি কখনও কল্পনাও করিনি যে জীবন আমাকে এভাবে প্রভু শ্রীরামের সেবা করার সুযোগ দেবে। আমার কাছে এই যাত্রা ব্যক্তিগত কোনও সাফল্য নয়, এটি ভারতীয় জ্ঞান ঐতিহ্যের শক্তি এবং সাধু-সন্তদের আশীর্বাদের যাত্রা। আমি বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত এবং গীতা যতখানি বোঝার চেষ্টা করেছি, ততই অনুভব করেছি যে ভারতীয় সংস্কৃতির মূল বার্তা সমাজ ও মানবকল্যাণের সঙ্গে যুক্ত।প্রশ্নঃ আপনি বেদের অধ্যয়ন এবং প্রচারের জন্য মহর্ষি বেদব্যাস প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন। আজকের নতুন প্রজন্মের জন্য বেদ এবং ভারতীয় দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা কী?উত্তরঃবেদ আমাদের জন্য কেবল প্রাচীন (আদি, অনাদি) গ্রন্থ নয়, প্রকৃতপক্ষে সেগুলিতে জীবন, প্রকৃতি, সমাজ এবং চেতনাকে দেখার একটি ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। বর্তমান প্রজন্ম আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। তাদের নিজেদের শেকারে সঙ্গে যুক্ত করাও আবশ্যক। বেদ, উপনিষদ এবং গীতা মানুষকে তাদের জীবনের উদ্দেশ্য, কর্তব্য এবং আত্মশাসন বোঝার দৃষ্টিভঙ্গি দেয়, তাই এদের অধ্যয়ন আজও ততটাই প্রাসঙ্গিক, যতটা অতীতে ছিল।প্রশ্নঃরাম মন্দির আন্দোলন থেকে শুরু করে মন্দির নির্মাণ পর্যন্ত আপনি একটি দীর্ঘ যাত্রা দেখেছেন। আজ যখন এই বিশাল মন্দির দৃশ্যমান, সেই যাত্রাকে আপনি কীভাবে স্মরণ করেন?উত্তরঃএই যাত্রা বহু প্রজন্মের সংকল্প, সংগ্রাম, সাধনা এবং অপেক্ষার যাত্রা। রাম মন্দির নির্মাণ সেই অসংখ্য মানুষের আবেগের ফল, যাঁরা নিজেদের জীবনে এটিকে একটি সংকল্প হিসেবে দেখেছিলেন। তাই মন্দিরের বিশালতা ও জাঁকজমকের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ তার পেছনের মূল ভাবনা ও আবেগ। আমাদের মনে রাখতে হবে যে রামের মন্দির যখন তৈরি হয়েছে, তখন রামের আদর্শও আমাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।প্রশ্নঃ২২ জানুয়ারি ২০২৪-এ রামললার প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আপনার হাত থেকে প্রসাদ গ্রহণ করে তাঁর ১১ দিনের উপবাস ভঙ্গ করেছিলেন। সেই মুহূর্তটিকে আপনি কীভাবে স্মরণ করেন?উত্তরঃসেটি ছিল অত্যন্ত আবেগঘন এবং ঐতিহাসিক একটি মুহূর্ত। প্রধানমন্ত্রীজি প্রাণপ্রতিষ্ঠার আগে যেভাবে ১১ দিনের ব্রত ও শৃঙ্খলা পালন করেছিলেন, তা এই আয়োজনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাকে প্রদর্শন করে। তিনি যখন প্রসাদ গ্রহণ করে উপবাস ভঙ্গ করেন, তখন আমার মনে হয়েছিল যে এটি কেবলমাত্র একজন ব্যক্তির মুহূর্ত নয়, বরং লক্ষ লক্ষ রামভক্তের বিশ্বাসের মুহূর্ত।প্রশ্নঃআপনার কি মনে হয় রাম মন্দিরের প্রভাব অযোধ্যা ছাড়িয়ে ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনেও পড়বে?উত্তরঃ সত্যি বলতে, আপনার এই প্রশ্নটিই অনুচিত, কারণ শতাব্দী ধরে কেবল ভারতবর্ষে নয়, বিশ্বের বহু দেশে, প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে কোনও না কোনও রূপে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে প্রভু শ্রীরামের প্রভাব অযোধ্যার সীমানা পেরিয়ে আগে থেকেই বিদ্যমান। শ্রীরাম ভারতীয় সমাজের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের আদর্শ। রাম মন্দির এমন একটি কেন্দ্র হয়ে উঠছে যেখান থেকে সেবা, সংস্কার, সংস্কৃতি, শিক্ষা এবং সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার অনুভূতি অবিরাম শক্তি পেতে থাকবে। রামের আদর্শ আমাদের আচরণে প্রতিফলিত হবে এটাই সন্ত সমাজের প্রচেষ্টা।প্রশ্নঃ অযোধ্যায় প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক ভক্ত পৌঁছাচ্ছেন। আগামী দিনে সবচেয়ে বড় প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জ কী হবে?উত্তরঃভক্তদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা নিশ্চিতভাবেই অনেক দায়িত্ববোধ নিয়ে আসে। দর্শন ব্যবস্থা, নিরাপত্তা, পরিচ্ছন্নতা, যাতায়াত, বাসস্থান, প্রসাদ, চিকিসা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধাকে ক্রমাগত উন্নত করতে হবে। সেই সঙ্গে মন্দিরের আধ্যাত্মিক মর্যাদা এবং অযোধ্যার সাংস্কৃতিক পরিচয় অক্ষুণ্ণ ও সুরক্ষিত রাখা একটি বড় কাজ। আমাদের প্রচেষ্টা এমন একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যেখানে ভক্তরা সুবিধার পাশাপাশি আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাও লাভ করতে পারেন।প্রশ্নঃরাম মন্দিরকে বিশ্বের অন্যতম প্রধান আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার কোনও বৃহত্তর পরিকল্পনা কি আছে?উত্তরঃ যেমন আমি বলেছি, প্রভু শ্রীরাম ভারতের সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ নন, তিনি বিষ্ণু, বিশ্বের অণু-পরমাণুতে ব্যাপ্ত। বিশ্বের বহু দেশে রামকথা ও রামায়ণের ঐতিহ্য রয়েছে। অযোধ্যাকে এমন একটি কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা উচিত, যেখানে ভারতের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে বুঝতে পারে গোটা বিশ্ব। এর জন্য মন্দিরের সঙ্গে জ্ঞান, গবেষণা, সংস্কৃতি, ভারতীয় ভাষা এবং রামায়ণের বৈশ্বিক ঐতিহ্যকেও সামনে নিয়ে আসার প্রয়োজন রয়েছে।প্রশ্নঃআপনার মতে রামরাজ্যের আধুনিক অর্থ কী?উত্তরঃরামরাজ্যের অর্থকে কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা উচিত হবে না। রামরাজ্যের মূল ভাব হলো শাসনে যেন ন্যায় থাকে, সমাজে বিশ্বাস থাকে, ব্যক্তিতে কর্তব্যবোধ থাকে এবং সবচেয়ে দুর্বল ব্যক্তির কল্যাণের চিন্তা থাকে। রাম নিজে ক্ষমতার কেন্দ্রে থেকেও জনকল্যাণকে সর্বোচ্চ মনে করেন। সন্ত তুলসীদাসের ভাষায় বললে- পরোপকারের চেয়ে বড় কোনও ধর্ম নেই, আর অপরকে কষ্ট দেওয়ার চেয়ে বড় কোনও অধর্ম নেই। আজ যদি আমরা রামরাজ্যের কথা বলি, তবে আমাদের এই মূল্যবোধগুলিকেই আমাদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে বাস্তবায়িত করতে হবে। যেখানে- (দৈহিক দৈবিক ভৌতিক তাপ। রাম রাজ নহিঁ কাহুহি ব্যাপা। সব নর করহিঁ পরস্পর প্রীতি। চলহিঁ স্বধর্ম নিরত শ্রুতি নীতি) দেখা যাবে। আমাদের এমন একটি সমাজ চাই, যেখানে- চারিউ চরন ধর্ম জগ মাহীঁ। পূরি রহা সপনেহুঁ অঘ নাহীঁ। রাম ভগবতি রত নর অরু নারী। সকল পরম গতি কে অধিকারী। অর্থা ধর্ম নিজের চারটি চরণ (সত্য, পবিত্রতা,

সরকার বদলেছে, প্রজন্ম বদলেছে, কিন্তু ইউপিএসসি-র ওপর আস্থা অটুটঃপ্রধানমন্ত্রী

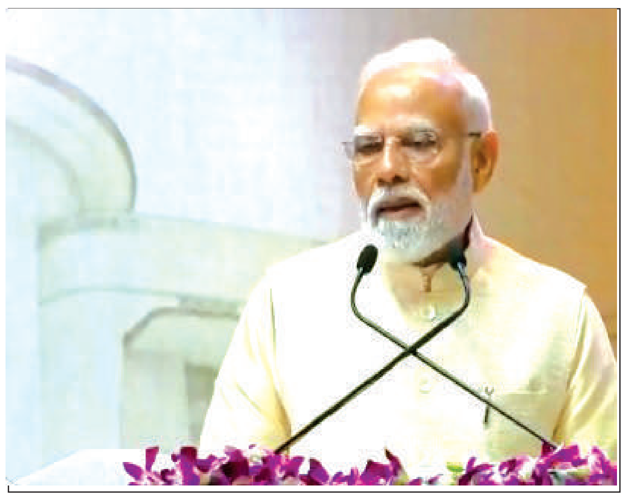

নয়াদিল্লি, ১ অক্টোবর ঃ ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন-এর ১০০ বছরের গৌরবোজ্জ্বল যাত্রার উদযাপনে যোগ দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানকে দেশের কোটি কোটি যুবকের স্বপ্ন ও আস্থার প্রতীক বলে আখ্যা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার নতুন দিল্লির ভারত মণ্ডপমে আয়োজিত ইউপিএসসি-র শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি একটি বিশেষ স্মারক ডাকটিকিট ও স্মারক মুদ্রা প্রকাশ করেন।অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এখন কেবল ইউপিএসসি-র ১০০ বছরের যাত্রার উদযাপন নয়, এটি একটি ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের উদযাপন। প্রতি বছর দেশের লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণী যে আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সম্বল করে বাঁচে, আজ তারই উদযাপন। প্রতিটি ভারতীয় এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি যে গভীর বিশ্বাস বজায় রেখেছেন, আজকের দিনটি সেই বিশ্বাসের স্বীকৃতি।প্রতিষ্ঠানের বিশ্বাসযোগ্যতার প্রশংসা করে তিনি আরও বলেন, এই দীর্ঘ এক শতাব্দীর যাত্রাপথে একের পর এক প্রজন্ম বদলেছে, ক্ষমতার পালাবদলে সরকার বদলেছে, প্রযুক্তির অভূতপূর্ব রূপান্তর ঘটেছে এবং পাঠ্যক্রমও বহুবার সংশোধিত হয়েছে। কিন্তু এই সমস্ত পরিবর্তনের মাঝেও ইউপিএসসি-র প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা আজও আগের মতোই অবিচল ও অটুট রয়েছে।এদিনের অনুষ্ঠানে ইউপিএসসি-র ১০০ বছরের ঐতিহাসিক যাত্রাকে স্মরণীয় করে রাখতে বিশেষ স্মারক মুদ্রা ও ডাকটিকিট প্রকাশের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ১০০টি মামলার রায়ের একটি সংকলনও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী। শতবর্ষের এই দীর্ঘ যাত্রায় যুক্ত থাকা সমস্ত কৃতী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে উপস্থিত সকলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন তিনি।

দেশ ও রাজ্যের অগ্রগতিতে প্রবীণদের অবদান অনস্বীকার্য, বার্তা মুখ্যমন্ত্রী ধামির

দেহরাদূন, ১ অক্টোবর ঃ আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উপলক্ষে দেশের সমস্ত প্রবীণ ও প্রবীণ নাগরিকদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। সমাজে প্রবীণদের অবদান ও ভূমিকার কথা স্মরণ করে বৃহস্পতিবার তিনি জানান, প্রবীণ প্রজন্মের দেখানো পথ ও তাঁদের ত্যাগের ওপর ভর করেই বর্তমান সমাজ এগিয়ে চলেছে।দেহরাদূনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসের এই বিশেষ মুহূর্তে আমরা সমাজের সমস্ত শ্রদ্ধেয় প্রবীণদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। তাঁদের আশীর্বাদ ও পথপ্রদর্শনের ফলেই সমাজে এবং ব্যক্তিগত জীবনে আমাদের এগিয়ে চলার সুযোগ তৈরি হয়েছে।দেশের সার্বিক বিকাশ ও রাজ্যের রূপান্তরে প্রবীণদের ভূমিকার প্রশংসা করে ধামি বলেন, এখন আমাদের দেশ বিশ্বমঞ্চে নতুন নতুন উচ্চতা স্পর্শ করছে, আমাদের উত্তরাখণ্ড রাজ্যও দ্রুত উন্নতির পথে এগোচ্ছে। আর এই অগ্রযাত্রার পেছনে প্রবীণ নাগরিকদের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অনস্বীকার্য অবদান রয়েছে। তাঁদের জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতা ও ত্যাগকে সম্মান জানানোর এবং তাঁদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার দিন এটি।উল্লেখ্য, প্রতি বছর ১ অক্টোবর বিশ্বজু।ে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালিত হয়। প্রবীণদের অধিকার সুরক্ষা, উন্নত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ এবং সমাজে তাঁদের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান সুনিশ্চিত করার বার্তা তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিক্রমশীলা সেতুর মেরামতের জন্য খোলা হচ্ছে বেইলি ব্রিজ, ভরসা এখন ভেসেল

ভাগলপুর (বিহার), ১ অক্টোবর ঃ বিক্রমশীলা সেতুর সংস্কার কাজের সুবিধার্থে বেইলি ব্রিজটি খুলে নেওয়ার (ডিসমন্টলিং) কাজ শুরু করেছে বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন। সেতু সংস্কারের স্বার্থে আগামী ৩ মাস এই পথে সমস্ত ধরনের যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিকল্প হিসেবে গঙ্গায় বড় ভেসেল পরিষেবা চালু করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ভাগলপুরের ট্রাফিক ডিএসপি সঞ্জয়.কুমার বলেন, গঙ্গার জলস্তর ক্রমাগত ওঠানামা করছে। অতীতে জলস্তর কম থাকায় সাধারণ নৌকার সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। তবে এবার একটি বড় ভেসেল পরিষেবা চালু রয়েছে, যা একসঙ্গে এক হাজারেরও বেশি যাত্রী পারাপার করতে সক্ষম।তিনি আরও জানান, মধ্যরাত থেকেই বেইলি ব্রিজে যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং বর্তমানে বিআরও-র দল সেতুটি খুলে নেওয়ার

রতুয়ায় গঙ্গার ভাঙনে তলিয়ে গেল ২০টিরও বেশি বাড়ি, আতঙ্কে এলাকা ছাড়ছেন বাসিন্দারা

রতুয়া, ১ অক্টোবর ঃ গঙ্গার জল কমতেই ফের ভয়াবহ ভাঙন শুরু হয়েছে মালদহের রতুয়া-১ ব্লকের মহানন্দটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের জিতুটোলা ও মুলিরামটোলা এলাকায়। বুধবার ভোর থেকে আচমকা ভাঙনের তীব্রতা বাড়তে শুরু করে। বৃহস্পতিবার স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে , কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রায় ২০ থেকে ২২টি বাড়ি গঙ্গার গ্রাসে চলে গিয়েছে।চোখের সামনে ঘরবাড়ি, গাছপালা, রাস্তা এবং বিদ্যুতের খুঁটি-সহ একের পর এক পরিকাঠামো নদীতে তলিয়ে যেতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন বাসিন্দারা। বাড়ির প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরিয়ে অনেকে এলাকা ছাড়তে শুরু করেছেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।স্থানীয়দের দাবি, গত সোমবার থেকেই এলাকায় গঙ্গার ভাঙন শুরু হয়েছিল। প্রথম দিকে ভাঙনের তীব্রতা তুলনামূলক কম থাকলেও বুধবার ভোর থেকে পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি হয়। নদীর পাড়ে একের পর এক ফাটল দেখা দেওয়ার পর ঘরবাড়ি, গাছপালা এবং রাস্তার অংশ গঙ্গায় তলিয়ে যেতে শুরু করে।বৃহস্পতিবার স্থানীয় সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, জিতুটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সম্পূর্ণভাবে নদীগর্ভে চলে গিয়েছে। মুলিরামটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়েরও সিংহভাগ অংশ গঙ্গায় তলিয়ে গিয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের। বাকি অংশটুকুও যে কোনও মুহূর্তে নদীগর্ভে চলে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন তাঁরা।ভাঙনের কবল থেকে রেহাই পায়নি জিতুটোলার মনসা মন্দিরও। অন্যদিকে, রাধাগোবিন্দ মন্দিরের বিভিন্ন সামগ্রী এবং গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্রও বাসিঃদারা নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিতে শুরু করেছেন।পরিস্থিতিতে গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের আশঙ্কা, দ্রুত ভাঙন প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা না হলে আগামী দিনে মহানন্দটোলার আরও বিস্তীর্ণ এলাকা গঙ্গার গ্রাসে চলে যেতে পারে। প্রশাসনের কাছে দ্রুত ভাঙন প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

রাশিফল

মেষঃআজ আপনার সাহস ও আত্মবিশ্বাসের কোনও সীমা থাকবে না। সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিন নতুন যোগাযোগ তৈরির জন্য এটি আপনার কাছে দারুণ সুযোগ হবে।।
বৃষঃআজ আপনি হালকা বোধ করবেন এবং উপভোগ করার সঠিক মেজাজে থাকবেন। শুভদিন।
মিথুনঃআপনার কাজের গতি বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনাকে লক্ষ্যের আরও কাছে নিয়ে যাবে।।
কর্কটঃস্বাস্থ্যের যত্ন প্রয়োজন। সন্দেহজনক আর্থিক কারবারে জড়িয়ে পড়া থেকে সতর্ক থাকুন। আপনি আপনার অতিরিক্ত সময় শিশুদের সাহচর্য উপভোগ করতে ব্যয় করুন- এমনকি এটা ঘটাতে আপনি আপনার পথে এগিয়ে যান। বিবাহের যোগ হবে আজ।
সিংহ ঃ আজ একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন হতে চলেছে। আপনার চার্ম আর আত্মবিশ্বাস চারপাশে পজিটিভ পরিবেশ তৈরি করেছে। ব্যর্থ প্রেম।
কন্যাঃ মানসিক স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য বিভ্রান্তি এবং হতাশা এড়িয়ে চলুন। আপনার সময় এবং অর্থকে মূল্য দেওয়া উচিত অন্যথায় আসন্ন সময়টি ঝামেলা এবং চ্যালেঞ্জ দ্বারা পূর্ণ। আজ যদি আপনি উপদেশ দেন-তাহলে তা গ্রহণের জন্যও মুক্তমনা হন। আপনার প্রেমিকাকে আজ কোনও অভিমানের কথা বলবেন না। ।
তুলাঃ বহিরাঙ্গণ খেলাধূলা আপনাকে আকর্ষণ করবে- ধ্যান এবং যোগ লাভজনক হবে। আপনি রক্ষণশীল বিনিয়োগ সঞ্চয় রেখে আরো বেশি অর্থ উপার্জন করতে পারেন। ব্যবসায় লাভ হতে পারে
বৃশ্চিকঃ চাপের কারণে ছোটখাটো অসুস্থতা দেখা দিতে পারে। শুভদিন
ধনুঃ আজকের দিনটা আপনার জন্য ইতিবাচক, যেখানে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলতে চলেছে। আপনার সহকর্মী আর পরিবার আপনাকে সমর্থন করবে, যাতে আপনি আপনার আইডিয়া গুলো বাস্তবায়ন করতে সফল হবেন।
মকরঃআজ আপনাকে বিভিন্ন উত্তেজনা এবং মতভেদের সামনা করতে হতে পারে যা আপনি অস্বস্তিকর এবং উত্যক্ত বোধ করাবে। বিবাহের যোগ হতেপারে।
কুম্ভঃআজ বন্ধু বা পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালে মানসিক আনন্দ পাবেন। পারস্পরিক সংযোগ ও সম্প্রীতির অনুভূতি আপনার সম্পর্কগুলিকে আরও দৃঢ় করবে।
মীনঃ আপনার বদ অভ্যাস আপনার উপর ব্যাপক প্রতিহিংসা নেবে। আজ, আপনি আপনার ভাই বা বোনের সাহায্য থেকে সুবিধা পেতে পারেন। বিবাহের যোগ। সংসারে শান্তি হতে পারে আজ।

আবহাওয়া

দুর্গাপুজোর প্রাক্কালে রাজ্যবাসীর জন্য বড়সড় স্বস্তির খবর দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আগামী কয়েক দিন রাজ্যের অধিকাংশ জেলাতেই মূলত শুষ্ক আবহাওয়া বজায় থাকবে। ভারী দুর্যোগের কোনও সম্ভাবনা নেই, কেবল দু-এক জায়গায় স্থানীয়ভাবে বিক্ষিপ্ত হালকা বৃষ্টি হতে পারে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস এই পূর্বাভাসের কথা জানিয়েছেন।হাওয়া অফিস জানিয়েছে, আগামী সাত দিন দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলোতে মূলত শুষ্ক আবহাওয়াই থাকবে। দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও তা উৎসবে বিঘ্ন ঘটাবে না। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে আজ ও আজ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকলেও ২, ৩ ও ৪ অক্টোবর ওপরের পাঁচটি জেলায় (দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার) বহু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হতে পারে।এদিকে রাজ্য জুড়ে বর্ষা বিদায়ের আবহ তৈরি হচ্ছে। আগামী দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে পূর্ব ভারতের বিহার ও ঝাড়খণ্ডের কিছু অংশ থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু প্রত্যাগমন শুরু করবে।কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকার আকাশ আগামী ২৪ ঘণ্টায় আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৩ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে, যা এই মরসুমের স্বাভাবিক পারদের অনেকটাই কাছাকাছি। ফলে পুজো কেনাকাটায় বৃষ্টি ব। বাধা হয়ে দাঁ।াবে না বলেই মনে করছে হাওয়া অফিস। আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্র হয় ৩২ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন হয় ২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াল। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৫ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৬২ শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১১টা ৫০মনিট এবং রাত ০৯টা ৫২মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০১টা ৪২মিনিট এবং রাত ১১টা ৪২ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ৪৫মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ২৮মিনিটে হতে পারে।

নারীদের স্বনির্ভরতার বার্তা, ঝাড়গ্রামে জমজমাট ‘পুজোর হাট’

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম, ২ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ দুর্গাপুজোর কেনাকাটার মরসুমে নারীদের স্বনির্ভরতার বার্তা দিতে ঝাড়গ্রাম শহরে শুরু হল ‘পুজোর হাট জমজমাট’। মহিলাদের পরিচালিত এই মেলায় পুজোর পোশাক, গয়না থেকে শুরু করে খাবার; সবই মিলছে এক ছাদের নীচে। গত ৩০ সেপ্টেম্বর ঝাড়গ্রামের তারণ তীর্থ ক্লাবের প্রাঙ্গণে মেলার উদ্বোধন করেন ঝাড়গ্রামের বিধায়ক লক্ষীকান্ত সাউ। আগামী ৪ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে এই হাট। শাড়ি, গয়না, কুর্তি, চুড়িদার, শিশুদের পোশাক, পুরুষদের পোশাক এবং বিভিন্ন ধরনের খাবার মিলিয়ে প্রায় ৩০টি স্টল রয়েছে মেলায়। প্রতিটি স্টলই পরিচালনা করছেন মহিলারা। ‘স্বপ্নের মেয়েবেলা’ নামে একটি মহিলা গোষ্ঠীর উদ্যোগে এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে। উদ্যোক্তাদের দাবি, গত চার বছর ধরে এই মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। এবার মেলার পঞ্চম বর্ষ। প্রথম বছরেই ঝাড়গ্রাম শহরের ব্যাপক সাড়া মিলেছিল। প্রতি বছর মেলার জনপ্রিয়তা বাড়ছে বলে দাবি উদ্যোক্তাদের। মেলায় স্টল দেওয়া এক বিক্রেতা বর্ষা পাণ্ডে বলেন, ‘দু’বছর ধরে এই মেলায় স্টল দিচ্ছি। ভালোই বিক্রি হয়।’ বিধায়ক লখীকান্ত সাউ বলেন, নারীদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এমন উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ। মেলার উদ্যোক্তা স্যাঞ্জুলা দে জানান, নারীদের স্বনির্ভর করে তুলতেই এই উদ্যোগ। মেলায় কেনাকাটা করলে লাকি কুপনের মাধ্যমে পুরস্কার জেতার সুযোগও রয়েছে। শেষ দিনে লাকি ড্র অনুষ্ঠিত হবে। পুরস্কার হিসেবে সোনার লকেট দেওয়ার কথা জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। করোনা অতিমারির সময় ঝাড়গ্রাম শহরের দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিল এই মহিলা গোষ্ঠী। সেই সময় রক্তদান শিবিরেরও আয়োজন করা হয়েছিল। উদ্যোক্তা স্যাঞ্জুলা দে বলেন, ‘নারীর ক্ষমতায়ন এবং স্বনির্ভরতাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।’

বকেয়া সম্পত্তি করে সুদ-জরিমানায় বড় ছাড়, পুজোর আগেই কলকাতা পুরসভার নতুন ওয়েভার স্কিম

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২ অক্টোবর, ২০২৬ঃ দুর্গাপুজোর আগেই শহরের নাগরিকদের জন্য বকেয়া সম্পত্তি কর মেটানোর ক্ষেত্রে বড়সড় ছাড়ের ঘোষণা করল কলকাতা পুরসভা। দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা সম্পত্তি করের উপর সুদ এবং জরিমানার বোঝা কমাতে নতুন ওয়েভার স্কিম চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ‘ইনসেন্টিভ ওয়েভার অফ ইন্টারেস্ট অ্যান্ড পেনাল্টি টু দ্য প্রপার্টি ট্যাক্স পেয়ার্স স্কিম, ২০২৬’-এর আওতায় নির্দিষ্ট শ্রেণির সম্পত্তির ক্ষেত্রে বকেয়া করের সঙ্গে জমে থাকা সুদ ও পেনাল্টিতে উল্লেখযোগ্য ছাড় দেওয়া হবে। পুরসভা সূত্রে খবর, মূলত বকেয়া সম্পত্তি কর আদায়ের পরিমাণ বাড়াতেই এই উদ্যোগ। পুরসভার তরফে জানানো হয়েছে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন থেকে প্রথম ছ'মাস এই ওয়েভার স্কিম কার্যকর থাকবে। জনস্বার্থের কথা বিবেচনা করে প্রয়োজন হলে রাজ্য সরকার এই মেয়াদ আরও সর্বোচ্চ দু'মাস বাড়াতে পারবে। অর্থাৎ দীর্ঘদিনের বকেয়া সম্পত্তি কর রয়েছে এমন করদাতাদের নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কর মিটিয়ে এই বিশেষ সুবিধা নেওয়ার সুযোগ থাকবে। করদাতাদের বকেয়া কর পরিশোধে উৎসাহ দেওয়ার পাশাপাশি পুরসভার রাজস্ব আদায় বাড়ানোর লক্ষ্যেও এই সিদ্ধান্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। নতুন স্কিমে সম্পত্তির ধরন অনুযায়ী সুদ ও পেনাল্টিতে ছাড়ের হার নির্ধারণ করা হয়েছে। রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন সরকারি সংস্থার সম্পত্তির ক্ষেত্রে সুদ ও পেনাল্টি;দুই ক্ষেত্রেই ১০০ শতাংশ ছাড় দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বকেয়া মূল কর মিটিয়ে দিলে জমে থাকা সুদ এবং জরিমানার পুরো অংশই মকুব হবে। একইভাবে আবাসিক বা রেসিডেন্সিয়াল সম্পত্তির ক্ষেত্রেও সুদ ও পেনাল্টিতে ১০০ শতাংশ ছাড় মিলবে। ফলে যে সমস্ত নাগরিকের বাড়ির সম্পত্তি কর দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া রয়েছে, তাঁরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মূল বকেয়া কর পরিশোধ করলে অতিরিক্ত সুদ ও জরিমানার বোঝা থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পাওয়ার সুযোগ পাবেন। তবে বাণিজ্যিক এবং মিশ্র ব্যবহারের সম্পত্তির ক্ষেত্রে ছাড়ের হার আলাদা রাখা হয়েছে। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত সম্পত্তির ক্ষেত্রে সুদের উপর ৭০ শতাংশ এবং পেনাল্টির উপর ৯৯ শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে। অন্যদিকে মিশ্র বা ‘মিক্সড’ প্রকৃতির সম্পত্তির ক্ষেত্রে সুদে ৮০ শতাংশ এবং পেনাল্টিতে ৯৯ শতাংশ ছাড় মিলবে। ফলে সম্পত্তির ব্যবহার অনুযায়ী করদাতাদের জন্য আলাদা হারে সুবিধা নির্ধারণ করা হয়েছে।

কলকাতার বাইরেও AI-তে ক্যারিয়ারের নতুন দিগন্ত, হাওড়ার বালিতে ThatWare-এর প্রতিভা বিকাশের মডেল

দুরন্তবার্তা, সৈকত দাস, বালি, হাওড়া, ১ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ ভারতের ডিজিটাল অর্থনীতিতে ক্যারিয়ার গড়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরেই তরুণ প্রযুক্তি পেশাদারদের কাছে বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, পুনে, মুম্বইয়ের মতো বড় শহর ছিল প্রধান আকর্ষণ। সফটওয়্যার, ডেটা অ্যানালিটিক্স থেকে শুরু করে নতুন প্রযুক্তি; প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই কর্মসংস্থানের বড় অংশ কেন্দ্রীভূত ছিল দেশের এই প্রযুক্তি-কেন্দ্রিক শহরগুলিতে। তবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা Artificial Intelligence (AI) এবং ডিজিটাল পরিষেবার দ্রুত প্রসার সেই প্রচলিত ভৌগোলিক ধারণাকে ধীরে ধীরে বদলে দিচ্ছে। হাওড়ার বালিতে THATW6 LLP-এর কর্মকাণ্ড সেই পরিবর্তনের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সার্চ টেকনোলজি এবং আন্তর্জাতিক ডিজিটাল মার্কেটিং-ভিত্তিক কাজ কীভাবে দেশের প্রচলিত IT হাবের বাইরে থেকেও পরিচালনা করা সম্ভব, সেই সম্ভাবনাই সামনে আনছে সংস্থাটি। সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাতা তুহিন বণিক। প্রকাশ্য কর্পোরেট তথ্য অনুযায়ী, বালিতে সংস্থাটির একাধিক অফিস রয়েছে। SEO, টেকনিক্যাল অপ্টিমাইজেশন, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট, কনটেন্ট, স্ট্র্যাটেজি-সহ ডিজিটাল পরিষেবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মীরা কাজ করছেন। তবে এই উদ্যোগের গুরুত্ব শুধুমাত্র হাওড়ায় একটি প্রযুক্তি সংস্থার অফিস গড়ে ওঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ডিজিটাল কাজের অন্যতম বড় সুবিধা হল;কর্মীর ভৌগোলিক অবস্থান আর কাজের বাজারকে একই জায়গায় থাকতে হয় না। হাওড়ায় বসেই কোনও কর্মী বিদেশের বাজার নিয়ে গবেষণা করতে পারেন, আন্তর্জাতিক ওয়েবসাইট বিশ্লেষণ করতে পারেন কিংবা হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে থাকা কোনও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ডিজিটাল ক্যাম্পেইনে কাজ করতে পারেন। অর্থাৎ, প্রচলিত শিল্পের মতো এখানে পণ্যকে কারখানা থেকে অন্যত্র পাঠানোর প্রয়োজন নেই। জ্ঞান, দক্ষতা এবং প্রযুক্তিই হয়ে উঠছে নতুন রপ্তানি পণ্য। বিশ্বব্যাপী কর্মসংস্থানের ভবিষ্যৎ নিয়েও একই ধরনের পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছে। ওয়ার্ল্ড ইকনোমিক ফোরাম-এর চাকরির ভবিষ্যৎ বিষয়ক প্রতিবেদন ২০২৫ অনুযায়ী, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও বৃহত্তর ডেটা-সংক্রান্ত দক্ষতা দ্রুততম হারে বাড়তে থাকা দক্ষতার তালিকায় শীর্ষে রয়েছে। এর পাশাপাশি নেটওয়ার্ক ও সাইবার সিকিউরিটি এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতার চাহিদাও বাড়ছে। একই সঙ্গে সৃজনশীল চিন্তাভাবনা, স্থিতিস্থাপকতা, নমনীয়তা, কৌতূহল এবং নিরন্তর শেখার ক্ষমতাকেও ভবিষ্যতের কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। ওই রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বজুড়ে প্রতি ১০০ জন কর্মীর মধ্যে প্রায় ৫৯ জনেরই নতুন করে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হতে পারে। প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে দক্ষ কর্মীর ঘাটতিও বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থার কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠছে। এই পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র কর্মী নিয়োগ করাই যথেষ্ট নয়। প্রযুক্তি-নির্ভর সংস্থাগুলির জন্য কর্মীদের ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ এবং নতুন দক্ষতা অর্জনের সুযোগ তৈরি করাও ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। বিশেষ করে SEO এবং ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের ক্ষেত্রেই গত কয়েক বছরে বড় পরিবর্তন এসেছে। শুধুমাত্র দ্ধত্রান্দ্রদ্রন্স্ম research বা নির্দিষ্ট কিওয়ার্ডের র্যাংকিং এর উপর নির্ভর না করে এখন শব্দার্থিক বিশ্লেষণ, এনটিটি ম্যাপিং, কাঠামোগত তথ্য, অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য এবং এআই-ভিত্তিক পুনরুদ্ধার এর মতো বিষয়গুলিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। প্রচলিত সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের পাশাপাশি আনসার ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন, জেনারেটিভ ইঞ্জিন অপ্টিমাইজেশন এবং লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল বা বৃহৎ ভাষা মডেল দৃশ্যমানতার মতো নতুন ক্ষেত্রও সামনে এসেছে। ফলে একজন তরুণ কর্মী কনটেন্ট অ্যানালিস্ট হিসেবে কাজ শুরু করলেও ভবিষ্যতে তাঁকে অনুসন্ধানের অভিপ্রায়, এআই পুনরুদ্ধার, কাঠামোগত ডেটা এবং মেশিন-পঠনযোগ্য তথ্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হতে পারে। একইভাবে একজন টেকনিক্যাল এসইও বিশেষজ্ঞ এর কাজও ক্রমশ ক্রলার অ্যাক্সেসিবিলিটি, নলেজ গ্রাফ, সিমান্টিক আর্কিটেকচার এবং এআই সিস্টেম-এর জন্য তথ্যকে উপযোগী করে তোলার মতো প্রযুক্তিগত বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। THATWARE LLP-এর প্রকাশ্য গবেষণা ও কাজের ক্ষেত্রেও এই পরিবর্তনের প্রতিফলন দেখা যায়। সংস্থার দৃষ্টিভঙ্গিতে শুধুমাত্র কিওয়ার্ড এবং রেংকিং এর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে অর্থগত স্পষ্টতা, সত্তার নির্ভরযোগ্যতা, অভিপ্রায় মডেলিং, উত্তর প্রদানের প্রস্তুতি এবং এআই-এর মাধ্যমে তথ্য পুনরুদ্ধারের সক্ষমতা-এর মতো বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে তরুণ প্রযুক্তি পেশাদারদের জন্য ক্রমাগত শেখার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। তবে এই ধরনের কর্মসংস্থানের প্রভাব শুধুমাত্র প্রযুক্তি শিল্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। হাওড়া ও আশপাশের এলাকার তরুণদের জন্য বাড়ির কাছাকাছি থেকেই আন্তর্জাতিক মানের ডিজিটাল কাজের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ তৈরি হলে তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবও পড়তে পারে। একজন তরুণ প্রযুক্তি-স্নাতককে ক্যারিয়ারের শুরুতেই অন্য রাজ্যে চলে যেতে না হলে স্থানান্তর-এর আর্থিক ও ব্যক্তিগত চাপ অনেকটাই কমতে পারে। পরিবার ও স্থানীয় সামাজিক যোগাযোগও বজায় থাকে। আন্তর্জাতিক ডিজিটাল পরিষেবা থেকে অর্জিত আয়ের একটি অংশ স্থানীয় অর্থনীতিতেও ফিরে আসে। পাশাপাশি আশপাশের কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরাও প্রযুক্তি-নির্ভর ক্যারিয়ারকে আর শুধুমাত্র দূরের বেঙ্গালুরু বা হায়দরাবাদের সঙ্গে যুক্ত কোনও সুযোগ হিসেবে দেখবেন না। অবশ্যই শুধুমাত্র কোনও একটি সংস্থার উপস্থিতি একটি অঞ্চলে প্রযুক্তি শিল্পের বিকাশ নিশ্চিত করে না। নির্ভরযোগ্য ডিজিটাল পরিকাঠামো, উন্নত শিক্ষা, ইংরেজি ও যোগাযোগ দক্ষতা, হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ এবং বাস্তব ব্যবসায়িক সমস্যার সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে AI-এর দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সংস্থাগুলিকেও নিজেদের প্রযুক্তি ও কাজের পদ্ধতি নিয়মিত আপডেট করতে হবে। তবু সম্ভাবনার দিকটি ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। ডিজিটাল অর্থনীতি এমন একটি কর্মক্ষেত্র তৈরি করছে যেখানে আন্তর্জাতিক বাজারে কাজ করার জন্য কর্মীর শারীরিক অবস্থান আর আগের মতো গুরুত্বপূর্ণ নয়। সেই দিক থেকে বালিতে ThatWare-এর উপস্থিতি শুধুমাত্র একটি প্রযুক্তি সংস্থার অফিসের গল্প নয়। এটি ভারতের ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের একটি বৃহত্তর সম্ভাবনার দিকও তুলে ধরছে। আগামী দিনের AI প্রতিভা হয়তো বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ বা দেশের অন্যান্য বড় প্রযুক্তি-কেন্দ্র থেকেই উঠে আসবে। কিন্তু সেই প্রতিভা হাওড়ার বালিতেও তৈরি হতে পারে, হাওড়ায় বসেই আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে কাজ করতে পারে এবং নিজের শহর ছেড়ে না গিয়েও গড়ে তুলতে পারে একটি বিশ্বমানের প্রযুক্তি-ক্যারিয়ার।

মায়াপুর-নবদ্বীপের উন্নয়ন, পুরসভার পরিচ্ছন্নতা নিয়ে সরব অগ্নিমিত্রা, সন্ধ্যায় আরতিতে দুই মন্ত্রী

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নদীয়া, ১ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ মায়াপুরকে আন্তর্জাতিক মানের তীর্থ ও হেরিটেজ টাউন হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা, নবদ্বীপের স্মার্ট সিটি প্রকল্প এবং রাজ্যের পুরসভাগুলির পরিচ্ছন্নতা; একসঙ্গে একাধিক বিষয়ে প্রশাসনিক বৈঠকের পর সরব হলেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। মায়াপুরের পরিকাঠামো উন্নয়নে জাতীয় স্তরের প্ল্যানার ও আর্কিটেক্টদের দিয়ে ব্লু-প্রিন্ট তৈরির আশ্বাসের পাশাপাশি পুরসভাগুলিতে সাফাইকর্মীদের সমস্যা ও পরিচ্ছন্নতা নিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুললেন তিনি। বৃহস্পতিবার বৈঠক শেষে মায়াপুরে সন্ধ্যা আরতিতেও অংশ নেন অগ্নিমিত্রা। সেখানে উপস্থিত ছিলেন অপর মন্ত্রী দীপঙ্কর জানাও। বৃহস্পতিবার বেলা প্রায় ২টো ৫০ মিনিট নাগাদ মায়াপুরে পৌঁছন অগ্নিমিত্রা। ইসকনের লোটাস ভবনে আয়োজিত উচ্চপর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন নবদ্বীপের বিধায়ক শ্রুতি শেখর গোস্বামী, নদিয়ার জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক, কেএমডিএ-র সিইও নিতিন সিংহানিয়া, দপ্তরের যুগ্ম সচিব সুপ্রিয় অধিকারী, মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিরেক্টরেটের শীর্ষ আধিকারিক এবং ইসকনের প্রতিনিধিরা। বৈঠক শেষে মন্ত্রী জানান, ইসকন মন্দির সংলগ্ন প্রায় ৭০০-৮০০ একর জমি এবং পার্শ্ববর্তী টাউন এলাকাকে আন্তর্জাতিক মানের পিলগ্রিমেজ টাউন ও হেরিটেজ টাউন হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। দেশ-বিদেশের লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর সুবিধার কথা মাথায় রেখে জাতীয় স্তরের দক্ষ প্ল্যানার ও আর্কিটেক্টদের দিয়ে তৈরি হবে উন্নয়নের ব্লু-প্রিন্ট। রাস্তা, নিকাশি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পানীয় জল, গণপরিবহণ, শৌচাগার ও আলোর মতো নাগরিক পরিষেবার আধুনিকীকরণে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। তবে মায়াপুরের বর্তমান পরিকাঠামো নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন অগ্নিমিত্রা। তাঁর অভিযোগ, পঞ্চায়েত এলাকার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সেখানে সঠিক সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ও ডাম্পিং গ্রাউন্ডের ব্যবস্থা নেই। ফলে বিভিন্ন জায়গায় জমছে আবর্জনা। আধুনিক নিকাশি ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় এসটিপি প্ল্যান্টের অভাব রয়েছে। পানীয় জলের সঙ্কট, শৌচাগার ও আলোর অভাবের পাশাপাশি চার বছর ধরে ঘাটের কাজ চললেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি বলে দাবি করেন তিনি। পঞ্চায়েত এলাকার অন্তর্ভুক্ত হলেও বিভিন্ন দপ্তরের যৌথ সমন্বয়ে উন্নয়নের কাজ করা হবে বলে আশ্বাস দেন মন্ত্রী। মায়াপুরের পাশাপাশি নবদ্বীপের উন্নয়ন নিয়েও এ দিন গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন অগ্নিমিত্রা। তাঁর দাবি, রাজ্যের নির্বাচিত পাঁচটি স্মার্ট সিটির মধ্যে নবদ্বীপকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাই নবদ্বীপ ও মায়াপুরের জন্য পৃথক পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে প্রশাসন। একদিকে আন্তর্জাতিক তীর্থক্ষেত্র হিসেবে মায়াপুরের পরিকাঠামো উন্নয়ন, অন্যদিকে নবদ্বীপের নাগরিক পরিষেবার আধুনিকীকরণ;দুই ক্ষেত্রেই কাজ করার আশ্বাস দেন তিনি। এদিন পুরসভাগুলির পরিচ্ছন্নতা নিয়েও সরব হন মন্ত্রী। বিভিন্ন এলাকায় রাস্তা ও ফুটপাত দখল, যেখানে-সেখানে আবর্জনা ফেলা এবং পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা নিয়ে প্রশাসনের পদক্ষেপে একাংশের অসন্তোষের প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা অভ্যাস বদলাতে গেলে আপত্তি তৈরি হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু নাগরিক পরিষেবা ঠিক রাখতে বেআইনি কাজের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতেই হবে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই এই কাজ করা হচ্ছে বলে জানান তিনি। অন্যদিকে, বিভিন্ন পুরসভায় স্থায়ী ও অস্থায়ী সাফাইকর্মীদের বিক্ষোভ এবং পারিশ্রমিক সংক্রান্ত সমস্যার প্রশ্নে তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন অগ্নিমিত্রা। তাঁর দাবি, তৃণমূলের কাউন্সিলর, মেয়র ও চেয়ারম্যানদের একাংশ পুরসভা ছেড়ে চলে যাওয়ায় নতুন সরকারের উপর অতিরিক্ত প্রশাসনিক দায়িত্ব এসে পড়েছে। এতদিন ধরে টাকা চুরির অভিযোগ তুলে তাঁর বক্তব্য, নতুন সরকার আসার পর সেই সুযোগ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাঁরা চলে গিয়েছেন। যদিও এ দিনের বক্তব্যে অভিযোগের সমর্থনে নির্দিষ্ট কোনও তথ্য তুলে ধরেননি মন্ত্রী। বর্ষার কারণে পুর এলাকার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার কাজ আরও কঠিন হয়ে উঠেছে বলেও স্বীকার করেন তিনি। তবে সাফাইকর্মী, ভেক্টর কন্ট্রোল কর্মী এবং প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা চলছে বলে দাবি তাঁর। নির্বাচন ও পুরবোর্ড গঠনের পর পরিস্থিতি আরও নিয়মমাফিক হবে বলে আশা প্রকাশ করেন অগ্নিমিত্রা। উন্নয়ন প্রসঙ্গে বিরোধীদের ফলক লাগানোর রাজনীতির অভিযোগের জবাবেও সরব হন মন্ত্রী। তাঁর কথায়, তাঁরা ফলক লাগানোর রাজনীতিতে বিশ্বাসী নন, মাঠে নেমে কাজ করাই তাঁদের লক্ষ্য। মায়াপুরকে আন্তর্জাতিক পিলগ্রিমেজ টাউন ও হেরিটেজ টাউন হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেই দেখাতে চান তাঁরা। রেজিনগরে ফ্লাইওভার নির্মাণের কোনও তাৎক্ষণিক পরিকল্পনা নেই বলেও জানান তিনি। আপাতত মায়াপুরের উন্নয়নেই সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে বলে স্পষ্ট করেন মন্ত্রী। প্রশাসনিক বৈঠক শেষে এ দিন মায়াপুরে সন্ধ্যা আরতিতে যোগ দেন অগ্নিমিত্রা পাল। ছিলেন অপর মন্ত্রী দীপঙ্কর জানাও। প্রশাসনিক আলোচনা শেষে মায়াপুরের ধর্মীয় পরিবেশে সন্ধ্যারতিতে অংশ নিয়ে সফর শেষ করেন দুই মন্ত্রী।

বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষের হাত ধরে দুর্গাপুজোর আগে সমন্বয় কমিটির ব্যানার ও লোগো উন্মোচন

দুরন্তবার্তা, সৈকত দাস, কলকাতা, ১ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ আসন্ন দুর্গাপুজোকে সামনে রেখে পুজো প্রস্তুতিতে আরও গতি আনতে উদ্যোগী হল দুর্গাপুজো সমন্বয় কমিটি। পুজোর আগে কমিটির আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ব্যানার ও লোগো উন্মোচন করা হল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে কমিটির ব্যানার ও লোগো আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করেন মাননীয় বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ। এই সমন্বয় কমিটির প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে রয়েছেন শ্রী কার্তিক মহারাজ। তাঁর পরামর্শ ও দিকনির্দেশনায় বিভিন্ন পুজো কমিটির মধ্যে সমন্বয় আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি পুজোকে কেন্দ্র করে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। দুর্গাপুজো শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অন্যতম বৃহৎ উৎসব। পুজোর কয়েক মাস আগে থেকেই বিভিন্ন এলাকায় শুরু হয়ে যায় প্রস্তুতি। পুজো মণ্ডপ, আলোকসজ্জা, প্রতিমা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা ও ভিড় নিয়ন্ত্রণ;সবকিছু নিয়েই পুজো কমিটিগুলির মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন থাকে। সেই লক্ষ্যেই এই সমন্বয় কমিটির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। পুজোর সময় বিভিন্ন এলাকায় বিপুল সংখ্যক মানুষের সমাগম হয়। ফলে পুজো কমিটি, প্রশাসন, পুলিশ এবং স্থানীয় মানুষের মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে পুজো উদ্যোক্তাদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার মতো বিষয়গুলিকেও গুরুত্ব দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। কমিটির ব্যানার ও লোগো উন্মোচনের মাধ্যমে মূলত আসন্ন দুর্গোৎসবকে ঘিরে সংগঠনের আনুষ্ঠানিক পথচলা আরও দৃঢ় হল বলেই মনে করা হচ্ছে। আগামী দিনে বিভিন্ন পুজো কমিটিকে সঙ্গে নিয়ে একাধিক কর্মসূচি গ্রহণের সম্ভাবনাও রয়েছে। দুর্গাপুজোকে ঘিরে উৎসবের আনন্দের পাশাপাশি সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার বার্তাও গুরুত্বপূর্ণ। পুজো মণ্ডপে শৃঙ্খলা বজায় রাখা, শিশু ও প্রবীণদের নিরাপত্তা, পরিচ্ছন্নতা, শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং সাধারণ মানুষের সুবিধার বিষয়গুলিকে সামনে রেখে পুজো আয়োজন করার ডঙ্ঘ পর জোর দেওয়া যেতে পারে। ব্যানার ও লোগো উন্মোচনের অনুষ্ঠানে বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষের উপস্থিতি এবং প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে কার্তিক মহারাজের ভূমিকা এই উদ্যোগকে বাড়তি গুরুত্ব দিয়েছে। আগামী দিনে এই সমন্বয় কমিটি কীভাবে বিভিন্ন পুজো কমিটিকে এক ছাতার তলায় এনে কাজ করে এবং দুর্গোৎসবকে আরও সুসংগঠিত করে তোলে, এখন সেদিকেই নজর থাকবে। আসন্ন দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই রাজ্যজুড়ে উৎসবের আবহ তৈরি হয়েছে। তারই মধ্যে এই সমন্বয় কমিটির আনুষ্ঠানিক সূচনা পুজো উদ্যোক্তাদের মধ্যে নতুন উৎসাহ তৈরি করবে বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

যোগ শিক্ষকের বিরুদ্ধে পকসো মামলা, নাবালিকাকে নিগ্রহে দাদু গ্রেফতার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম, ১ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ যোগ ব্যায়াম শেখানোর নামে পঞ্চম শ্রেণির এক ছাত্রীর সঙ্গে অশালীন আচরণের অভিযোগে আটক ক্রীড়া শিক্ষকের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু হয়েছে। পঞ্চম শ্রেণির ওই ছাত্রীর মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা করা হয়। বুধবার অভিযোগকে কেন্দ্র করে স্কুলে উত্তেজনা ছড়ায়। অভিভাবকদের একাংশ স্কুলে গিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে বিষয়টি নিয়ে জানতে চান। পরে অভিযুক্ত শিক্ষককে ডেকে অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে পুলিশ গিয়ে তাঁকে আটক করে। অভিযোগ, ওই শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরে যোগ ব্যায়াম শেখানোর নামে ছাত্রীদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করতেন। ভয়ে এত দিন ছাত্রীরা বিষয়টি জানায়নি। সম্প্রতি কয়েক জন অভিভাবক স্কুল কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানিয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে। পরে তা জানাজানি হলে বুধবার অভিভাবকেরা স্কুলে গিয়ে প্রতিবাদ করেন। রাত ১০টার পরে পঞ্চম শ্রেণির ওই ছাত্রীর মা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তার ভিত্তিতে পকসো আইনে মামলা রুজু হয়। বৃহস্পতিবার অভিযুক্ত শিক্ষককে ঝাড়গ্রাম পকসো আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে ১৪ দিন জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন। অন্য দিকে, একই দিনে ১১ বছরের এক নাবালিকাকে শারীরিক নিগ্রহের অভিযোগে ৬৫ বছর বয়সি এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অভিযোগ, বুধবার সন্ধ্যায় টিউশন থেকে বাড়ি ফেরার পথে নাবালিকাকে দাঁড় করিয়ে তাঁর শরীরের বিভিন্ন জায়গায় হাত দেন অভিযুক্ত। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি নাবালিকার গ্রামের সম্পর্কে দাদু হন। বাড়ি ফিরে নাবালিকা পরিবারের সদস্যদের বিষয়টি জানালে তাঁর পরিবারের তরফে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়।

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার জলের বোতলে দেশীয় জল ভরার অভিযোগে অভিযান

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ১ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ রাষ্ট্রায়ত্ত একটি সংস্থার নামে বাজারে বিক্রি হওয়া জলের বোতল খুলে তার ভিতরের জল ফেলে দিয়ে স্থানীয় জল ভরে ফের বাজারজাত করার অভিযোগ। এই অভিযোগের তদন্তে নেমে জয়নগরে বেআইনি ভাবে জল বোতলজাত করার কারখানার হদিশ পেল পুলিশ ও ডিআইবি। ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জয়নগর থানা-সহ আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় রাষ্ট্রায়ত্ত একটি সংস্থার একাধিক জলের বোতলে অন্য জল ভরে তা পুনরায় বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ ওঠে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সংস্থার নজরে আসার পর তাদের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে ডিআইবি ও স্থানীয় পুলিশ। তদন্তে নেমে পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পায়, জয়নগর থানার রামচন্দ্রপুর এলাকায় বেআইনি ভাবে জল বোতল জাত করে বাজারে সরবরাহ করা হচ্ছে। সেই খবরের ভিত্তিতে বুধবার রাতে জয়নগর থানার পুলিশ ও ডিআইবির আধিকারিকরা যৌথভাবে রামচন্দ্রপুর এলাকায় অভিযান চালান। অভিযানে বেআইনি জল তৈরির ও বোতলজাত করার কারখানার সন্ধান মেলে বলে পুলিশ সূত্রে দাবি। পুলিশের অভিযোগ, সরকারি অনুমোদন ছাড়াই ওই কারখানা চালানো হচ্ছিল। পাশাপাশি একটি সংস্থার বোতল ও পরিচিতি ব্যবহার করে জল বাজারজাত করার অভিযোগও ওঠে। খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিধি লঙ্ঘন এবং কপিরাইট-সহ একাধিক অভিযোগে রামচন্দ্রপুরের বাসিন্দা হামিদুল গাজিকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে নিরাপত্তায় ৩৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী ৭০০ পুলিশ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলুক, ১ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ আগামী ৬ই অক্টোবর নন্দীগ্রাম বিধানসভার উপনির্বাচন ও ৯ই অক্টোবর গণনা। নন্দীগ্রাম বিধানসভার উপনির্বাচন শান্তিপূর্ণ ভাবে পরিচালনা করতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশ প্রশাসন প্রস্তুত। বৃহস্পতিবার তমলুকের নিমতৌড়িতে জেলাশাসকের দপ্তরে সাংবাদিক বৈঠক করেন জেলাশাসক নিরঞ্জন কুমার ও পুলিশ সুপার অংশুমান সাহা। এদিন জেলাশাসক নিরঞ্জন কুমার জানান, ‘নন্দীগ্রাম বিধানসভার উপনির্বাচনে মোট ২ লক্ষ ৬৬ হাজার ৪১৯ জন ভোটার রয়েছে। ৩২৩টি পোলিং স্টেশন রয়েছে। ৭৯টি অতি স্পর্শ কাতর। মোট ১০২টি অভিযোগ জমা পড়েছিলো সেগুলি মিটিয়ে ফেলা হয়েছে। আমরা শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে সব রকম প্রস্তুতি সেরে ফেলেছি’। পুলিশ সুপার অংশুমান সাহা জানান, ‘নন্দীগ্রাম বিধানসভার উপনির্বাচন শান্তিপূর্ণ ভাবে পরিচালনা করার জন্য ৩৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয়বাহিনী এবং ৭০০ রাজ্য পুলিশ নিযুক্ত থাকবে। এখনো পর্যন্ত অবৈধ ৯৭ লক্ষ টাকা এবং ৫৮৯৩ লিটার মদ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রতিটি পোলিং স্টেশন কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো থাকবে।

বিড়ি শ্রমিকের ঘর থেকে ভারতীয় দলের মঞ্চে !

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাসনাবাদ, ১ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ একদিকে সংসারের অভাব-অনটন, অন্যদিকে চোখভরা ফুটবলের স্বপ্ন। বাবা-মা দু'জনেই বিড়ি শ্রমিক। দিনরাত বিড়ি বেঁধে সামান্য আয়ে সংসার চালান। সেই পরিবারেরই ছেলে আজ পৌঁছে গিয়েছে জাতীয় দলের আঙিনায়। হাসনাবাদের চকপাটলির কিশোর ফুটবলার জাহিদ কারিগর অনূর্ধ্ব-১৭ ভারতীয় ফুটবল দলের এশিয়া কাপের জন্য মনোনীত হয়েছে। প্রত্যন্ত সুন্দরবনের এই তরুণ প্রতিভার সাফল্যে গর্বিত পরিবার থেকে শুরু করে গোটা এলাকার মানুষ। ছোটবেলা থেকেই ফুটবলের প্রতি ছিল জাহিদের গভীর টান। আর্থিক প্রতিকূলতা থাকলেও থেমে থাকেনি তার অনুশীলন। মাঠে নিজের প্রতিভা ও ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের মাধ্যমে ধীরে ধীরে নজর কাড়ে জাহিদ। কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের হয়েও খেলার সুযোগ পায় সে। পরবর্তীতে কলকাতার একাধিক ক্লাবের হয়ে খেলেও নিজের দক্ষতার পরিচয় দেয় এই তরুণ ফুটবলার। সেই পারফরম্যান্সের সুবাদেই এবার অনূর্ধ্ব-১৭ ভারতীয় দলে জায়গা করে নেওয়ার সুযোগ এসেছে জাহিদের সামনে। এশিয়া কাপের মতো আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের জার্সি গায়ে মাঠে নামার স্বপ্ন এখন তার চোখের সামনে। অভাবের সংসারে বেড়ে ওঠা জাহিদের এই যাত্রা শুধু একটি ফুটবলারের সাফল্যের গল্প নয়, বরং প্রতিকূলতার মধ্যেও স্বপ্নকে আঁকড়ে ধরে এগিয়ে যাওয়ার গল্প। বাবা-মায়ের পরিশ্রম আর জাহিদের অদম্য চেষ্টা মিলেই তৈরি হয়েছে এই সাফল্যের পথ।

‘বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়ে বাঁচাবো লক্ষ প্রাণ’– হাওড়ায় পদযাত্রা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ ‘বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়ে বাঁচাবো লক্ষ প্রাণ’; এই শপথের বার্তা নিয়ে জাতীয় স্বেচ্ছা রক্তদান দিবস উপলক্ষে হাওড়ায় অনুষ্ঠিত হল রক্তদান ও থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা পদযাত্রা। ‘রক্তের পরিবার রক্তকরবী’-র উদ্যোগে হাওড়া ময়দান মেট্রো স্টেশনের সামনে থেকে শুরু হয়ে পদযাত্রা শেষ হয় হাওড়া জেলা হাসপাতালের সামনে। সহযোগিতায় ছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স সোসাইটির হাওড়া জেলা কমিটি। পদযাত্রা থেকে জাতীয় রক্ত সঞ্চালন আইন প্রণয়নের দাবি ওঠে। ‘উৎসবের অর্ঘ্য রক্তদান’; এই বার্তা সামনে রেখে দুর্গাপুজো কমিটি, ক্লাব ও সামাজিক সংগঠনগুলিকে রক্তদান শিবির আয়োজনের আহ্বান জানানো হয়। থ্যালাসেমিয়া সচেতনতার বার্তাও ছিল পদযাত্রার অন্যতম বিষয়। ‘ঠিকুজি-কুষ্ঠির বিচার নয়, সুস্থ সুন্দর আগামী হবে থ্যালাসেমিয়া বাহক পরীক্ষায়’;এই বার্তা দিয়ে বিয়ের আগে থ্যালাসেমিয়া বাহক পরীক্ষা করার আহ্বান জানানো হয়। সরকারি রক্ত সঞ্চালন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার দাবিও ওঠে। অংশগ্রহণকারীদের বক্তব্য, সরকারি ব্লাড সেন্টারগুলির রক্তভাণ্ডার পূর্ণ থাকলে রক্তের অভাবে মুমূর্ষু রোগীদের জীবন রক্ষা করা সহজ হবে। ‘কর্তব্যের ফোঁটায় ফোঁটায়, মুমূর্ষুর জীবন বাঁচায়’;এই বার্তাও উঠে আসে পদযাত্রায়। পদযাত্রা শেষে অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানান হাওড়া জেলা হাসপাতাল ব্লাড সেন্টারের মেডিক্যাল অফিসার ইনচার্জ ডা. শঙ্কর কর্মকার। সংগঠনের সম্পাদক শাশ্বত পাড়ুই বলেন, রক্তের অভাবে যাতে একটি জীবনদীপও না নেভে, সেই লক্ষ্যেই সরকারি ব্লাড সেন্টারগুলির রক্তভাণ্ডার পূর্ণ রাখতে আরও বেশি করে স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির আয়োজন করা দরকার।

পুজোর মুখে বালিভাসা টোলে ৮০ শ্রমিক ছাঁটাই, নতুন ৮০ জনের নিয়োগ

দুরন্তবার্তা, স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ১ অক্টোবর, ২০২৬ঃ পুজোর মুখে ঝাড়গ্রামের ৪৯ নম্বর জাতীয় সড়কের বালিভাসা টোল প্লাজায় ৮০ শ্রমিকের কাজ চলে গেল। বৃহস্পতিবার সকাল ৮টায় নতুন বরাতপ্রাপ্ত সংস্থা টোলের দায়িত্ব নেওয়ার পরেই আগের সংস্থার অধীনে কাজ করা ৮০ জনকে বাদ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। তাঁদের জায়গায় নতুন করে ৮০ জনকে কাজে নেওয়া হয়েছে। নতুন সংস্থার এই সিদ্ধান্ত ঘিরে টোল প্লাজায় শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। বালিভাসা টোল প্লাজা কন্ট্রাক্টর ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সম্পাদক শান্তনু মাহাতোর বক্তব্য, তবিগত কয়েক বছরে কোম্পানি বদলালেও আমরা স্থানীয় কর্মীরা থেকে যেতাম। এ বার নতুন সংস্থা দায়িত্ব নিয়েই ৮০ জনকে বাদ দিয়েছে। পুজোর আগে পরিবারগুলি চরম অনিশ্চয়তায় পড়েছে।দ তাঁর দাবি, রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পরে ইউনিয়নের পুরো কার্যকরী কমিটি-সহ সমস্ত কর্মীকে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য আবেদন করা হয়েছিল। সেই আবেদন এখনও অনুমোদিত হয়নি। শান্তনুর আরও দাবি, কর্মীদের ছাঁটাইয়ের বিষয়টি নিয়ে জেলা শাসক, পুলিশ সুপার ও বিডিওকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। শ্রম কমিশনারের কাছেও অভিযোগ জানানো হবে। এ দিকে, কাজ হারানো শ্রমিকেরা কুড়মি সমাজের মূল মানতা (মুখ্য উপদেষ্টা) অজিত প্রসাদ মাহাতোর ছবি এবং সংগঠনের পতাকা নিয়ে বৃহস্পতিবার টোল প্লাজার সামনে অবস্থানে বসেন। বেশ কিছুক্ষণ সেখানে অবস্থান করেন তাঁরা। অজিত বলেন, তএজেন্সি পরিবর্তন হতে পারে। কিন্তু এজেন্সি বদল হলে সাধারণত শ্রমিকেরা থেকে যান। রাজনৈতিক ভাবে শ্রমিকদের উপর দমন করা হলে তা অন্যায়। তাঁদের এ ভাবে বাদ দেওয়া উচিত নয়।দ অন্য দিকে, ন্যাশনাল হাইওয়েজ ইনফ্রা ট্রাস্টের খড়্গপুর প্রকল্পের প্রজেক্ট হেড মিন্টু নন্দী বলেন, ‘পুরনো ঠিকাদার সংস্থা প্রায় দু'মাস ধরে জানাচ্ছিল, তারা আর এখানে কাজ করতে পারবে না। সেই কারণে নতুন ঠিকাদার সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কর্মী নিয়োগের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট বরাতপ্রাপ্ত সংস্থার সিদ্ধান্ত। আমরা কোনও নির্দিষ্ট কর্মী নিয়োগের জন্য সুপারিশ করতে পারি না।’

নাদনঘাটে দুর্গোৎসব কমিটিগুলিকে নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক, নিয়ম মেনে পুজোর বার্তা

দুরন্তবার্তা, প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ১ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ পূর্বস্থলী ১ ব্লকের নাদনঘাট থানা এলাকার দুর্গোৎসব কমিটিগুলিকে নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো শ্রীরামপুর ব্লক কার্যালয়ের নজরুল মঞ্চে। দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা, আইনশৃঙ্খলা এবং প্রশাসনিক নিয়মকানুন মেনে উৎসব পরিচালনার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় বৈঠকে। উপস্থিত ছিলেন পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়ক প্রাণকৃষ্ণ তপাদার, আইসি বিশ্ববন্ধু চট্টরাজ, বিডিও অনন্যা বিশ্বাস-সহ প্রশাসন ও পুলিশের অন্যান্য আধিকারিক ও বিভিন্ন দুর্গোৎসব কমিটির প্রতিনিধিরা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুজো কমিটিগুলিকে সরকারি সমস্ত নিয়ম ও নির্দেশিকা মেনে দুর্গাপুজোর আয়োজন করার অনুরোধ জানানো হয়। পুজোর দিনগুলিতে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেদিকেও বিশেষভাবে নজর দেওয়ার কথা বলা হয়। পাশাপাশি পুজো কমিটিগুলিকে প্রশাসন ও পুলিশের সঙ্গে সমন্বয় রেখে উৎসব পরিচালনার পরামর্শ দেওয়া হয়। দুর্গাপুজোর সময় যানজট নিয়ন্ত্রণ, দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ও পুজো সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় অনুমতি ও বিধিনিষেধ মেনে চলার বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে দুর্গোৎসব সম্পন্ন করতে পুজো কমিটিগুলির সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এসআইআর নিয়ে বিরোধীরা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে ঃ অনল বিশ্বাস

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ এসআইআর নিয়ে বিরোধীরা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে বলে অভিযোগ তুললেন বিজেপির রাজ্য সম্পাদক অনল বিশ্বাস। বৃহস্পতিবার হাওড়া জেলা সদর বিজেপি কার্যালয়ে এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি দাবি করেন, এসআইআর কোনও নতুন প্রক্রিয়া নয়। নির্বাচন কমিশনের নিয়ম মেনেই সারা দেশে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তাঁর অভিযোগ, এসআইআরের মাধ্যমে ভোটার তালিকা থেকে ভুয়ো নাম এবং একই ভোটারের একাধিক জায়গায় থাকা নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রসঙ্গ তুলে তিনি দাবি করেন, আইন অনুযায়ী ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়া সংখ্যালঘুরা ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হননি। এসআইআর প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য নির্বাচন কমিশন, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার এবং বুথ স্তরের কর্মীদের ধন্যবাদ জানান তিনি। সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা সদর বিজেপির সভাপতি গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য, সহ-সভাপতি অজয় মান্না-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩০২ সংখ্যা, শুক্রবার , ১৪ আশ্বিন, ১৪৩৩

বাংলার কবি গোবিন্দ দাস

কবি এবং সম্পাদক গোবিন্দচন্দ্র দাস। রবীন্দ্রনাথের সমকালে আধুনিক গীতিকবিতার ধারায় কবিতা রচনা করেই গোবিন্দচন্দ্র খ্যাত হন। প্রেম গোবিন্দচন্দ্রের কাব্যের মুখ্য বিষয়বস্তু; তবে স্বদেশপ্রেম, পল্লিপ্রকৃতি ও মানবজীবনের কথাও তাঁর কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ হচ্ছেঞ্জ প্রসূন (১৮৭০), প্রেম ও ফুল (১৮৮৮), কুঙ্কুম (১৮৯২), মগের মুলুক (ব্যঙ্গকাব্য, ১৮৯৩), কস্তুরী (১৮৯৫), চন্দন (১৮৯৬), ফুলরেণু (সনেট, ১৮৯৬), বৈজয়ন্তী (১৯০৫), শোক ও সান্ত্বনা (১৯০৯), শোকোচ্ছ্বাস (১৯১০) ইত্যাদি। এ ছাড়াও তিনি অ্যালেন হিউমের কবিতা এবং ভগবদ্গীতার কাব্যানুবাদ করেন। গোবিন্দচন্দ্র দাস ঢাকা জেলার ভাওয়ালের জয়দেবপুরে এক দরিদ্র পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তাঁর পিতা রামনাথ দাসের মৃত্যু হলে দুঃখ-দৈন্যের কারণে গোবিন্দচন্দ্র উচ্চশিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। ভাওয়ালরাজ প্রতিষ্ঠিত জয়দেবপুর মাইনর স্কুল থেকে ছাত্রবৃত্তি পাস করে তিনি ঢাকা নর্মাল স্কুলে ভর্তি হন, কিন্তু নবম শ্রেণি পাঠের পর স্কুল ত্যাগ করে ভাওয়ালের ব্রাহ্মণগ্রাম বঙ্গ বিদ্যালয়ে হেড পন্ডিত হিসেবে যোগদান করেন। পরে তিনি পর্যায়ক্রমে ভাওয়াল এস্টেটের রাজকুমারের প্রাইভেট সেক্রেটারি (১৮৭৭), সুসঙ্গ দুর্গাপুরের জমিদারির খাজাঞ্চি (১৮৮০), মুক্তাগাছার জমিদারির সেরেস্তাদার (১৮৮০-৮২), ময়মনসিংহ এন্ট্রান্স স্কুলের পন্ডিত, ময়মনসিংহ সাহিত্য-সমিতির অধ্যক্ষ (১৮৮২-৮৪) এবং শেরপুরের জমিদার প্রতিষ্ঠিত সাপ্তাহিক চারুবার্তার কর্মাধ্যক্ষরূপে (১৮৮৪-৯৪) দায়িত্ব পালন করেন। ১৮৮৭-৮৮ সালে কলকাতায় অবস্থানকালে তিনি মাসিক পত্রিকা বিভা প্রকাশ করেন। গোবিন্দচন্দ্রের মধ্যে এক ধরনের প্রতিবাদী চেতনা কাজ করত। এজন্য তিনি অনেক সময় বিপদগ্রস্তও হয়েছেন। তিনি যখন ভাওয়াল স্টেটে চাকরি করতেন তখন রাজাদের অত্যাচার ও দেওয়ান কালীপ্রসন্ন ঘোষের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করায় সেখান থেকে তিনি বিতাড়িত হন। পরবর্তীকালে তিনি যখন কলকাতায় অবস্থান করছিলেন তখন নব্যভারত-এর সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয় এবং তাঁর আশ্রয়ে থেকেই তিনি মগের মুলুক নামক সুপ্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। অপরিসীম দারিদ্রের মধ্যে গোবিন্দচন্দ্রের সমগ্র জীবন অতিবাহিত হয়, যার ছায়াপাত ঘটেছে তাঁর কবিতায়। গোবিন্দচন্দ্র উচ্চতর ইংরেজি বা সংস্কৃত শিক্ষার সুযোগ পাননি। তাই তাঁর কবিতা তীব্র আবেগ ও গভীর আন্তরিকতায় পূর্ণ। তাঁর কবিতায় পূর্ববঙ্গের প্রাকৃতিক শোভা, বস্তুনিষ্ঠতা এবং গভীর পত্নিপ্রেম ফুটে উঠেছে। তাঁর প্রথমা পত্নী সারদাসুন্দরীর মৃত্যুর প্রায় সাত বছর পর তিনি দ্বিতীয়বার (১৮৯২) দারপরিগ্রহ করেন। কিন্তু কবিতার মাধ্যমে তিনি তাঁর প্রথমা পত্নীকে অমর করে রেখেছেন। গোবিন্দচন্দ্র তাঁর কবিতায় যে আঞ্চলিক রীতি প্রয়োগ করেছেন তার ফলে বাংলা কবিতায় এক নতুন স্বাদের সৃষ্টি হয়েছে। জন্মভূমি- জননী গো জন্মভূমি তোমারি পবন দিতেছে জীবন মোরে নিশ্বাসে নিশ্বাসে! সুন্দর শশাঙ্কমুখ, উজ্জ্বল তপন, হেরেছি প্রথমে আমি তোমারি আকাশে। ত্যাজিয়ে মায়ের কোল, তোমারি কোলেতে শিখিয়াছি ধূলি-খেলা, তোমারি ধূলিতে। তোমারি শ্যামল ক্ষেত্র অন্ন করি দান শৈশবের দেহ মোর করেছে বর্ধিত। তোমারি তড়াগ মোর রাখিয়াছে প্রাণ, দিয়ে বারি, জননীর স্তন্যের সহিত। জননীর করাঙ্গুলি করিয়া ধারণ, শিখেছি তোমারি বক্ষে বাড়াতে চরণ। তোমারি তরুর তলে কুড়ায়েছি ফল, তোমারি লতার ফুলে গাঁথিয়াছি মালা। সঙ্গীদের সঙ্গে সুখে করি কোলাহল, তোমারি প্রান্তরে আসি করিয়াছি খেলা।'

বিপ্লবী কন্যা কুন্দপ্রভা

স্বাধীনতা সংগ্রামী, বিপ্লবী অগ্নিকন্যা কুন্দপ্রভা সেনগুপ্ত। 'কারাস্মৃতি' গ্রন্থে কুন্দপ্রভা সেনগুপ্ত লিখেছেনঞ্জ কিছুদূর গিয়ে এক মন্দিরের কাছে দু'জনে পৌঁছলাম। দরজা খোলাই ছিল। মাস্টারদা ও আমি ভেতরে ঢুকলাম। তারপর সে টর্চ জ্বালাল। দেখলাম ভীষণাননা এক কালী মূর্তি। মাস্টারদা একহাত লম্বা একখানা ডেগার বার করে আমার হাতে দিয়ে বলল, মায়ের সামনে বুকের রক্ত দিয়ে পূজো কর। ওখানে বেলপাতা আছে। আমি বুকের মাঝখানের চামড়া টেনে ধরে একটুখানি কাটার সঙ্গে সঙ্গে কয়েক ফোঁটা রক্ত বের হলো। তা বেলপাতায় করে মাস্টারদার কাছে নিয়ে গেলাম, সে বেশ স্পষ্ট করে বলল--মায়ের চরণে দিয়ে বল জীবনে বিশ্বাসঘাতকতা করব না। আমি অসংকোচে মায়ের চরণে রক্ত আর মাথা রেখে এ প্রতিজ্ঞা করলাম। তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে মাষ্টারদা সূর্য সেন এর সংস্পর্শ এ আসেন। তার বিখ্যাত বই 'কারাবরণের স্মৃতি' পড়ে ডাঞ্জ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ তাকে সাহিত্যশ্রী উপাধিতে ভূষিত করেন। কুন্দপ্রভা সেনগুপ্ত ১৯৩২ সালের মার্চ থেকে ১৯৩৪,এর মে মাস পর্যন্ত চট্টগ্রামের বিপ্লবী সেনানি সূর্য সেনের নেতৃত্বাধীন বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৩৩ সালে বন্দী হলেন চট্টগ্রামের জেলে এবং সেই জেলেই বন্দী বিপ্লবী সূর্য সেনের ফাঁসি হলো ১৯৩৪-এর ১২ জানুয়ারি। ১৩ জানুয়ারি চট্টগ্রাম কারাগার থেকে স্বদেশি বন্দীদের বিভিন্ন জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হল। ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪-এ কুন্দপ্রভাকে রাজশাহী জেলে স্থানান্তর করা হল। মুক্তি পেলেন ২৪ এপ্রিল (১৯৩৪)। অষ্টাদশী কুন্দপ্রভার বিয়ে হলো বাবার নির্বাচিত পাত্র জগদ্বন্ধু সেনগুপ্ত, এমএ, এলএলবির (১৯০২-১৯৮১) সঙ্গে। কুন্দপ্রভা বই লিখেছেন কারাস্মৃতি, দেশপ্রীতি ও চট্টলার বীর স্মৃতি এবং পরীক্ষায় গুরুলাভ। কুন্দপ্রভার কারাস্মৃতি বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬১ সালে। জগদ্বন্ধু সেনগুপ্ত তাঁর স্ত্রীর লেখা বইটির প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন। তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু নিজস্ব আর্থিক সাহায্যে।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

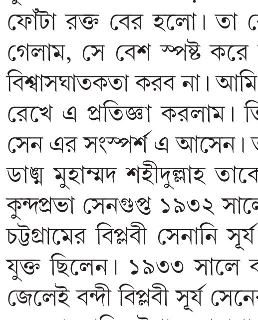

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলতেন, মানব জীবনের আর্থিক উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। শিক্ষায় উন্নতি লাভ করতে হবে। ভক্তিবাদকে জাগরিত করতে হবে। নারীর উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। মাতৃশক্তি দিয়ে বিশ্বের উপকার করতে হবে। মহৎ শক্তির দ্বারা নিজেকে পরিচালিত করার অধিকারকে অর্জন করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে বিশ্বের সেরা বড় শক্তি। মানব শক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার জগতের উন্নতি সাধন করতে হবে। রাষ্ট্রের বা দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাকে ব্যবহার করতে হবে। মাতৃভক্তি এবং মাতৃশক্তির দিয়ে দেশকে আপ্লুত করতে হবে।

বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ, মা সারদা কাউকে নিরাশ করেননি। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। শক্তিকে সঞ্চয় করে তাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করাটা জানতে হবে। মা'ই তার উপায় বলে দেবেন। শক্তিকে কীভাবে এবং কোনও পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে গেলে জয় আসবে তার উপায় তিনি নির্দ্ধারণ করে দেন। মা সারদা হচ্ছেন মহাশক্তি। জ্ঞানশক্তি দায়িনী। বিদ্যাং শক্তি দায়িনী। সৎ ধর্ম শক্তিদায়িনী। অধর্মের পরাজয় সুনিশ্চিত। ধর্ম সব সময়ে জয়ী হয়। অধর্মের পরাজয় ঘটে। অর্ধমকে ত্যাগ করে মানব ধর্মকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানব জীবন মহৎ পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাস করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। চলবে হবে।

পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থ রক্ষায় শ্যামাপ্রসাদ

বদরুদ্দোজা হারুন

পূর্ব প্রকাশের পর

হলেও শ্রোতাদের মোহমুগ্ধ করে রেখেছিল বেশ কিছুদিন। গানটি হল-'ও ভাই মোর কুচবিহারী রে.... চতুর্দিকে দেখং সুরজ বাতি, তোমরা এলা কেনে আন্ধার রাতি? ও ভাই মোর কুচবিহারী রে... নিজের টোপলা নিজে নেও হাসিমুখে তোমরা পরকে দেও, পরদেশী কি আপন হয় রে...!' এ গানের মধ্যে কোচবিহারকে স্বতন্ত্র রাখার একটি পরিস্কার আভাস পাওয়া যায়। 'পরদেশী' যে ইংরেজ বা অন্য কেউ নয়, বরং তাদের কথিত সেই 'ভাটিয়া'রা তা দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বাংলা ও বাঙালির এই অস্তিত্বসংকটের মোকাবিলায় শ্যামাপ্রসাদ স্বয়ং এগিয়ে আসেন ত্রাতার ভূমিকায়। তিনি পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ড.বিধানচন্দ্র রায়কে সঙ্গে নিয়ে ৭ জুলাই ১৯৪৮ শিলং সফরে যেতে মনস্থ করেন। স্বাভাবিকভাবেই হিতসাধনী সভার কার্যকলাপের উপর একটা সন্দেহের অবকাশ তৈরি হয়। তৎকালীন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেলের ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৪৮ সালের একটি চিঠিতে তার উল্লেখ মেলে। তিনি বলেছিলেন, "There is the local Hitosadhoni Sova which is a partly Muslim with the sympathies definitely with neighbouring area of East Pakistan and partly consisting of some members of hill tribes who are looking to Sikim– Nepal and Bhutan for formation of Uttarakhand Prodesh." ফলে, ক্রমশ উত্তরবঙ্গের কোচ বিহারের 'ভারতভুক্তি এবং একইসঙ্গে বঙ্গভুক্তি'র ব্যাপারে দারুণ ধোঁয়াশা তৈরি হয়। এরকম অবস্থায় ২৯ জুন, ১৯৪৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিরূপে আসামের তৎকালীন গভর্নর আকবরকে হায়দারীকে দায়িত্ব দেওয়া হয় সরজমিনে কোচবিহার পরিদর্শন করে স্থানীয় মানুষদের মতামত নিয়ে কেন্দ্রকে রিপোর্ট পাঠানোর জন্য। জনমতের তোয়াক্কা না করেই, বাংলা-বিদ্বেষী হায়দারী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের কাছে কোচবিহারকে আসামের সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য সুপারিশ করেন। এটা ছিল পশ্চিমবঙ্গের জনমতকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করার এক বিরল দৃষ্টান্ত। হায়দারী সাহেব বঙ্গভাষী ও বঙ্গভূমির প্রতি কখনোই সুপ্রসন্ন ছিলেন না। কাজেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে তাঁর ঐ ধরনের রিপোর্ট পাঠানোর ব্যাপারটি ছিল খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

কারণ, কোচবিহারে বাঙালিরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সমস্ত বাঙালিরা একজোট হয়েছিল কোচবিহারকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য। অথচ আসামের গভর্নর হায়দরী সাহেব সেই তথ্য গোপন করে দিল্লিকে রিপোর্টে জানিয়েছিলেন, কোচবিহার রাজ্যের সাত লক্ষ জনগণের মধ্যে মাত্র ত্রিশ হাজার বাঙালি, বাকি সব অধিবাসীই 'রাজবংশী আর মুসলমান'।

এই সংবাদ শোনা মাত্রই, পশ্চিমবঙ্গের সব স্তরের রাজনৈতিক নেতা, লেখক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাঁরা ভাবতেই পারেন না কেন্দ্রীয় সরকারের একজন প্রতিনিধি কিভাবে এই বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্য করতে পারেন! যেন 'রাজবংশী' কিংবা 'মুসলমান' হলে 'বাঙালি' হওয়া যায় না! হায়দরীর এই যুক্তিহীন যুক্তির জন্য 'কোচ বিহারের বাঙালি-সমাজ' বিভিন্ন স্থানে মিটিং-মিছিল, সভা-সমিতির আয়োজন করতে থাকে। আসামেও সেই সময় 'বাঙালি-বিদ্বেষ' তীব্র থেকে তীব্রতর রূপ ধারণ করে। বাংলা ও বাঙালির এই অস্তিত্বসংকটের মোকাবিলায় শ্যামাপ্রসাদ স্বয়ং এগিয়ে আসেন ত্রাতার ভূমিকায়। তিনি পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায়কে সঙ্গে নিয়ে ৭ জুলাই, ১৯৪৮ শিলং সফরে যেতে মনস্থ করেন। কারণ, তখন অবস্থা সত্যিই সংকটপূর্ণ ছিল। 'আসাম প্রদেশ কংগ্রেস'ও তখন বাঙালি-অধ্যুষিত কোচবিহারকে গ্রাস করার জন্য উঠে পড়ে প্রায় কোমর বেঁধে মাঠে নেমে পড়েছিল। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জলপাইগুড়ি থেকে প্রকাশিত 'জনমত' পত্রিকায়, ১৯৪৮-এর ৭ সেপ্টেম্বর (২১ শে ভাদ্র, ১৩৫৫) সম্পাদকীয়-তে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেখা হয়েছিল। পশ্চিমবাংলা কংগ্রেস ও পশ্চিমবাংলা সরকারের কুম্ভকর্ণের নিন্দ্রাভঙ্গ হউক। হায়দ্রাবাদের অভিনয় কোচবিহার রাজ্যে যাহাতে ঘটিতে না পারে সে বিষয়ে এখন হইতেই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।.. আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রীবল্লভভাই প্যাটেল মহাশয়কে অনুরোধ করি, কোচ বিহারের কার্যকলাপ সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিতে এবং আবশ্যক মত বিধিব্যবস্থা গ্রহণ করিতে।

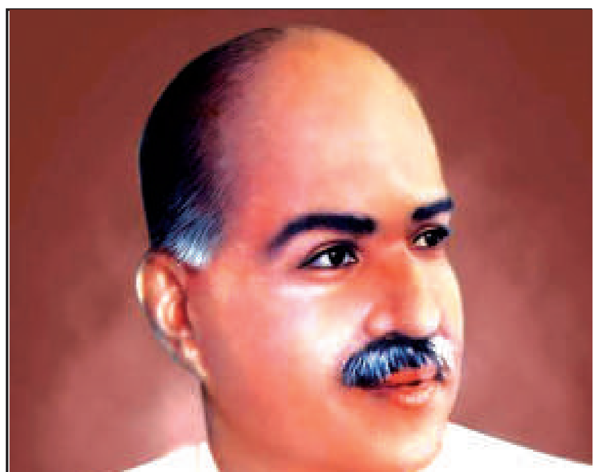

এমতাবস্থায়, শ্যামাপ্রদাদ গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রেখেছিলেন। তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সঙ্গে 'বাঙালির আশঙ্কার ব্যাপার'/টা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। অবশ্য সর্দার প্যাটেলও গোপন তথ্য মারফৎ কোচবিহারের পরিস্থিতি সম্পর্কে অনেক আগে থেকেই ওয়াকিবহাল ছিলেন। ফলে গভর্নর হায়দরীর বাঙালি-বিদ্বেষী রিপোর্টের উপর তিনি ভরসা রাখার প্রয়োজন মনে করেননি।

তবু, নেহরু মন্ত্রিসভা বিভিন্ন কারণে ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত কোচবিহারের পশ্চিমবঙ্গভুক্তির ব্যাপারটি স্থগিত রাখে। তবে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্যাটেল তাঁর মন্ত্রিসভার সহকর্মী ও রাজনৈতিক মতাদর্শের সমমতালম্বী বঙ্গসন্তান ড. শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনার পর স্পষ্ট বুঝে গিয়েছিলেন যে, কোচবিহারকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত না করলে ক্ষুব্ধ বাঙালিকে শান্ত করা যাবে না। তবু প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জহরলাল নেহেরু বঙ্গভঙ্গের পর কলকাতার বাঙালিদের মনোভাব সম্পর্কে তখনও পর্যন্ত আলাদাভাবে কিছু ভাবার প্রয়োজন মনে করেননি। অবশ্য সেই মুহূর্তে, বল্লভভাই প্যাটেলেরও বাঙালি সম্পর্কে আলাদা করে ভাবার কোন অবকাশ ছিল না। সদ্য স্বাধীনতা-প্রাপ্ত, 'দেশের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা' করা তখন তাঁর কাছে বড় কথা। তাই স্রেফ 'বাঙালি-অস্মিতা'র মত একটি বিষয়ে নিয়ে তাঁর প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করার যথার্থ কোন কারণ আছে বলে তিনি মনে করতেন না।

পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর আস্থাভাজন ছিলেন, বাঙালির ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাব যে খুব একটা আশা ব্যঞ্জক নয়, তা তিনিও স্পষ্ট করে বুঝতে পেরেছিলেন।

তবে তাঁর ভরসা ছিল একমাত্র শ্যামাপ্রসাদের উপর। কারণ, তিনি জানতেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হলেও, শ্যামাপ্রসাদ কোনমতেই বাংলার প্রতি নেহেরু ও তাঁর মন্ত্রিসভার উপেক্ষা মেনে নিতে পারবেন না। তাঁর ধারণ যে সঠিক ছিল অচিরেই তার প্রমাণও পাওয়া যায়।

প্রয়োজনে বাংলা ও বাঙালির স্বার্থে শ্যামাপ্রসাদ যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে বেরিয়ে আসতে এক মুহূর্ত দেরি করবেন না, তাঁর পরবর্তী কার্যক্রমে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সর্দার প্যাটেলকে লেখা একটি চিঠিতে শ্যামাপ্রসাদ পশ্চিমবঙ্গের অখণ্ডতা বজায় রাখার ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্ত স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন।

সে চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, কোচবিহারের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের কোনও সংযোগব্যবস্থা নেই একথা বলা ঠিক হবে না। কেননা কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গের জলপাই গুড়ি জেলার সংলগ্ন। আর ভৌগোলিক দিক থেকে কোচ বিহারের অবস্থানের প্রতি অবিচার করতে গেলে পশ্চিমবঙ্গ থেকে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলাও বাদ পড়ে যায়। ..রাডক্লিফ সাহেব অত্যন্ত অযৌক্তিকভাবে সীমানা নির্ধারণ করেছিলেন এবং ইচ্ছা করেই ভারতবর্ষকে এমন সব এলাকা থেকে বঞ্চিত করেছিলেন, যেগুলি নিতান্তই পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ছিল।

কাজেই রাডক্লিফ রোয়েদা স্কেচের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গকে আরও বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল থেকে, যেগুলি স্বাধীনতার পূর্বে অবিভক্ত বঙ্গের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল, সেগুলি থেকে বঞ্চিত করা সঙ্গত হবে না। কোচবিহার এবং ত্রিপুরার মত বৃহৎ বঙ্গভাষী অঞ্চলকে আসাম কংগ্রেসের কর্তৃত্বাধীন করে রাখলে ভবিষ্যতে আরও জটিলতা তৈরি হবে।

শ্যামাপ্রসাদের কাছ থেকে চিঠি পাওয়ার পর সর্দার প্যাটেল 'রাজন্যশাসিত কোচবিহার'কে নিয়ে নতুন করে ভাবনাচিন্তা শুরু করেন। তিনি 'কংগ্রেস ওয়র্কিং কমিটি'র বৈঠকে কোচবিহার, ত্রিপুরা এবং কাছাড়ের সমস্যা নিয়ে আলোচনায় বসেন এবং (ক্রমশ)

বাংলার প্রতিভাবান নাট্যকার অভিনেতা অজিতেশ ব্যানার্জি

রেখা সেনগুপ্ত

নাট্যকার এবং অভিনেতা অজিতেশ বন্দোপাধ্যায়। ঝরিয়ার কাছে চাসনালায়। সেখানেই নাট্যগুরুর দেখা পেলেন অজিতেশ বন্দোপাধ্যায়। নাম প্রবোধ বিকাশ চৌধুরী। তাঁর সঙ্গেই পাথরডি রেলওয়ে ইনস্টিটিউটে 'টিপু সুলতান'-এ জীবনের প্রথম অভিনয় করেন। শিক্ষক হিসেবে কাজে যোগ দিলেন বাগুইআটির হিন্দু বিদ্যাপীঠে। ইংরেজির শিক্ষক তথা গণনাট্য সঙ্ঘ পাতিপুকুর শাখার শিল্পীকে তখন সবাই এক ডাকে চেনে। দমদম আঞ্চলিক কমিটির সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁর উপর দায়িত্ব পড়ে গণনাট্য সঙ্ঘের চারটি শাখাকে মিলিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রযোজনা তৈরি করার। মঞ্চস্থ হল 'সাঁওতাল বিদ্রোহ'। তার পর ধারাবাহিক ভাবে সঙ্ঘের কাজ করেছেন তিনি, মূলত থিয়েটারকে আঁকড়ে। প্রথম দিকে তারই শাখা হিসেবে কাজ করত 'নান্দীকার'। কিন্তু সঙ্ঘের সঙ্গে মানসিক দূরত্ব আর বিচ্ছিন্নতা বাড়তে থাকে। তাই গণনাট্য সঙ্ঘ থেকে সরে এসে ১৯৬০-এর ২৯ জুন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে, দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত এবং অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহায়তায় স্বতন্ত্র সত্তায় আত্মপ্রকাশ করল 'নান্দীকার'। এর পর প্রায় ১৭ বছর এই সংগঠনের সঙ্গে থিয়েটারকে নিয়ে নিজেকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে নিয়েছিলেন অজিতেশ। এই দলের প্রথম নাটক ইবসেনের 'ঘোস্টস'। বাংলায় 'বিদেহী'। একটি মাত্র অভিনয়ের পর বন্ধ হয়ে যায় এই নাটকের শো। '৬০-'৬১-তে পর পর কয়েকটি নাটক মঞ্চস্থ করে নান্দীকার। মৌলিক এবং বিদেশি নাটক নির্ভর 'দাও ফিরে সে অরণ্য', 'সেতুবন্ধন', 'চার অধ্যায়', 'প্রস্তাব' করার পর ১৯৬১ সালের ১২ নভেম্বর অভিনীত হল 'নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র'। এই নাটক বাংলা থিয়েটারে নান্দীকার-এর নাম দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। এর পর অজিতেশের নির্দেশনায় একের পর এক মঞ্চসফল প্রযোজনা করেছে নান্দীকার। 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী', 'যখন একা', 'নানা রঙের দিন', 'তিন পয়সার পালা', 'শের আফগান', 'ভাল মানুষ'; তালিকায় নাম বাড়তেই থাকে। নির্দেশনার পাশাপাশি নাটকের গান তৈরি করা, সে গানের সুর দেওয়া, বিদেশি নাটকের আত্তীকরণ, মৌলিক নাটক লেখা; সবই চলতে থাকে অজিতেশের।

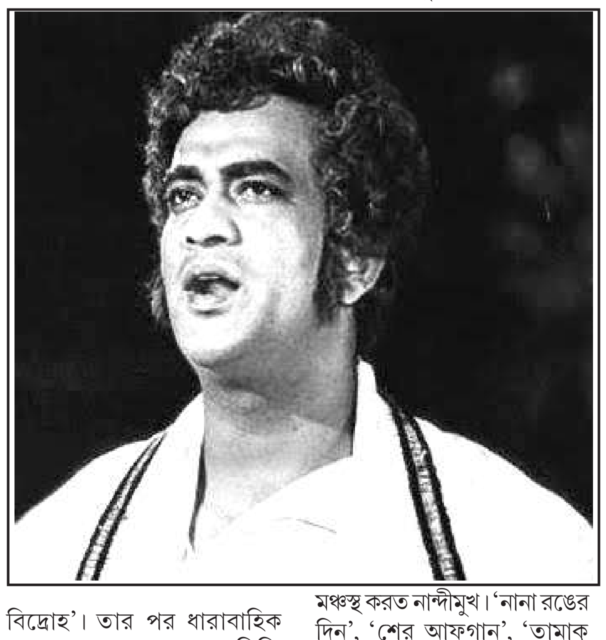

১৯৭৭-এ 'সাংগঠনিক কারণ'-এ নিজেরই তৈরি করা দল নান্দীকার ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন অজিতেশ। ওই বছরের ৯ সেপ্টেম্বর তিনি গঠন করলেন নতুন সংস্থা, 'নান্দীমুখ'। প্রথম দিকে নান্দীকারে করা তাঁর পুরনো নাটকগুলিই মঞ্চস্থ করত নান্দীমুখ। 'নানা রঙের দিন', 'শের আফগান', 'তামাকু সেবনের অপকারিতা', 'প্রস্তাব' ইত্যাদি নাটক দিয়েই পথ চলতে থাকে অজিতেশের নতুন দল।

বিদেশে বসে লেখা, সে দেশের পটভূমিতে লেখা বিভিন্ন নাটক অজিতেশের ছোঁয়ায় হয়ে উঠত ঘরের নাটক। এই বাংলার নাটক। ভিন্ন দেশ-কাল- পরিবেশ- পরিস্থিতি- পাত্রপাত্রী যেন হয়ে উঠত একান্ত ভাবেই এ দেশের। বা বলা ভালো, এই বঙ্গের। ব্রেখট, ইবসেন, চেখভ, পিরানদেল্লো, ওয়েস্কার, পিন্টার; বিশ্ব নাট্যমান চিত্রের এই সব স্থপতির সঙ্গে বাঙালির পরিচয় অজিতেশের হাত ধরে। এঁদের নাটকের অনুবাদ নয়, বঙ্গীয়করণ করে তিনি উপস্থাপন করতেন মঞ্চে।

অভিনয় শিল্পের সব ক'টি মাধ্যমেই কাজ করেছেন অজিতেশ। মঞ্চ নাটকে তো তিনি অবিসংবাদিত অভিনেতা ছিলেনই, বাংলা চলচ্চিত্র এবং যাত্রাশিল্পও সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁর অভিনয়ে। বাংলা ও হিন্দি মিলিয়ে মোট ৬৩টি চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেন।

বিশ্ব শান্তির প্রতীক জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি

মধুসূদন দে, বাকুঁড়া

বিশ্ব শান্তির প্রতীক , জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী। কাথিয়াবাড়ের একটি বিদ্যালয়ে একদিন বিদ্যালয় পরিদর্শক মহাশয় এসেছেন বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে। তিনি ছাত্রদের কয়েকটি ইংরেজি বানান লিখতে দিলেন। একটি ছাত্র খাতায় বানান ভুল লিখেছিল। শিক্ষক মহাশয় চোখের ইশারায় পাশের ছাত্রের খাতা দেখে বানানটি ঠিক করে নিতে বললেন। ছাত্রটি তা না করে বানানটি ভুলই রেখে দেয় । বিদ্যালয় পরিদর্শক মহাশয় বিদ্যালয় ছেড়ে চলে যাওয়ার পর শিক্ষক মহাশয় সেই ছাত্রটিকে জিজ্ঞাসা করেন কেন সে এরকম করল। ছাত্রটি বলেছিল -পাশের জনের নকল আমি করব কেন? নকল করলে তা অন্যায় হবে। মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া হবে। ছাত্রটির উত্তর শুনে শিক্ষক মহাশয় নিজেই লজ্জিত হয়েছিলেন। এই ছাত্রটি হলেন সত্যের পূজারী মহাত্মা গান্ধী।

জাতির জনক ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। তাঁর ডাকে আসমুদ্র হিমাচলের হাজার হাজার মানুষ স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর জন্ম ১৮৬৯ সালে ২ রা অক্টোবর। তাঁর জন্মস্থান গুজরাটের পোরবন্দর। বাবার নাম করমচাঁদ গান্ধী এবং মায়ের নাম পুতলিবাই। মহাত্মা গান্ধী ছিলেন লাজুক প্রকৃতির। ব্যারিস্টারি পাশ করেছেন কিন্তু মুখে কথা ফুটছে না। ভাগ্যের কী লীলা খেলা। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে একটি কোম্পানী তাঁকে ডেকে পাঠালেন। মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে এলেন। সেখানে তাঁর রাজনীতি জীবনের হাতে খড়ি হয়। তখন অনেক ভারতীয় দক্ষিণ আফ্রিকায় বাস করতেন। সেখানকার ইংরেজরা তাদের ঘৃণার চোখে দেখতেন। মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণ বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন শুরু করেন। এই আন্দোলনের ফলে মহাত্মা গান্ধী বিখ্যাত হয়েছিলেন। ১৯১৫ সালে মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে চলে আসেন। ভারতের নানা জায়গায় ঘুরে মানুষের দুঃখ দুর্দশা দেখেন। দেখলেন ভারতবাসীর উপর ইংরেজদের অমানবিক অত্যাচার। গান্ধীজী দেশ জুড়ে আন্দোলন শুরু করেন। শুরু হল অহিংস অসহযোগ

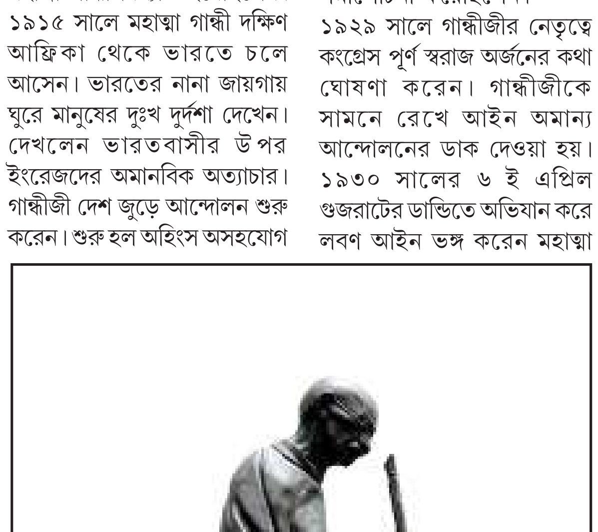

আন্দোলন। গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন হিন্দু মুসলমানের ধর্ম চেতনার সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রাম একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। ১৯২২ সালে উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার চৌরি চৌরার ঘটনাকে কেন্দ্র করে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। অসহযোগ আন্দোলনে হিংসা দেখে গান্ধীজী আন্দোলন বন্ধ করে দেন। এতে অনেক জাতীয় কংগ্রেসের নেতা গান্ধীজীর সমালোচনা করেছিলেন।

১৯২৯ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজ অর্জনের কথা ঘোষণা করেন। গান্ধীজীকে সামনে রেখে আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়। ১৯৩০ সালের ৬ ই এপ্রিল গুজরাটের ডান্ডিতে অভিযান করে লবণ আইন ভঙ্গ করেন মহাত্মা গান্ধী। সমুদ্রের তটভূমি থেকে এক মুঠ লবণ তুলে গান্ধীজী ভারতবর্ষের ঔপনি বেশিক সরকারকে অস্বীকার করেন।

১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে শুরু হয় ভারত ছাড়ো আন্দোলন। গান্ধীজীর আহ্বানে গোটা দেশ যেন উত্তাল। মহাত্মা গান্ধী নিজেই 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'ডাক দিয়ে আন্দোলনের মেজাজ বদলে দিয়েছিলেন। দেশের মানুষ গান্ধীজীর ডাকে সাড়া দিলেন। শুরু হল গণ বিপ্লব।

১৯৪৬ সালে ভারতে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। জীবনকে তুচ্ছ করে গান্ধীজী দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চলে গেলেন। প্রচার করলেন শান্তি ও অহিংসার বাণী। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট দেশভাগের মূল্য দিয়ে ভারত স্বাধীনতা অর্জন করে। সেই বছরেই গান্ধীজী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য নোয়াখালী সফরে যান। ১৯৪৮ সালে ৩০ শে জানুয়ারি এক প্রার্থনা সভায় অহিংসার পূজারী মহাত্মা গান্ধী এক আততায়ীর গুলিতে নিহত হন । সমস্ত জীবন যিনি অহিংসার আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন তাঁর জীবন শেষ হয়ে গেল হিংসার আঘাতে।

গান্ধীজীর জীবন দর্শন ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর অবদানের জন্য তিনি জাতির জনক রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে- মহাত্মা নামে ডাকতেন । অহিংসাকে জীবনের মূল মন্ত্র মেনে নিয়ে সারাটা জীবন অতিবাহিত করে ছেন। তিনি ছিলেন জনগণের বাপুজী। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন সার্থক কর্ণধার।

মহাত্মা গান্ধী আজও আমাদের মনের মনিকোঠায় এক উজ্জ্বল দীপশিখা হয়ে বেঁচে আছেন। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের যন্ত্রণা গান্ধীজীর হৃদয় স্পর্শ করে। তিনি এত রক্তারক্তি কল্পনাও করেননি। এ যেন এক অন্য গান্ধী। অসহযোগ আন্দোলনের ঝানু রাজনীতিবিদ নন।

নোয়াখালি গিয়েছেন জাতীয় কংগ্রেসের লোক হিসেবে নয় । ঈশ্বরের সেবক হিসাবে। রক্তাক্ত বাংলায় বসে শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে প্রাদেশিক অধিকারের দাবি, ঐক্যবদ্ধ বাংলার দাবি করেছিলেন গান্ধীজী। অহিংস আন্দোলনের জনক স্বাধীনতার দিন হার মেনে বলে ছিলেন-আমার সব কথা শুকিয়ে গিয়েছে।

জাপানী প্রধানমন্ত্রী

দেবেন হাজরা

একসময় জাপানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। আজও সকালবেলা রেলস্টেশনে দাঁড়িয়ে মানুষের হাতে leaflet তুলে দেন! যিনি একসময় জাপানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, আজও তাঁকে সকালবেলা রেলস্টেশনের সামনে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষের হাতে নিজের প্রচারপত্র বিলি করছেন দেখা যায়। তিনি ২০১১ থেকে ২০১২ পর্যন্ত জাপানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তাঁর official schedule অনুযায়ী, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ সকাল ৬ঞ্জ৩০ থেকে ৮ঞ্জ৩০ পর্যন্ত তিনি MinamiéôéFunabashi Station-এ লিফলেট বিলি করেছেন। আর সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপার? এই কাজটা তিনি Prime Minister হওয়ার পর শুরু করেননি। রাজনীতির একেবারে শুরুর সময় থেকেই station-এর সামনে দাঁড়িয়ে মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অংশ। অর্থাৎ ক্ষমতার সর্বোচ্চ জায়গায় পৌঁছেও সেই অভ্যাসটা হারিয়ে যায়নি। ভাবুন তো; একজন মানুষ দেশের Prime Minister হয়েছেন। Cabinet-এর নেতৃত্ব দিয়েছেন। দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের টেবিলে বসেছেন। কিন্তু পদ চলে যাওয়ার পর? আবার সেই রেলস্টেশন। আবার সেই সাধারণ মানুষ। আবার নিজের হাতে লিফলেট বিলি। কেউ নিল, কেউ নিল না। কেউ চিনল, কেউ হয়তো চিনলই না। তবুও তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। এখানেই ছবিটার আসল সৌন্দর্য। এটা শুধু কল্প গল্প নয়। এটা একটা বাস্তব গল্প। আর এখানেই ভারতের সঙ্গে একটা তফাৎ থেকে যায়। ভারতে রাজনীতিতে family connectio— এবং political dynasty যে বাস্তব বিষয়, সেটা শুধু perception নয়;ক্ষমতার মানুষ ও সাধারণ মানুষের পার্থক্য।

গুসকরার দুর্গা

শঙ্করলাল কর্মকার

দশমীতে ঘট প্রতিষ্ঠা করা হয় ৪৫০ বছরের পুরোনো গুসকরার চোংদার বাড়ির পুজোয়। পূর্ব বর্ধমান জেলার ছোট্ট শহর গুসকরা। সেখানকার ঐতিহ্যবাহী চোংদার বাড়ির দুর্গাপুজো এবার কিছুটা হলেও ফিকে। কারণটা অবশ্যই করোনা পরিস্থিতি। তবে তাদের প্রস্তুতি কিন্তু তুঙ্গে। গুসকরা, যার পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে কুনুর নদী। কথিত আছে সম্রাট শের শাহের আমলে এই বাড়িতে দুর্গাপুজো শুরু হয়। প্রায় ৪৫০ বছর ধরে মহাসমারোহে বেশ রাজকীয়ভাবেই সম্পন্ন হয় এই বাড়ির পুজো। বর্তমানে জৌলুস কিছুটা কমলেও পরিবারের বর্তমান সদস্যরা ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন।

চোংদার বাড়ির দুর্গাপুজোর কথা উঠলেই মনে পড়ে যাবে এখানকার রীতি ও প্রথার ছবি। যেমন, এখানে ঘট বিসর্জন হয় না, ঘট আহ্বান করা হয়। নিঃসন্দেহে এই প্রথা অন্যরকম একটি দিক। গুসকরার জমিদার চতুর্ভুজ চোংদারের হাত ধরেই এই পুজো শুরু হয়েছিল বলে জানা যায়। জমিদার বাড়ির কেন্দ্র স্থলেই তৈরি হয় বিরাট দুর্গা মন্দির। শোনা যায়, একসময় কলকাতার নামী কোম্পানির নট্টবাবুরা গুসকরার এই বাড়িতে গিয়ে যাত্রা পালার আসর জমাতেন। বারান্দার পলেস্তারা এখন প্রায় খসে পড়েছে। তবুও ধুমধাম করেই পুজোর চারটে দিন মেতে ওঠেন বাড়ির বড় থেকে ছোটো সদস্যরা। যে সমস্ত সদস্যরা বাইরে থাকেন, পুজোর সময় মোটামুটি সবাই একজোট হন। প্রথা মেনে দশমীতে ঘট বিসর্জন না করে, ঘট প্রতিষ্ঠা করা হয়।

কথিত আছে, একসময় কামান দাগা হত। এখন তা বন্ধ হয়ে গেছে। তবে এখন বন্দুকে ফায়ার করে সন্ধি পুজো শুরু হয় বলে শোনা যায়। শাক্ত মতে পুজো হয় এই বাড়িতে। ১৯৭৮ সালের ভয়াবহ বন্যায় মারা যায় প্রচুর গবাদিপশু। সেই থেকে এখানে মোষ ও ছাগ বলি বন্ধ।

কালনার শিল্পীর হাতে তৈরি দুর্গাপ্রতিমা পাড়ি দেবে ইংল্যান্ডে

রাজ কুমার ঘোষ, কালনা, ১ অক্টোবর ঃ কালনার হাটগাছা গ্রামের মৃৎশিল্পী তাপস পালের তৈরি দুর্গাপ্রতিমা এবার পাড়ি দিতে চলেছে সুদূর ইংল্যান্ডে। সাবেকিয়ানা ঘরানার এই দুর্গাপ্রতিমাটি খড় ও মাটি দিয়ে তৈরি। উচ্চতা ২৮ ইঞ্চি, ওজন প্রায় পাঁচ কেজি। বিশেষভাবে প্যাকিং করে আগামী দু-এক দিনের মধ্যেই প্রতিমাটি কালনা থেকে ইংল্যান্ডে পাঠানো হবে।

প্রতি বছরই প্রতিমায় নতুনত্ব এনে নজর কাড়েন শিল্পী তাপস পাল। গত বছর তাঁর তৈরি কিউট সরস্বতী, দুর্গা ও গণেশের প্রতিমা সোশ্যাল মিডিয়ায় যথেষ্ট সাড়া ফেলেছিল। এরপরও বিভিন্ন ধরনের প্রায় কুড়িটি প্রতিমার অর্ডার পেয়েছেন তিনি। সাবেকিয়ানা থেকে শুরু করে আধুনিক ভাবনা-বিভিন্ন ধরনের নকশা ও ভাবনার প্রতিমা তৈরি করেন এই শিল্পী। শিল্পীর তৈরি প্রতিমা সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখে পছন্দ হয়ে যায় কলকাতার এক বাসিন্দার। তাঁর ছেলে ইংল্যান্ডে থাকেন। ছেলের কাছে দুর্গাপ্রতিমা পাঠানোর ইচ্ছা থেকেই তিনি তাপস পালের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এরপর তাঁর অর্ডারেই তৈরি হয় এই বিশেষ প্রতিমা। তাপস পাল জানান, অন্যান্য কাজের ফাঁকে প্রায় সাত-আট দিন সময় লেগেছে প্রতিমাটি তৈরি করতে। এখনও কিছু কাজ বাকি রয়েছে। প্রতিমাকে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত করতে রাত জেগেও কাজ করতে হচ্ছে। এরপর বিশেষ প্যাকিং করে নিরাপদে ইংল্যান্ডে পাঠানো হবে। শিল্পীর পরিবারের পাশাপাশি খুশি এলাকার বাসিন্দারাও। তাঁদের বক্তব্য, বেশ কয়েক বছর ধরেই তাপস পালের প্রতিমার সুনাম ছড়িয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তাঁর তৈরি প্রতিমা গেলেও এবার প্রথমবার তাঁর হাতে তৈরি দুর্গাপ্রতিমা বিদেশের মাটিতে পাড়ি দিচ্ছে। এতে হাটগাছা গ্রামের পাশাপাশি গোটা কালনার মানুষও গর্বিত।

বাঁশের কাজে হতদরিদ্র জঙ্গলমহলে ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই, বাড়তি লাভের সুযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেদিনীপুর, ১ অক্টোবর ঃ শরৎ এলেই ব্যস্ততা কয়েক গুণ বেড়ে যায় ওঁদের। খসখস করে চলে বাঁশ চেরার শব্দ, আর নিপুণ আঙুলের ছোঁয়ায় জড়বস্তু রূপ পায় চোখজুড়ানো শিল্পকর্মে। পশ্চিম মেদিনীপুরের জঙ্গলমহলে প্রান্তিক জনপদে বসে প্রথাগত ঝুড়ি- ধামা নয়, পুজো মণ্ডপ সাজানোর সৌখিন উপাদান তৈরি করে স্বনির্ভরতার নতুন দিশা দেখাচ্ছেন একদল শিল্পী। বছরের অন্য সময়ে ঢাক বা ব্যান্ড বাজিয়ে সংসার চললেও, দুর্গাপুজোর এই মরশুমটি তাঁদের ঘরে বাড়তি লক্ষ্মীলাভের সুযোগ এনে দেয়। জেলার চাঁদড়া সংলগ্ন বেলিয়া ভুঁইয়াহাতা গ্রামের দুই বাসিন্দা প্রায় ৫০ বছর ধরেই শুরু হয়েছিল এই বিকল্প আয়ের পথচলা। বংশপরম্পরায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বাদ্যযন্ত্র বাজানোই ছিল তাঁদের মূল জীবিকা।

তবে নিত্যদিনের টানাটানির সংসারে স্বস্তি ফেরাতে বাঁশের সৌখিন হস্তশিল্পকে বেছে নেন তাঁরা। ক্রমে এই উদ্যোগে সামিল হয়েছে গোটা পরিবার। বাড়ির পুরুষদের পাশাপাশি সাংসারিক কাজ সামলে হাত লাগান মহিলারাও। বাঁশের সূক্ষ্ম কাজে তৈরি হচ্ছে পেন স্ট্যান্ড, টেবিল ল্যাম্প, দেওয়াল সজ্জা এমনকি মেয়েদের চুলের আকর্ষণীয় ক্লিপ। পাশাপাশি নিজেরাই তৈরি করছেন সুরের উপকরণ ঢাক ও বাঁশি। জেলার গণ্ডি পেরিয়ে ভিন জেলার বড় বাজেটের দুর্গাপুজোর থিম মণ্ডপসজ্জাতেও দেদার বরাত আসছে এঁদের কাছে। সরকারি-বেসরকারি মেলা ছাড়াও পাইকারি ও খুচরো বাজারেও সমান কদর পাচ্ছে তাঁদের এই নিখুঁত হাতের কাজ। উৎসবের মরশুমে মণ্ডপে মণ্ডপে যখন তাঁদের শিল্প নজর কাড়ছে হাজারও দর্শনার্থীর, তখন প্রান্তিক কুঁড়েঘরে ঢুকছে বাড়তি আয়ের আলো। সামান্য বাঁশকে আশ্রয় করে শিল্পভাবনা আর কঠোর পরিশ্রমে এক পরিবারের ঘুরে দাঁড়ানোর এই লড়াই জঙ্গলমহলের বুকে অনুপ্রেরণার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে।

ডাবের দোকানের আড়ালে রমরমিয়ে মদের ব্যবসা, হানা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি,১ অক্টোবর ঃ বাইরে থেকে ঝাঁ চকচকে ডাবের দোকান, ফাস্ট ফুডের দোকান। আর ভিতরে আড়ালে মদের ঘাঁটি! বাইরে থেকে দেখে কারও বোঝার বিন্দুমাত্র উপায় নেই। পথচলতি সাধারণ মানুষ ভাবছিলেন সেখানে শুধুই ডাব বিক্রি হচ্ছে কিংবা তৈরি হচ্ছে বিকেলের মুখরোচক খাবার। কিন্তু সেই সাধারণ ব্যবসার আড়ালেই গোপনে রমরমিয়ে চলছিল বেআইনি মদের কারবার। দীর্ঘদিন ধরে চলা এই কারবারের পর্দাফাঁস করল জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অতর্কিতে অভিযান চালিয়ে বেআইনি মদের আস্তানাটি গুঁড়িয়ে দিলেন তদন্তকারীরা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শহরের নির্দিষ্ট ওই এলাকায় ডাব এবং ফাস্টফুড বিক্রির নাম করে দোকান খোলা হয়েছিল। তবে দিন গড়াতেই সেখানে জমে উঠত বেআইনি মদের ঠেক। ডাব কিনতে আসা সাধারণ খদ্দেরদের চোখের আড়ালেই চলত মদের গোপন লেনদেন। সন্ধে নামলেই সেই চত্বরে বাড়ত সন্দেহভাজনদের আনাগোনা। ফলে স্থানীয় বাসিন্দা ও পথচারীদের মধ্যে চরম অস্বস্তি ও নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হচ্ছিল। এলাকার পরিবেশ নষ্ট হওয়ার বিষয়টি নজরে আসতেই দ্রুত সক্রিয় হয় কোতোয়ালি থানা। গোপন সূত্রে খবর পাওয়ার হানা দেওয়া হয় ওই দোকানে। অতর্কিত এই অভিযানে দোকানের ভেতরে লুকিয়ে রাখা প্রচুর পরিমাণ বেআইনি মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়।

হিলিতে পালিত হলো আন্তর্জাতিক বরিষ্ঠ নাগরিক দিবস ২০২৬

রতন দে, হিলি, ১ অক্টোবর ঃ হিলি প্রবীণ নাগরিক মঞ্চের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হল আন্তর্জাতিক বরিষ্ঠ নাগরিক দিবস ২০২৬। হিলি বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠে সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিনটি উদযাপন করা হয়। এ বছরের আন্তর্জাতিক বরিষ্ঠ নাগরিক দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল The Age of Longevity: Rethinking Systems for Longer

লাইভস -অর্থাৎ দীর্ঘায়ুর যুগে দীর্ঘ জীবনের উপযোগী ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক কাঠামো নতুন করে ভাবার আহ্বান। বরেণ্য ইতিহাস গবেষক অধ্যাপক হিমাংশু কুমার সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের সূচনা হয় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন উদ্বোধনী সংগীত এবং অতিথিবরণের মধ্য দিয়ে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হিলি ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক কৌশিক মল্লিক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক নারায়ণ ভট্টাচার্য, সমাজসেবী মহাবীর সারোগী সমাজকর্মী সুরজ দাসসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। আন্তর্জাতিক বরিষ্ঠ নাগরিক দিবসের তাৎপর্য নিয়ে বক্তব্য রাখেন নারায়ণ ভট্টাচার্য, কৌশিক মল্লিক, মহাবীর সারোগী-সহ বিশিষ্ট অতিথিরা। বক্তারা প্রবীণ নাগরিকদের সামাজিক মর্যাদা নিরাপত্তা সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং দীর্ঘ জীবনের উপযোগী সামাজিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে হিলি এলাকার ইতিহাস ও স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মৃতিকে স্মরণ করে চারজন মনীষী এবং প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের আবক্ষ প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, স্বামী বিবেকানন্দ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের প্রতি। অনুষ্ঠানে হিলি এলাকার পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী ১১৭ জন স্বাধীনতা সংগ্রামীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। স্থানীয় ইতিহাস ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের স্মরণে এই উদ্যোগ বিশেষ তাৎপর্য বহন করে বলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

উপনির্বাচনের প্রচারে গিয়ে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু ৬ বছরের শিশুর, পাশে দাঁড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১ অক্টোবর ঃ এবারও মৃত্যুবিহীন নির্বাচন দেখতে পেল না বাংলা। রেজিনগর উপনির্বাচনের আগেই ঘটে গেছে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। তবে এবার কোনও রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থক নয়, ভোটের প্রচার দেখতে গিয়ে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে রেজিনগরের ছোট্ট জেসমিনার। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমেছে গোটা এলাকায়। রেজিনগর উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী শাঁখারভ সরকারের সমর্থনে বৃহস্পতিবার শক্তিপুরে নির্বাচনী প্রচারে যাওয়ার সময় জেসমিনার পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন রাজ্যের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি মৃত জেসমিনার বাবা দুলাল মল্লিকের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন এবং ওই পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। পরিবারের সঙ্গে দেখা করার পর শুভেন্দু অধিকারী বলেন, এখন নির্বাচনী বিধি কার্যকর রয়েছে। তাই এই মুহূর্তে কোনওরকম সরকারি সাহায্য করা যাবে না। ৯ তারিখের পর নির্বাচনী বিধি উঠে গেলে আমি পুরো বিষয়টি দেখে নেব। তিনি আরও বলেন, কেউ তো ইচ্ছা করে এটি করে না, এটা একটা দুর্ঘটনা। কিন্তু সরকারের তরফে যা সাহায্য করার তা করব। এদিন জেসমিনার দিদির সঙ্গেও কথা বলেন তিনি। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, দুঃখ করো না, মায়ের সঙ্গে থেকো। কীভাবে তোমাদের পাশে থাকা যায় তা দেখে নেব। শুধু মৌখিক আশ্বাসই নয়, রেজিনগরের বিজেপি কর্মী- সমর্থকদের উদ্দেশ্যে তিনি নির্দেশ দেন, যাতে শিশুটির বাবার নাম ও ফোন নম্বর ডিএম সাহেবের কাছে জমা দেওয়া হয়, যাতে পরবর্তীতে সাহায্যের প্রক্রিয়া দ্রুত করা যায়। প্রসঙ্গত, আগামী ৬ অক্টোবর রাজ্যে দুটি কেন্দ্র - রেজিনগর এবং নন্দীগ্রামে উপনির্বাচন। সেই উপলক্ষ্যে প্রচারে ব্যস্ত সব রাজনৈতিক দল। গত রবিবার রেজিনগরে গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সফিউজ্জামান শেখের সমর্থনে প্রচারে গিয়েছিলেন গণতান্ত্রিক তৃণমূল তৃণমূল শিবিরের নেতারা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সেদিন ঋতব্রত শিবিরের কিছু কর্মী-সমর্থক ভিড়ের মধ্যে লজেন্স ছড়াচ্ছিলেন। সেই লজেন্স কুড়োতে গিয়েই ভিড়ের চাপে পদপিষ্ট হয় ছয় বছরের জেশমিনার। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, লজেন্স ছোঁড়া মাত্রই বাচ্চারা সহ অনেকেই মাটিতে পড়ে থাকা লজেন্স কুড়োতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সেই সময় হুড়োহুড়িতে জেসমিনা পড়ে যায় এবং ভিড়ের চাপে গুরুতর আহত হয়। ঘটনার পর তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে প্রথমে বেলডাঙার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁর অবস্থার অবনতি হওয়ায় চিকিৎসকরা তাঁকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন। কিন্তু সেখানেও তাঁর শারীরিক অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় প্রথমে তাঁকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ এবং পরে এনআরএস হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। গত মঙ্গলবার দুপুরে এনআরএস হাসপাতালে মৃত্যু হয় ওই শিশুটির। জেসমিনার এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে কার্যত ভেঙে পড়েছে তাঁর পরিবার। পরিবারের সদস্যরা সরাসরি গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকদের দিকেই অভিযোগের আঙুল তুলেছেন। তাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, সেদিন ওই নেতারা যদি এভাবে লজেন্স ছোঁড়াছুড়ি না করত, তাহলে আমাদের মেয়েকে অকালে চলে যেতে হত না। সামান্য লজেন্স কুড়োতে গিয়ে এত বড় শাস্তি পেতে হল তাঁকে । তবে আজ মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে জেসমিনার পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন তাতে সকলেই খুব খুশি । মৃতের পরিবারের সদস্যরা বলেন, গণতান্ত্রিক তৃণমূলের কোনও সদস্য আমাদের সঙ্গে আজ দেখা করেননি। কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন তাতে আমরা সকলেই খুব খুশি।

পুজোর কেনাকাটার ধুমের মাঝেই অশান্তি বাড়াচ্ছে টোটো-বেআইনি পার্কিং! নাজেহাল শহরবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, রানাঘাট, ১ অক্টোবর ঃ সামনেই দুর্গাপুজো, উৎসবের মরশুম শুরু হতেই রানাঘাটের বাজারগুলিতে ক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড়। কিন্তু কেনাকাটার এই আনন্দের মাঝেই শহরবাসীর কাছে এখন সবচেয়ে বড়ো মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে চরম যানজট। যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম টোটোর দাপট এবং যত্রতত্র বেআইনি পার্কিংয়ের জেরে আক্ষরিক অর্থেই স্তব্ধ হয়ে পড়েছে রানাঘাট শহর। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, যানজটের প্রধান কারণ শহরের ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত টোটো। শহরের নিজস্ব টোটোর পাশাপাশি আশপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা অসংখ্য বহিরাগত টোটো অবাধে প্রবেশ করায় পরিস্থিতি একেবারে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। অভিযোগ, ট্রাফিক আইনের বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে চালকরা অবাধে ঢুকে পড়ছেন শহরের ছোটো- বড়ো গলিপথে। সুভাষ অ্যাভিনিউ থেকে শুরু করে রানাঘাট স্টেশন রোড, সর্বত্রই এক নৈরাজ্যের চিত্র। রাস্তার মাঝখানেই যত্রতত্র যাত্রী ওঠানো- নামানো এবং ভাড়া নিয়ে চালক ও যাত্রীদের বচসার কারণে রাস্তার উপরই সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকছে টোটো। ফলে কেনাকাটা করতে আসা সাধারণ মানুষ ও পথচারীদের হেঁটে চলাও কার্যত দায় হয়ে পড়েছে। টোটোর এই দৌরাত্ম্যের পাশাপাশি যানজটের সমস্যাকে আরও কয়েকগুণ বাড়িয়ে তুলেছে যত্রতত্র বেআইনি পার্কিং। বাজারের রাস্তার দু'পাশে দোকানগুলোর সামনে নিয়মবহির্ভূতভাবে মোটরবাইক দাঁড় করিয়ে রাখা হচ্ছে। ক্ষুব্ধ বাসিন্দাদের দাবি, রাস্তা আটকে এইভাবে বাইক রাখার প্রতিবাদ করতে গেলে উলটে বাইকচালকদের একাংশ চরম আস্ফালন ও গায়ের জোর দেখাচ্ছেন। ফলে সাধারণ মানুষ রীতিমতো অসহায় বোধ করছেন। উৎসবের মুখে শহরের রাস্তায় এই চরম শৃঙ্খলাহীনতায় রানাঘাটের জনজীবন কার্যত অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। বাসিন্দাদের অভিযোগ, যানজট মোকাবিলায় প্রশাসনের নজরদারির যথেষ্ট অভাব রয়েছে। শহরের এই যানজট নিয়ন্ত্রণে পুলিশ ও প্রশাসন দ্রুত কড়া পদক্ষেপ না নিলে আগামী দিনগুলোতে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ নেবে। পুজোর বাজার সারতে আসা সাধারণ মানুষকে যাতে আরও বড়ো ভোগান্তির মুখে পড়তে না হয়, তার জন্য অবিলম্বে ট্রাফিক ব্যবস্থা কড়া হাতে নিয়ন্ত্রণের দাবি তুলেছেন ভুক্তভোগী শহরবাসী।

নাগরিক পরিষেবা বিপর্যস্ত, পুরুলিয়া পুরসভায় কংগ্রেসের বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি প্রদান

শেফালী মাহাতো, পুরুলিয়া, ১ অক্টোবর ঃ 'ট্রিপল ইঞ্জিনের সরকার' থাকা সত্ত্বেও চরম নাগরিক সমস্যায় জর্জরিত পুরুলিয়া শহর। রাস্তাঘাট অপরিচ্ছন্ন, নিয়মিত সাফাই না হওয়া, বেআইনিভাবে পুকুর ভরাট এবং দীর্ঘদিন ধরে অস্থায়ী কর্মীদের বেতন বকেয়া থাকার মতো একাধিক অভিযোগে সরব হলো জেলা কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার পুরুলিয়া পুরসভায় এক বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করার পাশাপাশি জেলা প্রশাসকের উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি প্রদান করেন দলের নেতৃত্ব। এদিন পুরুলিয়া জেলা কংগ্রেস ভবন থেকে দলের কর্মী-সমর্থকদের একটি সুসংগঠিত মিছিল বের হয়। মিছিলটি পুরুলিয়া শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুরসভা প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়। সেখানে দলের কর্মী-সমর্থকেরা পুরসভার মূল ফটকের সামনে বিক্ষোভে শামিল হন। পরবর্তীতে কংগ্রেসের একটি প্রতিনিধিদল পুরসভা কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি জমা দেয়। আন্দোলনকারীদের প্রধান দাবিগুলি হলোঃ আসন্ন দুর্গাপূজার আগেই পুরসভার সমস্ত অস্থায়ী কর্মী ও সাফাইকর্মীদের বকেয়া বেতন এবং পূজা বোনাস দ্রুত মিটিয়ে দেওয়া। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার সুবিধা পুনরায় সচল করা। অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের বকেয়া পেনশন অবিলম্বে প্রদান করা। বিক্ষোভ সভায় উপস্থিত কংগ্রেস নেতৃত্বের অভিযোগ, উচ্চ আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও বিজেপির বর্তমান সরকার নির্বাচিত কাউন্সিলরদের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দিচ্ছে না। পরিবর্তে মহকুমা শাসককে প্রশাসক পদে বসিয়ে রেখে শহরের যাবতীয় উন্নয়নমূলক কাজ স্তব্ধ করে রাখা হয়েছে। পাশাপাশি স্থানীয় বিধায়ক ও বিজেপি নেতারা পুরসভার কাজে বেআইনিভাবে প্রভাব খাটাচ্ছেন বলেও অভিযোগ তোলেন তাঁরা। উক্ত কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক নেপাল মাহাত, পুরুলিয়া জেলা কংগ্রেস সভাপতি ফণিভূষণ কুমার, প্রবীণ কংগ্রেস নেতা গৌতম মুখোপাধ্যায়, দিব্যজ্যোতি প্রসাদ সিংদেও, সুকান্ত মাহাত, জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতি সুভাষ মাহাত এবং পুরুলিয়া শহর কংগ্রেস সভাপতি প্রদীপ চৌধুরী। কংগ্রেস নেতৃত্বের স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, দুর্গাপূজার আগে যদি বকেয়া মেটানো না হয় এবং শহরের নাগরিক পরিষেবা স্বাভাবিক করার উদ্যোগ না নেওয়া হয়, তবে আগামী দিনে পুরুলিয়া শহর জুড়ে আরও বৃহত্তর গণআন্দোলনের পথে হাঁটা হবে।

বেপরোয়া বাইক এবং বিকট সাইলেন্সারের দৌরাত্ম্য রুখতে পুরুলিয়ায় ট্রাফিক পুলিশের কঠোর অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া,১ অক্টোবর ঃ শহরের রাস্তাঘাটে পথচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং বেপরোয়া বাইক চালকদের রাশ টানতে কড়া ব্যবস্থা নিল জেলা ট্রাফিক পুলিশ। বৃহস্পতিবার পুরুলিয়া শহর জুড়ে ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে এক বিশেষ অভিযান চালানো হয়। সদর ট্রাফিক ওসি সৌরভ বনওয়ালের সরাসরি নেতৃত্বে পরিচালিত এই অভিযানে মোট তিনটি বাইক আটক করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি পুরুলিয়া শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় দ্রুত গতিতে রেস ড্রাইভিং এবং বিকট শব্দ উৎপন্নকারী মডিফাইড সাইলেন্সার ব্যবহার করে বাইক চালানোর প্রবণতা আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এতে সাধারণ পথচারী, বর্ষীয়ান নাগরিক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার পাশাপাশি বিকট শব্দে চরম ট্রাফিক সমস্যা তৈরি হচ্ছিল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এদিন শহরের কয়েকটি নির্দিষ্ট ও জনবহুল পয়েন্টে বিশেষ তল্লাশি চকি বসায় পুলিশ। অভিযান চলাকালীন অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে রেস ড্রাইভিং করার অপরাধে একটি স্পোর্টস বাইক এবং বিকট শব্দ সৃষ্টি করা মডিফাইড সাইলেন্সার ব্যবহারের অভিযোগে আরও দুটি বাইক বাজেয়াপ্ত করা হয়। পুরুলিয়া জেলা পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, শহরের আইন শৃঙ্খলা ও পথ নিরাপত্তা বজায় রাখতে এই ধরনের কঠোর পদক্ষেপ জারি থাকবে। বেপরোয়া গা।ি বা বাইক চোখে প।লেই তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং আগামী দিনগুলিতেও এই সারপ্রাইজ চেকিং অব্যাহত থাকবে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলের মহাব্যবস্থাপক অনিল কুমার জৈন ১ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে কলকাতার গার্ডেন রিচ-এ অবস্থিত দক্ষিণ পূর্ব রেলের সদর দপ্তরে 'স্বচ্ছতা হি সেবা-২০২৬' কর্মসূচির অংশ হিসেবে আয়োজিত ব্যাপক 'শ্রমদান' কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছেন।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সুনয়না দেবী, স্বামী- মথুরা প্রসাদ পাসওয়ান গত ইংরাজি 29.09.02, 14.08.09 তারিখে হাওড়া D.S.R. ও A.D.S.R. অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-614 (iv), I-1204 (iv) নম্বর পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি বা আমোক্তারনামা দলিল বলে শ্রী দীলিপ ঘোষ পিতা- নগেন্দ্রলাল ঘোষ নিকট হইতে বালি মৌজা সাবেক 5220 নম্বর খতিয়ানে সাবেক 4976 নম্বর দাগে 1 বিঘা 10 কাঠা জমি বিক্রয় করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে তিনি বালি জগাছা B.L& L.R.O অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
PURULIA-1 DEVELOPMENT BLOCK
P.O-CHAKDA, DIST. PURULIA (W.B.)
E-mail-bdopurulialblock@gmail.com

NOTICE INVITING QUOTATION NO: WBPUR/PO/NIQ-02(3rd Call)/26-27

E-QUOTATION are invited by the undersigned from eligible bonafide contractors having requisite credentials and other valid documents **upto 04.00 PM of 09/10/2026.**
For details intending participants may contact to the office of the undersigned or visit website **www.tenders.wb.gov.in** in any working day before the Last date for submission of bid documents.

Sd/- Block Programme Officer &
Block Development officer
Purulia-1 Development Block

সার্বিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি

ই-টেন্ডার নং ঃ এসএনটি-৩৭-এলএমজি-২০২৬-২৭; তারিখ ঃ ২৮-০৯-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **কাজের নাম ঃ** লামডিং ডিভিশনের ১২ টি স্টেশনে (আগথোরি, লামডিং, আগরতলা, বিশালগড়, বিশ্রামগঞ্জ, উদয়পুর ত্রিপুরা, গর্জী, শান্তির বাজার, বেলোনিয়া, জোলাইবাড়ি, মনু বাজার, সাবরুম) হিটাচি -এর তৈরী ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং (ইআই) সিস্টেমের ০২ (দুই) বছরের মেয়াদের জন্য সার্বিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৯৬,১১,৯৬৭.৯২/-টাকা; **বিড সিকিউরিটি ঃ** ৩,৯২,২০০/-টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিও ও সময় **২২-১০-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং **খোলা হবে ১৫:৩০ টায়।** ওপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এ উপলব্ধ রয়েছে।

ডিএসটিই, লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ **নুরবানু বেগম**
আমোক্তারনামা দাতাঃ **মজিদুল ইসলাম, অহীদুল ইসলাম**
ঠিকানাঃ **গ্রাম বজরা পাড়া, পোঃ পাহাড়পুর, কোতয়ালী, জলপাইগুড়ি**
গ্রহীতাঃ **নুরবানু বেগম**
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ **585/2020** নং বহি
_________ নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ **IV 24/2020**
নামজারি কেস নংঃ **MN/2026/0702/8288**
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ পরিমাণ এবং খতিয়ান সই ক্রেতা/গ্রহীতা ও বিক্রেতা/দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
মৌজা খড়িয়া, সিট নং-06, R.S. - 460, L.R. 1556
(আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ **নুরবানু বেগম**
পিতা / স্বামীঃ জাকির হোসেন প্রধান
ঠিকানাঃ তেওয়ারী পাড়া, চাউলহাটি, রাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শকুন্তলা সাউ স্বামী- রাম সাগর সাউ গত ইংরাজী 12.06.2023 তারিখে হাওড়া A.D.S.R অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-5615 (Book-1) নম্বর পাওয়ার অফ এ্যাটনী বা আমমোক্তারনামা দলিল বলে শ্রী তপন কুমার বিশ্বাস পিতা-শ্রীপতি বিশ্বাস নিকট হইতে বালী মৌজায় হাল 19506 নম্বর দাগে হাল 61665, 62203 নম্বর খতিয়ানে 0.0380 ACV- শতক জমি বিক্রয় করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, উক্ত বিষয়ে কারো কোন প্রকার আপত্তি থাকে তিনি বালী জগাছা B.L.&L.R.O অফিসে ৩০ দিনে মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

Office of the Block Development Officer
Kalyani, Nadia.

KALYANI DEVELOPMENT BLOCK

Sealed Tender is being invited by the undersigned vide **[1] NIT No-15/KLY/BDO/2025-26, Memo No-3884/KLY/BDO, dated 25.09.2026 for SSM Fund**. Last date of application 05.10.2026 at 05:00 PM. & **[2] NIT No-16/KLY/BDO/2025-26, Memo No-3885/KLY/BDO, dated 25.09.2026 for SSM Fund**. Last date of application 05.10.2026 at 05:00 PM. For other details, see the Office Notice Board on all working days from 11:00 am to 5:00 pm.

Sd/-Block Development Officer
Kalyani Development Block

বিজ্ঞপ্তি

আমরা (১) আদশ আগরওয়াল, (২) শরদ আগরওয়াল, (৩) সজ্জন আগরওয়াল, (৪) সিদ্ধান্ত আগরওয়াল এতদ্বারা ঘোষনা করিতেছি যে J.L. No. 17, L.R. Dag No. 420, L.R. Khatian no. 781, 782, 783, 784 অনুমতি দখল সূত্রে বিকনি দেবী আগারওয়াল ও গিনি দেবী আগারওয়াল এর নামে অনুমতি দখল রেকর্ড আছে, বর্তমানে আমরা (১) আদশ আগরওয়াল, (২) শরদ আগরওয়াল, (৩) সজ্জন আগরওয়াল, (৪) সিদ্ধান্ত আগরওয়াল বহু দিন হইতে উক্ত স্থানে বসবাস করিয়া আসিতেছি। জমিটির রায়ত হিসাবে আমাদের মালিকানা আছে, বর্তমানে আমরা চারজন B.L. & L.R.O. অফিসে মিস কেস করিয়াছি যাহার নং ২৮৯, ২৯০, ২৯১, ২৮৮ সেহেতু বিকনি দেবী আগারওয়াল ও গিনি দেবী আগারওয়াল এর নাম কত্তন বা খারিজ করিয়া দিতে হইবে। এই বিষয়ে কোন ব্যাক্তির আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি জারি হইবার ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. বালি অফিসে ঠিকানা ২২৯, জি. টি. রোড, বেলুড়, হাওড়ায় যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।
ডকেট নং ১২২৮, তারিখ ৩০.০৯.২০২৬

গণবিজ্ঞপ্তি

(বিদেশি কর্মী নিয়োগ কার্যক্রম বন্ধকরণ)

আমি, **কৌশিক পাল, 'মেসার্স স্টাফ প্লাস গ্লোবাল প্রাইভেট লিমিটেড'**-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী-যার নিবন্ধিত কার্যালয় 'পদ্মিনী', ১ম তলা, কলেজ পাড়া, শিলিগুড়ি, জেলা দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৩৪০০১-এ অবস্থিত এবং যা জনশক্তি রপ্তানির উদ্দেশ্যে 'এমিগ্রেশন অ্যাক্ট, ১৯৮৩'-এর অধীনে ইস্যুকৃত নিবন্ধন সনদ নং **Kolkata/ Company/ 565268/ 72021**-এর অধিকারী-এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, উক্ত বৈদেশিক নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যবসাটি **১লা এপ্রিল, ২০২৬ তারিখ** থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।
এতদ্বারা ঘোষণা করা হচ্ছে যে, রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের সম্পূর্ণ মেয়াদকালে এই এজেন্সির মাধ্যমে কোনো কর্মীকে কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশে পাঠানো হয়নি এবং কোনো সময়েই অভিবাসন ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করা বা তা সংগ্রহ করা হয়নি।
আমার বা আমার এজেন্সির বিরুদ্ধে যদি কোনো অভিযোগ বিচারাধীন থাকে, তবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে তা ওপরের ঠিকানায় নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে জানানো যেতে পারে। অভিযোগের অনুলিপি নিম্নলিখিত ঠিকানাতেও পাঠানো যেতে পারেঃ

যুগ্ম সচিব (ওই) ও অভিবাসী সুরক্ষা মহাপরিচালক
বিদেশ মন্ত্রক, ভারত সরকার,
কর্তব্য ভবন-৩, সেন্ট্রাল ভিস্তা, জনপথ রোড, নয়াদিল্লি-১১০১১

স্থানঃ শিলিগুড়ি, দার্জিলিং
তারিখঃ ২ অক্টোবর, ২০২৬

স্বাক্ষরিত /-
কৌশিক পাল
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
মেসার্স স্টাফ প্লাস গ্লোবাল প্রাইভেট লিমিটেড

Short Notice Inviting Tender

SNIT invited by the Executive Engineer, Mayurakshi E & M Division, I&WD, Siuri, **SNIT No-WBIW/EE/MEMD/SNIT- 05/ 2026-27**, for Emergency basis Electrical maintenance work at Siuri Irrigation Colony & SITC of Glow sign board and its accessories at Massenjore, Dumka, Jharkhan. Last date of application **06/10/2026 up to 14:00 Hrs. & Dropping 07/10/ 2026 up to 15:00 Hrs**. Detailed SNIT may be seen at **www.wbiwd.gov.in.**

Sd/- Executive Engineer
Mayurakshi E & M Division. Birbhum-731101
Ph:03462-255057

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 350 — Tender Notice Date: 30/9/2026

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 350/9/2026-2027** dated 30/09/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 05/10/2026, 2.00 pm to 3.00 pm).
Last date of E-Submission: 10/10/2026.
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.

Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 349 — Tender Notice Date: 30/9/2026

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 349/9/2026-2027** dated 30/09/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 05/10/2026, 2.00 pm to 3.00 pm).
Last date of E-Submission: 19/10/2026.
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.

Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (C)(Roads), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/189 (2nd Call)
Name of the work: **Repairing of Motilal Gupta Road (in patches) from Muchipara Junction to Sodepur Bazar in different locations in Ward No.-122, under BR-XIII.** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 4,83,507.96 (excluding contingency amount).** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **150 days.**

(2) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/365 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of damaged portion of J.M. Avenue (in patches), Bhupen Bose Avenue (in patches) and surrounding areas and laying of seal coat in Ward No. 08 and 09 in BR-I.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **2,95,898.97.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **15 days.**

(3) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/270 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of worn out surfaces and potholes (in patches) at different places of Chandi Ghosh Road etc. under BR-X.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **4,96,498.86.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **180 days.**

(4) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/363 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of damaged road IFO Premises Nos. 148/17A, 148/15A, 154/2/5, N.S.C. Bose Road, 244/1, B.B. Chatterjee Road, etc. under BR-X.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **4,98,956.44.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(5) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/411
Name of the work: **Repairing of damaged road IFO Premises Nos. 68/B, 73, Raja S.C. Mullick Road, 18/2, Chandi Ghosh Road, etc. under BR-X.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **4,88,899.74.** Earnest money: ₹ **9,800.00.** Period of completion: **30 days.**

(6) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/355 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of roads at the Jn. of C.I.T. Road and Maniktala Main Road (Kankurgachi More) and surrounding area under BR-III.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **2,90,285.69.** Earnest money: ₹ **5,900.00.** Period of completion: **60 days.**

(7) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/357 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of roads at 119 Hemchandra Naskar Road, P27 C.I.T. Road and surrounding area under BR-III.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **4,91,878.41.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **120 days.**

(8) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/257
Name of the work: **Repairing of roads at N.S. Road (in patches) and surroundings area under Borough-V.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **4,92,189.04.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **120 days.**

(9) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/258 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of roads at Hemanta Basu Sarani (in patches), and surroundings area in Ward No.-45 under Borough-V.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **4,95,240.71.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **120 days.**

(10) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/387 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of roads at E.M. Bypass IFO Gautams Shop (in patches) and surrounding area under BR-III.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **2,80,222.77.** Earnest money: ₹ **5,700.00.** Period of completion: **60 days.**

(11) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/399 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of roads at 127 C.R. Avenue, 125 Canning Street and surrounding area under BR-V.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **4,94,288.24.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **120 days.**

(12) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/388 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of roads at 302, A.P.C. Road (in patches) & surrounding area under BR-V.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **2,80,686.83.** Earnest money: ₹ **5,800.00.** Period of completion: **60 days.**

(13) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/281 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of damaged roads at 92 Ripon Street, 24 Rafi Ahmed Kidwai Road, near Don Bosco Circle, Park Circus 7 Point X-ing and surroundings under BR-VI.** Estimate amount (including 18% GST & 1% CESS): ₹ **4,96,559.92.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(14) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/272 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of damaged roads (in patches) on A.J.C. Bose Road and surroundings under BR-VI.** Estimate amount (including 18% GST & 1% CESS): ₹ **4,97,244.01.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **90 days.**

(15) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/271 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of damaged roads (in patches) on J L Nehru Road, S N Banerjee Road and surroundings under BR-VI.** Estimate amount (including 18% GST & 1% CESS): ₹ **4,96,747.44.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **90 days.** Last date and time of submission of bids: **27.10.2026 at 12 Noon (For Sl. No. 1); 14.10.2026 - 12 Noon (For Sl. No. 2 to 12) and 28.10.2026 - 12 Noon (For Sl. No. 13 to 15).** The bid forms and other details are available on and from: **03.10.2026 at 12 Noon (For Sl. No. 1 to 5); 05.10.2026 (12 Noon) (For Sl. No. 6 to 12) and 07.10.2026 (12 Noon) (For Sl. No. 13 to 15).** The website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 15).**

The Executive Engineer (Parks & Squares), KMC invites quotation online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE_PS/VI/53/13/26-27 (1st Call)
Name of the work: **Repairing & painting of Hara Kumar Tagore Square Park in Ward No.-053, BR-06.** Estimated cost: ₹ **2,89,736.68.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE_PS/X/97/1/26-27 (1st Call)
Name of the work: **Repairing & painting of Ashok Nagar Park in Ward No.-97, BR-X.** Estimated cost: ₹ **1,94,470.20.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **12.10.2026 - 1 P.M. (For Sl. No. 1 & 2).** Bid opening date for technical proposals (online): **14.10.2026 - 2 P.M. (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details shall be available on and from **03.10.2026 (10 A.M.)** from the website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).** (564/26-27)

অফবিট

লক্ষ্মীপুজোর উঠোনে আঁকা বাংলার নীরব ইতিহাস

অভি ব্যানার্জী

ভোরের আলো তখনও পুরোপুরি উঠোন ছুঁয়ে দেখেনি। কুয়াশার নরম চাদরে ঢাকা গ্রাম। উঠোনে বসে আছেন মা, কাকিমা, দিদিমা-কারও হাতে চালের গুঁড়ো, কারও হাতে খড়ি। আজ লক্ষ্মীপুজো। ঘরের দোরগোড়া, উঠোনের মাঝখান, গোয়ালঘরের সামনে-সব জায়গায় ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে সাদা রেখার এক জাদু। কারও মুখে মন্ত্র, কারও ঠোঁটে গান, কারও চোখে বিশ্বাস-এই রেখাগুলো শুধু নকশা নয়, এ আশীর্বাদ। এটাই আলপনা। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আলপনাকে অনেকেই ডেকোরেশন বলে ভাবেন। কিন্তু গ্রামবাংলার মাটিতে, নারীর হাতে আঁকা এই শিল্প আসলে বিশ্বাস, সংস্কার, স্মৃতি ও সমাজের এক গভীর দলিল। আপনি এই লেখায় জানবেন-আল্পনা কীভাবে বাংলার লোকজীবনের সঙ্গে মিশে আছে, কেন এটি শুধু ছবি নয় বরং এক ভাষা, কেন লক্ষ্মীপুজো বা বিশেষ পুজোর ভোরে আলপনা ছাড়া গ্রামবাংলার ঘর অসম্পূর্ণ থেকে যায়, আর কীভাবে এই শিল্প আজও টিকে আছে আধুনিকতার চাপের মধ্যেও।

● উঠোন থেকে ইতিহাসঃ আলপনার জন্মকথা

আল্পনা কোনও একদিন হঠাৎ তৈরি হওয়া শিল্প নয়। এর শিকড় ছড়িয়ে আছে বাংলার আদিম সমাজে। যখন মানুষ লিখতে জানত না, তখন সে আঁকত। অক্ষরের আগেও ছিল রেখা, চিহ্ন, প্রতীক। আলপনা সেই চিহ্নভাষার উত্তরাধিকার। গবেষকেরা মনে করেন, আলপনার মধ্যে আদিম চিত্রলিপির ছায়া আছে-যেখানে রেখা দিয়ে ভাব প্রকাশ করা হতো। গ্রামবাংলায় আলপনা মূলত ছিল নারীর শিল্প। পুরুষ বাইরে কাজ করত, নারী সামলাত সংসার, আচার, উৎসব। সেই আচারেই জন্ম নেয় আলপনা। চালের গুঁড়ো, জল, কখনও দুধ বা রঙ-এই সহজ উপকরণে তৈরি হত নকশা। কোথাও পদ্ম, কোথাও সূর্য,

কোথাও পাখি, কোথাও জ্যামিতিক বৃত্ত। প্রত্যেকটি নকশার ছিল আলাদা অর্থ-সমৃদ্ধি, উর্বরতা, মঙ্গল, সুরক্ষা। বাংলার প্রতিটি অঞ্চলে আলপনার ধরন আলাদা। কোথাও মোটা রেখা, কোথাও সূক্ষ্ম কোথাও ভরাট, কোথাও ফাঁকা। কিন্তু একটি জিনিস অভিন্ন-আলপনা কখনও কেবল চোখের আরাম ছিল না, এটি ছিল বিশ্বাসের প্রকাশ। এই লেখাগুলোর একটি বড় অংশ জুড়ে আছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা-আলপনা ক্ষণস্থায়ী। আজ আঁকা, কাল মুছে যাবে। বৃষ্টি, পায়ের ছাপ, সময়-সবকিছুতেই সে হারিয়ে যায়। কিন্তু লেখাটি বলছে, এই ক্ষণস্থায়ীতাই আলপনার দার্শনিক শক্তি। কারণ আলপনা সংরক্ষণের জন্য নয়, ব্যবহারের জন্য। এটি গ্যালারির শিল্প নয়, জীবনের শিল্প। এই কারণেই আলপনা কখনও ভারী হয় না। এটি দাবি করে না স্থায়িত্ব, দাবি করে অংশগ্রহণ। আলপনার প্রধান শিল্পী নারী। পুরুষের হাতে আলপনা আঁকার রীতি ছিল না বললেই চলে। মা থেকে মেয়ে, শাশুড়ি থেকে বউ-এইভাবে আলপনার শিক্ষা চলত। এই শিক্ষা কোনও স্কুলে শেখানো হতো না। কোনও ডিগ্রি, কোনও স্বীকৃতি ছিল না। তবু এই শিল্পে ছিল এক আশ্চর্য শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য ও ধারাবাহিকতা। ইতিহাস যেখানে নারীর নাম রাখেনি, সেখানে আলপনার রেখায় লুকিয়ে আছে তাঁদের উপস্থিতি। আলপনা প্রকৃতির নকল নয়। এটি গাছের ছবি আঁকে না, গাছের ভাব আঁকে। পাখির অবয়ব নয়, পাখির ইচ্ছা। এই কারণেই আলপনায় বাস্তবের মতো অনুপাত, পার্সপেক্টিভ বা শারীরিক সঠিকতা নেই। এখানে আছে মানসিক ভারসাম্য। বড় বৃত্তের মধ্যে ছোট বৃত্ত-জীবনের কেন্দ্রে সংসার, তার মধ্যে মানুষ, তার মধ্যে আশা। এখানেই আলপনা আধুনিক বিমূর্ত শিল্পের সঙ্গে কথা বলে, এটি বাংলার লোকজ চেতনার গল্প। এমন এক শিল্পের গল্প, যা নিজের নাম রাখেনি, নিজের দাবি করেনি, তবু শতাব্দীর পর শতাব্দী বেঁচে থেকেছে। উঠোনে বসে যে নারী আলপনা আঁকেন, তিনি জানেন না তিনি শিল্পী। কিন্তু তাঁর হাতেই লেখা হচ্ছে বাংলার এক নীরব ইতিহাস-যা বইয়ে নেই, কিন্তু মাটিতে আছে।

● আধুনিক সময়ে আলপনা

আজকের দিনে আলপনার ভবিষ্যৎ কী? শহরে রেডিমেড স্টিকার, রঙিন পাউডার, ডিজিটাল প্রিন্ট ঢুকে পড়েছে। অনেক বাড়িতে হাতে আঁকা আলপনা আর দেখা যায় না। কিন্তু ছবিটা পুরোপুরি অন্ধকার নয়। আজ অনেক শিল্পী আলপনাকে নতুন মাধ্যমে নিয়ে যাচ্ছেন-ক্যানভাস, দেওয়াল, ফ্যাব্রিক, এমনকি আধুনিক ইন্টেরিয়র ডিজাইনেও। কলেজ, চারুকলা, লোকশিল্প গবেষণায় আলপনা নতুন করে গুরুত্ব পাচ্ছে। আলপনা বদলাচ্ছে, কিন্তু মরে যাচ্ছে না। কারণ এটি কেবল নকশা নয়-এটি একটি দৃষ্টিভঙ্গি।

● লক্ষ্মীপুজো আর আলপনা

লক্ষ্মীপুজো মানেই আলপনা-এ কথা গ্রামবাংলার প্রবাদতুল্য। বিশ্বাস করা হয়, লক্ষ্মী দেবী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ভালোবাসেন। তাই উঠোন ধুয়ে-মুছে, সাদা আলপনায় সাজিয়ে রাখা হয় তাঁর পথ। আলপনার পদ্ম যেন লক্ষ্মীর আসন, বৃন্ত যেন সমৃদ্ধির চক্র। আগেকার দিনে মা-ঠাকুমারা বলতেন-আলপনা ঠিক না হলে লক্ষ্মী রাগ করে ফিরে যান। এই কথার মধ্যে হয়তো আধুনিক যুক্তি নেই, কিন্তু আছে এক সামাজিক শৃঙ্খলা। পরিষ্কার উঠোন, গোছানো ঘর, নিয়ম মেনে কাজ-এই সবই আলপনার মাধ্যমে শেখানো হতো প্রজন্মের পর প্রজন্মকে। আজও অনেক গ্রামে ভোরবেলা লক্ষ্মীপুজোর দিনে মেয়েরা দল বেঁধে আলপনা দেয়। কেউ শেখায়, কেউ শেখে। কোনও বই নয়, কোনও স্কেচ নয়-মুখে মুখে, হাতে হাতে এই শিল্পের উত্তরাধিকার চলে। লক্ষ্মীপুজোর সকালে যখন কোনও গ্রামবাংলার উঠোনে সাদা আলপনা আঁকা হয়, তখন তা শুধু পুজোর আচার নয়। তা আসলে শতাব্দী পেরোনো এক সংস্কৃতির পুনরাবৃত্তি। কোনও মিউজিয়ামে নয়, কোনও ফ্রেমে নয়-মাটির উপরেই বেঁচে থাকে এই শিল্প। আলপনা আমাদের মনে করিয়ে দেয়-শিল্প সবসময় গ্যালারিতে থাকে না, অনেক সময় তা থাকে ঘরের দোরগোড়ায়, মায়ের হাতের আঙুলে, আর স্মৃতির ভাঁজে।

প্রধান পিপি-রই অপসারণের দাবি

...১ পাতার পর

পিপি আমাদের সহকর্মীকে বলেছেন, 'তুমি রেজুলিউশনে সই করেছো বৈঠকে, তাই তোমাকে যা যা ব্রিফ দেওয়া হয়েছে, তা ফেরত পাঠাও।' এটা জানতে আমরা গিয়েছিলাম, আমরা বলেছিলাম, যেটা বলা হচ্ছে, সেটা লিখিত দিতে। তখন প্রধান পিপি আমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। সবাইকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন। 'গেট আউট' বলেন, বলেন 'মিথ্যে কেসে ফাঁসাবো'। ওনার বক্তব্য, কেউ রাজনীতি করতে পারবেন না, মিটিং মিছিল করতে পারবেন না।'' বিক্ষোভকারী এক আইনজীবী বলেন, ''৪ তারিখের আগে পর্যন্ত আমাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছিল। ৪ তারিখের আগে পর্যন্ত জানতাম না আমরা এই কোর্টে প্র্যাকটিস করতে পারব কিনা। মাকে রেখে এসেছিলাম গ্রামের বাড়িতে।'' অন্যদিকে, ইউটিউবারের গ্রেফতারিতে ব্যাঙ্কশাল আদালতে ধুন্ধুমার। আদালত চত্বরে আইনজীবীদের একাংশের তুমুল বিক্ষোভ। আদালত সূত্রে জানা যাচ্ছে, বৃহস্পতিবার ইউটিউবার দীপক ব্যাপারিকে যখন আদালতে পেশ করা হয়, তখন বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন আইনজীবীদের একাংশ। আদালতে পেশের সময়ে বিজেপি-র কয়েকজন সমর্থক তাঁকে ডিম থেরাপির উদ্দেশে জমা হন। ডিম ছোড়েন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আইনজীবীদের একাংশের সঙ্গে বিজেপি-র কর্মী সমর্থকদের বচসা শুরু হয়। কীভাবে পুলিশের সামনেই ডিম ছোড়া হল, তা প্রশ্ন তোলেন আইনজীবীরা। তা নিয়েই মূলত উত্তেজনার সূত্রপাত।

রিসর্ট হয়ে গেছে

...১ পাতার পর

আঙিনা নিয়ে পুরোপুরি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছেন বর্ষীয়ান বিধায়ক মদন মিত্র। নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ও মানসিক অবস্থান স্পষ্ট করে মদন জানান, ''আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি, নেওয়ার চেষ্টা করছি, যে আস্তে আস্তে কতটা পলিটিক্স থেকে সরে যাওয়া যায়। কারণ যত দিন যাচ্ছে, পলিটিক্সের ওপর আমার ঘৃণা ছাড়া আর কিছু বাড়ছে না।'' তাঁর মতে, রাজনীতির আঙিনা এখন দুষ্কৃতীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছে, যা প্রতি মুহূর্তে তাঁকে ক্ষুব্ধ ও হতাশ করছে। তবে রাজনীতিতে মদন মিত্রের এই 'বৈরাগ্য' বা ময়দান ছাড়ার সুর নতুন কিছু নয়। এর আগেও একাধিক বার রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার ধুয়ো তুলেছিলেন তিনি নিজেই।

হুমায়ুনের 'বিচারের ভার' রেজিনগরের গণদেবতার

...১ পাতার পর

বিজেপির সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। শেষ আশ্রয় ছিল তৃণমূল কংগ্রেস। আপনিও বিভাজনের রাজনীতি করে ধর্মীয় স্থানকে সামনে রেখে আপনি আপনার রাজনীতি করেছেন। বিধানসভায় উনি গিয়েছেন নওদা থেকে। এই পাঁচ মাসে নওদা থেকে একটা ইটও দিতে পারেননি। আগামী ৫৫ মাসও পারবেন না। ভোট দেবেন কেন?'' তাঁর দাবি, ''মানুষের মৃত্যুকামনা যাঁরা করেন, তাঁদের পতন অনিবার্য।'' পাঁচ মাস সরকারে এসে বিজেপির কাজের খতিয়ানও তুলে ধরেন শুভেন্দু অধিকারী। আবাস থেকে অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধার কথা তুলে ধরেন। রেজিনগরে উন্নয়নের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস, রেজিনগর শিল্প তালুক হবে। রেজিনগর মডেল বিধানসভা হবে। পরিযায়ী শ্রমিকদের ফিরিয়ে আনার বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। উল্লেখ্য, ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে দুই কেন্দ্র থেকে লড়েছিলেন হুমায়ুন কবীর। নওদা ও রেজিনগরের প্রার্থী হন আম জনতা উন্নয়ন পার্টি। দুই কেন্দ্র থেকেই জয়লাভ করেন হুমায়ুন। নিয়ম মেনে রেজিনগরের আসন ছেড়ে দেন হুমায়ুন। সেই আসনেই উপনির্বাচন হবে ৬ অক্টোবর। এদিন বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে গিয়ে বাম-কংগ্রেস-তৃণমূলের দীর্ঘদিনের ব্যর্থতার বিপরীতে বিজেপির পাঁচ মাসের (১৫০ দিন) শাসনকালের উন্নয়ন ও জনকল্যাণমুখী কাজের খতিয়ান তুলে ধরেন শুভেন্দু। বলেন, আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্পের মাধ্যমে রেজিনগর বিধানসভার ২ লক্ষ ১ হাজার ৫৫৫ জন নাগরিককে ৫ লক্ষ টাকার ক্যাশলেস চিকিৎসার আওতায় আনা হয়েছে। এর ফলে এলাকার ৪০ হাজার পরিযায়ী শ্রমিক দেশের যে কোনও প্রান্তে বিনামূল্যে উন্নত চিকিসা পাবেন। পাশাপাশি 'মুখ্যমন্ত্রীর স্বাস্থ্যবিমা' কার্ড তুলে দেওয়া হয়েছে আরও ৮, ৯০৮ জনের হাতে। এছাড়াও বিগত ১৫ বছরের স্বজনপোষণ কাটিয়ে চলতি অর্থবর্ষেই রেজিনগরের ১৭,০৫১ জন গৃহহীন ও কাঁচা বাড়ির মালিকের জন্য 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা'র পাকা বাড়ি পাওয়ার সুনির্দিষ্ট তালিকা চূড়ান্ত করেছে সরকার। বিরোধীদের 'বিজেপি সংখ্যালঘু বিরোধী' অপপ্রচারের কড়া জবাব দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, রেজিনগরের ৭০,০০০ মহিলা 'অন্নপূর্ণা যোজনা'র আওতায় সুবিধা পাচ্ছেন। এর মধ্যে ৩৫,০০০ জনই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বোন ও দিদি, যাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে নির্বাচনের আগেই সরাসরি ৩,০০০ টাকা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। দুর্গাপুজোর আগেই আরও বহু পরিবার এই সুবিধা পাবেন। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, রেজিনগর বিধানসভা এলাকায় বর্তমানে ৪৮,৩৬৯ জন প্রবীণ, বিধবা ও দিব্যাঙ্গ নাগরিক বর্ধিত হারে সরকারি ভাতার সুবিধা পাচ্ছেন।

মিড-ডে মিল নিয়ে এবার কড়া বার্তা দিলেন শিক্ষামন্ত্রী

...১ পাতার পর

অভিযোগ উঠে আসছে। যেমন-বরাদ্দ, রাঁধুনিদের বকেয়া টাকা ইত্যাদি। মিড-মিল নিয়ে ওঠা সব প্রশ্নের এবার উত্তর দিলেন মন্ত্রী দীপক বর্মণ। একইসঙ্গে যাতে মিড-ডে মিল নিয়ে আর কোনও সমস্যা না হয়, তা নিশ্চিত করতে কড়া বার্তা দিলেন তিনি। দীপক বর্মণের স্পষ্ট বার্তা, স্কুলগুলিতে যেন কোনওভাবেই মিড-ডে মিল বন্ধ না হয়। তার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ করা হয়েছে স্কুল শিক্ষা দফতরের তরফে। মিড ডে মিলের জন্য নভেম্বর পর্যন্ত স্কুলে স্কুলে পৌঁছে গিয়েছে টাকা। এছাড়া, রাঁধুনিদের বকেয়া টাকা দ্রুত মেটানোরও আশ্বাস দিয়েছেন মন্ত্রী। দীপক বর্মণ জানিয়েছেন, পুজোর আগেই সব বকেয়া মিটিয়ে দেওয়া হবে। তিনি আরও জানিয়েছেন, সব মিলিয়ে ৯০০ কোটির বেশি বরাদ্দ করেছে স্কুল শিক্ষা দফতর। স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মণ বলেন, ''আমাদের পিএম পোষণ যে প্রকল্পটি আছে, সেই প্রকল্পটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। আমার হাতে যা তথ্য রয়েছে, তাতে নভেম্বর পর্যন্ত বিদ্যালয়ের রাঁধুনিদের যে অর্থের প্রয়োজন, তা দেওয়ার জন্য সেই অর্থ আমরা বরাদ্দ করেছি। সেটা হল ৪২৪ কোটি টাকা। রান্নার যে খরচ রয়েছে তা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত করে দেওয়া হয়েছে। তা হল ৫৭৩ কোটি টাকা। সর্বসাকুল্যে ৯৯৭ কোটি টাকা আমাদের দফতর থেকে দেওয়া হয়েছে। তাতে অক্টোবর পর্যন্ত সমস্যা হওয়ার কথা নয়।''

'মেজোরিটি দিয়ে পাস হয়নি'

...১ পাতার পর

হাতে তুলে নিতে পারেন না।'' তিনি আরও বলেন, ''লোকসভা আর রাজ্যসভা থেকে সেইসময় ১৪৭ জন সাংসদকে বহিস্কার করা হয়েছিল। সেই সময়ই ওই বিল পাশ হয়। জোর করে বিল পাশ করানো হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে ওই বিল পাস হয়নি। গণতন্ত্রকে শেষ করতে বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করছেন।'' এসআইআর ইস্যুতে যে শুরু থেকেই সরব ছিলেন তিনি, সে কথা এদিন আরও একবার মনে করিয়ে দেন মমতা। তিনি বলেন, ''আমরা আদালতেও গিয়েছি। কমিশনে গিয়েছি। কোথাও বিচার মেলেনি। আমাদের বেইজ্জতি করেছে। আমার দলের নেতাদের বলেছে গেট লস্ট। কী ভাবে এমনটা বলতে পারে।'' তিনি আরও উল্লেখ করেন, বাংলার বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যপালও বদলে দেওয়া হয়েছিল। যিনি রাজ্যপাল ছিলেন, তাঁর ৫ বছর শেষ হওয়ার আগেই তাঁকে বের করে দেওয়া হয়। তাঁর দাবি, বিহারে কংগ্রেস, আরজেডি যখন এসআইআর বুঝেছে, তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। ইভিএম মেশিনে আগুন লাগানোর অভিযোগ তুলে এদিন জেলা ধরে ধরে তথ্য প্রকাশ করেন মমতা। হিসেব কষে বুঝিয়ে দেন এসআইআরে কত নাম বাদ পড়েছে। কলকাতা ছাড়াও বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলির মতো একাধিক জেলার তথ্য দেন মমতা। মমতা বলেন, ''অনেক নির্বাচন কমিশনার দেখেছি। এরকম কোনোদিন দেখিনি। যা দেখেছি, তা দেখানোর জন্যই নথি নিয়ে এসেছি।'' সব গণনাকেন্দ্রের সিসিটিভি ফুটেজ দেখার দাবিও জানান তিনি। উল্লেখ্য, কমিশনারের রক্ষাকবচ সম্প্রতি প্রশ্ন তুলেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি।

আরজি কর তদন্তে পুলিশের দরকার নেই, যা করবে সিবিআই

...১ পাতার পর

শিয়ালদা আদালতে স্থানান্তরিত করতে হবে। যেহেতু মূল ধর্ষণ ও খুনের মামলার বিচার প্রক্রিয়া শিয়ালদহ আদালতেই চলছে, তাই সমান্তরালভাবে অন্য কোনও তদন্ত চলতে পারে না বলে রায় দিয়েছে আদালত। উল্লেখ্য, দুই বছর আগে ৯ আগস্ট আরজি কর হাসপাতালের সেমিনার রুম থেকে তরুণী চিকিৎসকের দেহ উদ্ধারের পর থেকেই প্রমাণ লোপাট ও তড়িঘড়ি সকার নিয়ে সরব হয়েছিল পরিবার। পরবর্তীতে নির্যাতিতার বাবার করা অভিযোগের ভিত্তিতে উত্তর ২৪ পরগনার খড়দা থানায় একটি নতুন মামলা দায়ের হয়। তবে হাইকোর্টের এদিনের এই ঐতিহাসিক রায়ের ফলে রাজ্য পুলিশের হাত থেকে সম্পূর্ণভাবে কেড়ে নেওয়া হল সেই মামলার তদন্তের নিয়ন্ত্রণ।

শরীর থেকে ছিঁড়ে পড়ছিল হাত, মাথায় গভীর ক্ষত! ২৪ ঘণ্টা পর কেমন আছেন ভারতীয় পাইলট?

সংবাদ সংস্থা, রিয়াধ, ১ অক্টোবরঃ মাঝ আকাশে এক ভয়াবহ বিপর্যয়! ওমানি কো-পাইলটের ছুরির হামলায় গুরুতর জখম হয়েও উপস্থিত বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে যাত্রীদের প্রাণ বাঁচিয়েছেন ভারতীয় পাইলট স্মিত মচ্ছার। প্লেন ক্র্যাশ করানোর জন্য কো-পাইলট তাঁর উপর ছুরি দিয়ে আঘাত করে, রক্তাক্ত অবস্থায়, জ্ঞান হারানোর মুহূর্তে ককপিটের দরজা খুলে দেন তিনি। ১৭৪ জনকে নতুন জীবন দেওয়া সেই 'হিরো' এখন আইসিইউ-তে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। বুধবার বিমানে দুই পাইলট সংঘর্ষে জড়ালে, সেই সময়ে ধস্তাধস্তির কারণে 'হাইজ্যাক' সংকেত চলে যায় যাত্রীদের কাছে। স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়। তবে ককপিটের দরজা খুলে যাওয়ার পর, চিৎকারের আওয়াজ পেয়ে যাত্রী আসনে থাকা দু'জন অফ ডিউটি পাইলট এবং একজন ডেন্টিস্ট ককপিটের ভিতরে ঢোকেন। পেশায় ডেন্টিস্ট মুসায়েভ শোতা সেই শিউরে ওঠার মতো মুহূর্তের বিবরণ দিয়েছেন। তিনি জানান, অস্বাভাবিক পরিস্থিতি দেখে তিনি ও অন্য তিন যাত্রী ককপিটের দিকে ছুটে যান। ততক্ষণে ভিতরে তাণ্ডব চালিয়েছেন ওমানি সহ-পাইলট। যাত্রীরা দ্রুত ককপিটে ঢুকে সেই হামলাকারীকে কাবু করে বাঁধেন। দরজা খোলার পর দেখা যায় এক নারকীয় দৃশ্য। পুরো ককপিট রক্তে ভেসে যাচ্ছিল। মাথার

পাশাপাশি স্মিত মচ্ছারের দুই হাত এমনভাবে কোপানো হয়েছিল যে, হাত দুটো যেন শরীর থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। মাথা ও হাত থেকে অনবরত গলগল করে রক্ত বের হচ্ছিল। বিমানে উপস্থিত একমাত্র চিকিৎসক হিসেবে মুসায়েভ দ্রুত স্মিতের প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করেন এবং কোনওমতে রক্তক্ষরণ বন্ধ করার চেষ্টা করেন। অসহ্য ব্যথায় মেঝেতে পড়ে থেকে নিজের রক্তের ভেজানো বিছানাতেই ক্রমাগত প্রার্থনা করছিলেন ৩৯ বছর বয়সী দুই সন্তানের বাবা স্মিত মচ্ছার। মুসায়েভকে তিনি বলেছেন, সহ-পাইলট তাঁকে মারাত্মক গালিগালাজ করে এই হামলা চালিয়েছে। চরম রক্তক্ষরণের কারণে বারবার অচৈতন্য হওয়ার মতো অবস্থা হলেও অবতরণের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেন এবং লড়াই চালিয়ে যান। অবশেষে বিমানটি সৌদি আরবের তাবুক বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করে। সেখানকার স্থানীয় মেডিক্যাল টিম দ্রুত স্মিত মচ্ছারকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। রিয়াদে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস এবং জেদ্দার কনস্যুলেট জেনারেল জানিয়েছে, তাবুক শহরের এক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ওই বীর পাইলট। আপাতত তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল এবং তিনি বিপদমুক্ত বলে প্রাথমিক রিপোর্টে জানা গিয়েছে। ভারতীয় মিশন নিয়মিত স্মিত মচ্ছারের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে এবং সব ধরনের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছে।

এবার জ্ঞানেশকে 'ভারতরত্ন' দেওয়ার দাবি এনসিপিআই-এর, চিঠি প্রধানমন্ত্রীকে

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১ অক্টোবরঃ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে ভারতরত্ন দেওয়া হোক। দাবি তুলল এনসিপিআই। সম্প্রতি, জ্ঞানেশ কুমারকে পদ্মভূষণ দেওয়া উচি বলে মন্তব্য করেছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। এবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে ভারতরত্ন দেওয়ার দাবি তুলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখল এনসিপিআই। প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছেন এনসিপিআই-এর প্রেসিডেন্ট জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়। চিঠিতে তাঁর আবেদন, স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ ভোট করার জন্য দেশের সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া হোক জ্ঞানেশকে। একইসঙ্গে সফলভাবে এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার কথাও উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছে এনসিপিআই। প্রধানমন্ত্রীকে আবেদন জানিয়ে চিঠিতে লেখা হয়েছে, ''ভারতের ছাড়াই সম্পন্ন হয়েছে। ভোটার তালিকা স্বচ্ছ ও নির্ভুল রাখতে নির্বাচন কমিশন এসআইআর প্রক্রিয়া চালিয়েছে বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে মৃত ভোটার এবং যাঁরা অন্যত্র চলে গিয়েছেন তাঁদের নাম চিহ্নিত করার পাশাপাশি প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করার চেষ্টা হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। এর ফলে ভোটার তালিকার বিশ্বাসযোগ্যতা ও স্বচ্ছতা আরও বেড়েছে বলেও চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। আরও একটি কারণ হল 'অবাধ ও সুষ্ঠু' ভারতীয় গণতন্ত্রের ভাবনা রক্ষা। চিঠিতে বলা হয়েছে, 'অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সংবিধানের অন্যতম ভিত্তি। নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা বজায় রেখে জ্ঞানেশ কুমার দেশের কোটি কোটি মানুষের নির্বাচন ব্যবস্থার উপর আস্থা আরও শক্তিশালী করেছেন।' দেশজুড়ে জ্ঞানেশ

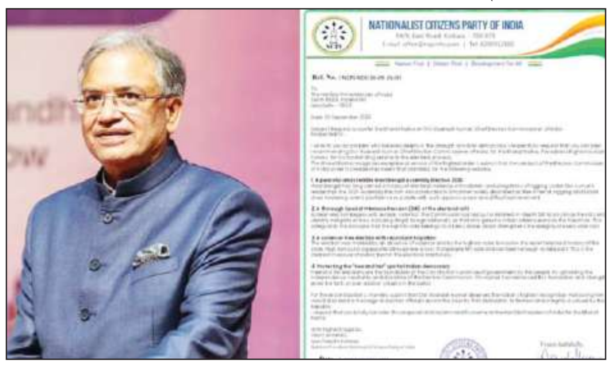

গণতন্ত্রে নাগরিকদের কণ্ঠস্বর গভীরভাবে প্রতিধ্বনিত হয়। সেই গণতান্ত্রিক চেতনাকে সম্মান জানিয়ে ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে দেশের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান 'ভারতরত্ন' দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য আপনার কাছে আবেদন জানাচ্ছি। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় তাঁর অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবেই এই সম্মান দেওয়ার আবেদন করা হচ্ছে।'' কী কী কারণে এই সম্মান দেওয়া উচিত, তাও উল্লেখ করা হয়েছে। একটা হল, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করা। চিঠিতে দাবি করা হয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সঙ্গে হিংসা, ভয়ভীতি ও রিগিংয়ের অভিযোগ জড়িয়ে ছিল। জ্ঞানেশ কুমারের নেতৃত্বে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন ভয়, রিগিং এবং রক্তপাত বিতর্কের মাঝে শমীক ভট্টাচার্য বলেছিলেন, ''পশ্চিমবঙ্গে যে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে, তার কৃতিত্ব জ্ঞানেশ কুমারের।'' বিজেপির রাজ্য সভাপতি বলেন, ''একজন পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসেবে বলতে পারি ভোট পূর্ববর্তী, ভোট চলাকালীন, ভোট পরবর্তী হিংসা থেকে যিনি পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচিয়েছেন এবং পশ্চিমবঙ্গের মানুষ পাঁচ বছর পর যে নির্বাচন দেখেছেন, যেখানে মৃত ভোটারদের নাম বাদ দিয়ে, ভুয়ো ভোটারদের নাম বাদ দিয়ে মানুষকে ভয়মুক্ত করে, তাঁর ভোটাধিকার ফিরিয়ে দিয়েছেন যিনি, তিনি জ্ঞানেশ কুমার। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন চেয়েছিলেন। ভোট দিতে চেয়েছিলেন। ত্রুটিমুক্ত ভোটার লিস্ট চেয়েছিলেন। সেটা যিনি করে দেখিয়েছেন তিনি জ্ঞানেশ কুমার। কমপক্ষে পদ্মভূষণ দেওয়া উচিত।''

গুণগত মানের পরীক্ষায় ফেল!

৩৬টি ওষুধের বিক্রি বন্ধের নির্দেশ রাজ্যকে, তালিকায় জ্বর-ব্যথার ওষুধ

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১ অক্টোবরঃ গুণগত মান খারাপ! রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোলকে একাধিক ওষুধ বন্ধের নির্দেশ দিল কেন্দ্রীয় ড্রাগ কন্ট্রোল। নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে, ৩৬টি নির্দিষ্ট ব্যাচ নম্বরের ওষুধ অবিলম্বে বিক্রি বন্ধ করতে হবে। এমনকি বাজারে ছড়িয়ে থাকলে সেগুলিও শীঘ্রই তুলে নিতে হবে। জানা গিয়েছে, নিষিদ্ধ ওষুধের তালিকায় রয়েছে জ্বর, ব্যথা, অ্যাসিডিটি, ডায়েরিয়া, ইনফেকশনের মতো ওষুধ। এছাড়াও, ভিটামিন, কাফ সিরাপও বিক্রি বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোলের তরফেও সমস্ত পাইকারি ও খুচরো ওষুধ বিক্রেতাদের নির্দেশ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সূত্রে খবর, গুণগত মান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি ডায়াবেটিসের একাধিক প্রচলিত ওষুধ। তালিকায় রয়েছে বদহজম-অ্যাসিডিটির ওষুধ, তিন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্টিবায়োটিক এবং বেশ কিছু জরুরি ভিটামিন। একইসঙ্গে অ্যাজমা, অ্যালার্জির চিকিৎসায় ব্যবহৃত কয়েকটি ওষুধ ও ইনজেকশনও পরীক্ষায় ফেল করেছে। অ্যাসিডিটি বা হজমের সমস্যা হলেই মুঠো মুঠো অ্যান্টাসিড খাওয়ার অভ্যাস আছে? তা হলে সাবধান। কারণ, অসুখ সারাতে যে ওষুধ খাচ্ছেন, তার গুণমান নিয়েই উঠেছে প্রশ্ন। রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগের পরীক্ষায় নিম্নমানের ৫টি ওষুধের হদিশ মিলেছে। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি ওষুধ অ্যাসিডিটি, পেটের সমস্যা এবং পেটের ঘায়ের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়। পেটের সমস্যা এখন কমবেশি ঘরে ঘরে। সেই সঙ্গে বেড়েছে এই ধরনের ওষুধের ব্যবহারও। সম্প্রতি রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে ওষুধের নমুনা সংগ্রহ করে গুণমান পরীক্ষা চালায় ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগ। সেই পরীক্ষাতেই পাঁচটি ওষুধ নির্ধারিত মান পূরণ করতে পারেনি বলে রিপোর্টে উঠে এসেছে। ফলে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া নিজের ইচ্ছেমতো অ্যাসিডিটি বা পেটের সমস্যার ওষুধ খাওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। নিম্নমানের ওষুধে রোগ সারার বদলে উল্টে সমস্যা বাড়তে পারে বলেই উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

CHANGE OF NAME

OLD NAME DEBJANI LAHIRI W/O RAJIB LAHIRI R/O MAHISHAL PARA LANE, ANANDAMOYEE TALA, P. O KRISHNANAGAR, P.S KOTWALI, DIST NADIA, PIN 741101, DO HERE BY DECLARE THAT I HAVE CHANGED MY NAME DEBJANI LAHIRI TO DEBJANI LAHIRI MUKHERJEE AND HENCEFORTH I SHALL BE KNOWN AS DEBJANI LAHIRI MUKHERJEE IN ALL PURPOSE. VIDE AFFIDAVIT NO. 15604 SWORN BEFORE EXECUTIVE MAGISTRATE COURT KRISHNANAGAR ON 03-09-2026 DEBJANI LAHIRI MUKHERJEE AND DEBJANI LAHIRI BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

CHANGE OF NAME

I, BANDANA GHOSH ROY w/o Saikat Roy residing at Vill-Kada,P.O. Akandakeshari, P.S. Rajarhat, Dist.-North 24 Parganas, West Bangal-700 135, do hereby solemnly affirm & declare that my actual name is BANDANA GHOSH ROY instead of BANDANA GHOSH which is wrongly recorded in my daughter's birth certificate no. B/2024/ 0853784 issued by Bidhannagar Municipal corporation, vide an affidavit sworn before the LD. 1st class Judicial Magistrate at Calcutta no. 31876 dates on 14.09.2026. BANDANA GHOSH ROY and BANDANA GHOSH both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, SADAF SUFIYAN D/O Late Mohammad Sufiyan Alam resident of 54 No. Sheesha Gali, Rabindra Sarani, Poddar Court, VTC & P.O: Chittaranjan Avenue, Kolkata, Pin-700073 WB. do hereby solemnly affirm & declare my father's actual name Mohammad Sufiyan Alam instead of S MD SUFIYAN ALAM, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kolkata on 01/10/2026. Mohammad Sufiyan Alam and S MD SUFIYAN ALAM both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Samina Begam (oldname), D/O Forkan Sekh, resident of Vill+PO: Barua Gopalpur, PS: Murarai, Dist: Birbhum, wb do hereby declared that I have changed my name from Samina Begam (old name) to Samima Bibi (correct name) and henceforth I shall be known as Samima Bibi in all purpose, vide affidavit No 908, sworn before the Judicial Magistrate, 3rd Court at Rampurhat on 21.09.2026 Samima Bibi and Samina Begam both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Shamima Sekh (old name) W/O Md. Ichha (Old Name) resident of T-311, Panch Para Lane, Barwaritala Main Road, Bartala, Kolkata-700018 wWB do hereby declared that I have changed my & my husband's name from Shamima Sekh (old name) W/O Md. Ichha (Old Name) to SHAHINARA (correct name) W/o Isha(Correct Name) and henceforth we will be known as SHAHINARA (correct name) W/o Isha(Correct Name) in all purpose, vide affidavit No 40839 sworn before the Ld Judicial Magistrate at Alipore on 29.09.2026. Shamima Sekh (old name) W/O Md. Ichha (Old Name) and SHAHINARA (correct name) W/o Isha(Correct Name) all are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি, Abdul Shukur, S/O Late Abdus Sattar Miya, গ্রামঃ শোঁতশাল, পোঃ মকদমনগর, থানাঃ মহম্মদ বাজার, বীরভূম ৭৩১২১৬ পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। Abdul Shukur আমার সঠিক নাম। কিন্তু পাসপোর্টে আমার নাম Abdul Sukur লেখা আছে। আমার বাবার সঠিক নাম Abdus Sattar Miya. কিন্তু আমার পাসপোর্টে বাবার নাম Abdul Sattar লেখা আছে। আমার মায়ের সঠিক নাম Shaharbanu Bibi. কিন্তু আমার পাসপোর্টে মায়ের নাম Sohara Bibi লেখা আছে। ১৯.০৫.২০২৬ তারিখ সিউড়ি এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের ৯৪২৯ নম্বর এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি আমি Abdul Shukur Abdul Sukur, S/O late Abdus Sattar Miya and আমার বাবা Abdus Sattar Miya Abdul Sattar, S/O late Soyed Muktar Ali and আমার মা Shaharbanu Bibi Sohara Bibi, W/O late Abdus Sattar Miya এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

'স্বচ্ছতা হি সেবা ২০২৬' অভিযানের অধীনে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জুড়ে ব্যাপক শ্রমদান ও বৃক্ষরোপণ কার্যসূচি গ্রহণ

মালিগাঁও, ১ অক্টোবর ঃ 'স্বচ্ছতা হি সেবা ২০২৬' অভিযানের অংশ হিসেবে, ১ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জুড়ে একটি ব্যাপক 'শ্রমদান' কর্মসূচি আয়োজন করা হয়, যেখানে আধিকারিক ও কর্মচারীরা উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করেন। এই পদক্ষেপের লক্ষ্য হলো রেলওয়ে চত্বরে স্বচ্ছতা, পরিবেশগত দায়বদ্ধতা ও জনঅংশগ্রহণের সংস্কৃতি মজবুত করা। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পাঁচটি ডিভিশন- কাটিহার, আলিপুরদুয়ার, রঙিয়া, লামডিং এবং তিনসুকিয়া- রেলওয়ে স্টেশন, কার্যালয় এবং রেলওয়ে আবাসন চত্বরে ব্যাপক স্বচ্ছতা অভিযান ও সচেতনতামূলক কার্যসূচি আয়োজন করেছে। বরিষ্ঠ আধিকারিক ও কর্মচারীরা শ্রমদান, শপথ গ্রহণ এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন স্থানে বৃক্ষরোপণ কার্যসূচিরও আয়োজন করা হয়, যা এই প্রচারাভিযানে একটি পরিবেশগত মাত্রা প্রদান করার পাশাপাশি রেলওয়ের আশপাশের এলাকাকে আরও সবুজ ও পরিচ্ছন্ন করে গড়ে তুলতে উৎসাহিত করে। যাত্রী ও সাধারণ জনগণকেও এই অভিযানে অংশ নিতে এবং রেলওয়ে চত্বর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত রাখতে অবদান রাখার জন্য উৎসাহিত করা হয়। সচেতনতামূলক কার্যক্রম ও জনসম্পৃক্ততার মাধ্যমে এই প্রচারাভিযানটি এই বার্তাটিকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছে যে, পরিচ্ছন্নতা একটি যৌথ দায়িত্ব এবং কেবল সম্মিলিত অংশগ্রহণের মাধ্যমেই তা বজায় রাখা সম্ভব। গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয় ও গুয়াহাটি স্টেশনের আধিকারিক ও কর্মচারীরা গণ-শ্রমদান কার্যসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। রেলওয়ে বোর্ডের প্রিন্সিপাল এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর (রোলিং স্টক) এই স্বচ্ছতা অভিযানে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আধিকারিক ও রেলকর্মীদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। এই অভিযানে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয় আধিকারিক ও কর্মীরা সম্মিলিতভাবে 'শ্রমদান'-এ অংশ নেন এবং স্টেশনে পরিচ্ছন্নতা ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা মজবুত করার ক্ষেত্রে অবদান রাখেন। পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি পরিবেশগত স্থায়িত্বের বার্তা দেওয়ার লক্ষ্যে একটি বৃক্ষরোপণ কার্যসূচিও গ্রহণ করা হয়। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নির্মাণ সংস্থাও 'স্বচ্ছতা হি সেবা ২০২৬' অভিযানে অংশগ্রহণ করেছে। নির্মাণ সংস্থার আওতাধীন বিভিন্ন কার্যালয় ও প্রকল্প এলাকায় গণ-শ্রমদান, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বৃক্ষরোপণ কার্যসূচির আয়োজন করা হয় যেখানে আধিকারিক ও কর্মচারীরা স্বচ্ছ, সবুজ ও স্থায়ী রেলওয়ে পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সক্রিয়ভাবে অবদান রাখেন। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জুড়ে পরিচালিত পদক্ষেপগুলি স্বচ্ছতা, পরিবেশগত স্থায়িত্ব, জনসচেতনতা এবং সামাজিক অংশগ্রহণের প্রতি রেলওয়ে পরিবারের অঙ্গীকারকে পুনর্ব্যক্ত করেছে। এই প্রচার অভিযান রেলওয়ে আধিকারিক, কর্মচারী, যাত্রী এবং জনসাধারণকে সক্রিয়ভাবে অবদান রাখতে এবং 'স্বচ্ছতা, সেবা ও যৌথ দায়বদ্ধতা'-র চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে উৎসাহিত করেছে এর ফলে 'স্বচ্ছতা হি সেবা' অভিযানের প্রতি বৃহত্তর জনসচেতনতা ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ড্রোনে কীটনাশক ছড়ানো, মশারি বিলি ও স্বাস্থ্য শিবির-পুজোর আগে তৎপর প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ১ অক্টোবর ঃ পুজোর মুখে হুগলি জেলায় বাড়ছে ডেঙ্গু উদ্বেগ। বৃহস্পতিবার জেলা স্বাস্থ্য দফতরের হিসাব অনুযায়ী, বর্তমানে জেলায় প্রায় ৫২০ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত। এর মধ্যে পোলবা-দাদপুর ব্লকের মহানাদ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পরিস্থিতি তুলনামূলকভাবে উদ্বেগজনক। সরকারি হিসাবে মহানাদে এখনও পর্যন্ত ৩৩ জন ডেঙ্গু আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। যদিও স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, আক্রান্তের প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে। অনেকেই জ্বর ও ডেঙ্গুর উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনায় মহানাদে বিশেষ স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। জ্বর দীর্ঘস্থায়ী হলে রক্ত পরীক্ষা করানোর পাশাপাশি ডেঙ্গুর উপসর্গ দেখা দিলে দ্রুত হাসপাতালে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি এলাকায় মশারি বিতরণ এবং সাধারণ মানুষকে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতন করার কাজও চলছে। বৃহস্পতিবার মহানাদ এলাকায় পৌঁছান পোলবা-দাদপুর ব্লকের বিডিও-সহ প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা। ডেঙ্গুর বাহক মশার লার্ভার সন্ধানে এলাকায় সমীক্ষা চালানোর পাশাপাশি ড্রোন উড়িয়ে কীটনাশক ছড়ানো হয়। বিশেষ করে যেসব জায়গায় প্রশাসনের কর্মীদের সরাসরি পৌঁছানো কঠিন, সেখানেও ড্রোনের মাধ্যমে কীটনাশক ছড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। পোলবা- দাদপুরের বিডিও সুব্রিতি দাস জানান, মহানাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের আরমালা ও নগরপাড়া- এই দুই এলাকায় ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যাচ্ছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্লক প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। স্কুলে সচেতনতা শিবির, পাড়ায় পাড়ায় বৈঠক এবং নিয়মিত নজরদারি চালানো হচ্ছে। কোথাও যাতে জল জমে না থাকে, সে বিষয়ে বাসিন্দাদের সতর্ক করা হচ্ছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ডেঙ্গু যাতে বড় আকার ধারণ করতে না পারে, সে জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। বাড়ির আশপাশে জমে থাকা জল ও জঙ্গল দ্রুত পরিষ্কার করার পাশাপাশি জল জমিয়ে না রাখার জন্য বাসিন্দাদের বারবার সতর্ক করা হচ্ছে। পুজোর আগে ডেঙ্গু মোকাবিলায় মহানাদে প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তরের এই তৎপরতা অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়েছে।

NOTICE INVITING TENDER
SNIT No.: WBIW/SE/SWMEC/SNIT-04/2026-27

SNIT invited by the Superintending Engineer, South West Mechanical & Electrical Circle, Durgapur-02 for 01. Renovation of Internal wiring including replacement of electrical luminaries of Mayurakshi Bhawan in connection with HCM of WB visit at Mayurakshi Bhawan, Massanjore, Dumka under I&WD, Govt of West Bengal 02. SITC of Air-conditioning Machine, LED display unit and CCTV surveillance including LAN in connection with HCM of WB visit at Mayurakshi Bhawan, Massanjore, Dumka under I&WD, Govt of West Bengal. 03. "Renovation of Electrical Installation including replacement of damage power cable, outdoor type garden light fittings etc in connection with HCM visit at Mayurakshi Bhawan, Massanjore, Dumka under I&WD Govt of West Bengal." Last date of application **08.10.2026 up to 17:00 Hrs & Dropping 09.10.2026 up to 11:00 Hrs.** The other details may be seen from the web site **https://www.iwd.wb.gov.in** and also from office of the undersigned on any working days.

Sd/-Superintending Engineer,
South West Mechanical & Electrical Circle
Durgapur-02, Paschim Bardhaman

NIQ, Govt. of West Bengal

Quotation is here by invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD, Room No 115, 1st Floor DF Block Purta Bhavan Sector-I, Saltlake, Kolkata-700091 from eligible contractor for the following work:
Name of Work: 1 "Temporary IT Infrastructural Works in connection with Seva Sankalp Abhiyan programme Seva Jyoti Kalash Yatra at Rabindra Bhaban, Chinsurah, Hooghly."
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION No:WBPWD/EE/BIT/NIQ-102 of 2026- 27
Last date of submission of Quotation: 05.10.2026 up to 11:00 AM. Corrigendum or Addendum if issued will be published only on the website. **(https://www.pwdwb.in)**

Sd/-
EE,
Bidhannagar IT Division, PWD

বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ **RNY-EL-T-12-2026-27, তারিখঃ 28-09-2026**। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নংঃ** RNY-EL-T-12-2026-27; **কাজের নামঃ (১)** হারমতিতেঃ (i) হাই লেভেল প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এর সম্প্রসারণের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। (ii) মিডিয়াম লেভেল প্ল্যাটফর্ম নং. ২ এবং ৩ কে হাই লেভেল প্ল্যাটফর্মে উন্নীতকরণ ও সম্প্রসারণ করা। **(২)** গহপুরেঃ (i) হাই লেভেল প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এর সম্প্রসারণের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। (ii) মিডিয়াম লেভেল প্ল্যাটফর্ম নং. ২কে হাই লেভেল প্ল্যাটফর্মে উন্নীতকরণ ও সম্প্রসারণ করা। **(৩)** বিশ্বনাথ চারিয়ালিতেঃ- মিডিয়াম লেভেল প্ল্যাটফর্ম নং ২-কে হাই লেভেল প্ল্যাটফর্মে উন্নীতকরণ ও সম্প্রসারণ করার সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ১,৩৪,৩১,০১৮.১১ টাকা; **বায়নার ধনঃ** ২,৬৮,৬০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ২৩-১০-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in -এ পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

মেয়াদ-ফুরোনো ওষুধ, নথিতে গরমিল! ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগের অভিযান বর্ধমানের ওষুধের দোকানে

সুজিত দত্ত, বর্ধমান,১ অক্টোবর ঃ প্রেসক্রিপশন ছাড়া ওষুধ বিক্রি হচ্ছে কি না, 'শিডিউল এইচ' ও 'এইচ-১' রেজিস্টার ঠিকঠাক রাখা হচ্ছে কি না, ওষুধের প্যাকেটের ব্যাচ নম্বর বিলের সঙ্গে মিলছে কি না-সহ বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বর্ধমান শহরের বিভিন্ন ওষুধের দোকানে অভিযান চালাল ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগ। অভিযানে সঙ্গে ছিল বর্ধমান থানার পুলিশ। বিসি রোড থেকে জিটি রোড পর্যন্ত একাধিক ওষুধের দোকানে তল্লাশি চালানো হয়। একই সঙ্গে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার বিভিন্ন এলাকাতেও অভিযান চলে। ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিকস অ্যাক্ট মেনে ওষুধ বিক্রি হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখেন আধিকারিকেরা। ড্রাগ কন্ট্রোল সূত্রে জানা গেছে, বর্ধমানের 'সোমা ব্রাদার্স' নামে একটি দোকানে মেয়াদোত্তীর্ণ ট্রেড লাইসেন্স এবং ক্রয়-বিক্রয়ের নথিতে গরমিল ধরা পড়ে। অন্যদিকে, 'মেডিসিন হাউস' নামে একটি দোকানে ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিকস অ্যাক্টের কয়েকটি নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ সামনে আসে। ওই দোকান থেকে বিক্রির জন্য রাখা কিছু মেয়াদ-ফুরোনো ওষুধের পাশাপাশি একটি মেয়াদোত্তীর্ণ স্কিন ক্রিমও উদ্ধার হয়েছে বলে জানান আধিকারিকেরা। পূর্ব বর্ধমানের ড্রাগ কন্ট্রোল ইন্সপেক্টর আব্দুল ওদুদ বলেন, 'অভিযানে পাওয়া সমস্ত অনিয়মের তথ্য দফতরে জমা দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট দোকানগুলিকে দু'-এক দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিতে বলা হয়েছে। তা না পারলে শোকজ করা হবে। পরে ব্যক্তিগত শুনানি হবে। সন্তোষজনক উত্তর না মিললে লাইসেন্স বাতিল বা প্রত্যাখ্যান করার প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে।'' ড্রাগ কন্ট্রোলের নজরে রয়েছে নেশাজাতীয় ওষুধের বেআইনি ব্যবহারও। ওদুদের দাবি, রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ট্যাপেনটাডলের মতো ওষুধের অপব্যবহারের খবর এসেছে। বর্ধমান শহরে এমন ওষুধ বেআইনি ভাবে মজুত বা বিক্রি হচ্ছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ওদুদ বলেন, 'এটি কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযান নয়। মূলত সচেতনতা এবং নিয়ম মেনে ওষুধ বিক্রি হচ্ছে কি না, তা দেখতেই এই তদারকি। অভিযান ধারাবাহিকভাবে চলবে।'' নিয়ম অনুযায়ী, খুচরো ওষুধ বিক্রেতাকে লাইসেন্সপ্রাপ্ত দোকান বা প্রস্তুতকারকের কাছ থেকেই ওষুধ কিনতে হয়। নির্দিষ্ট কিছু ওষুধ প্রেসক্রিপশন ছাড়া বিক্রির ক্ষেত্রেও রয়েছে বিধিনিষেধ। এই দিনের অভিযানে দোকানগুলির বিল, রেজিস্টার এবং অন্যান্য নথি পরীক্ষা করা হয়। কয়েকটি দোকানে 'শিডিউল এইচ-১'-এর নিয়ম যথাযথভাবে মানা হচ্ছে না বলেও প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে।

গ্রাম সভার মাধ্যমে কর্মসূচির সূচনা

কলকাতা,১ অক্টোবর ঃ গ্রামীণ মানুষের কাছে জলবিভাজিকা উন্নয়নের বিভিন্ন সংস্কার মূলক উদ্যোগকে আরও নিবিড়ভাবে পৌঁছে দিতে ভারত সরকারের সহযোগিতায় রাজ্য সরকার সংস্কার উৎসবের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। রাজ্যের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় আজ থেকে গ্রাম সভার মাধ্যমে এই কর্মসূচির সূচনা হবে বলে আজ নবান্ন থেকে জারি করা এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। রাজ্যে জলবিভাজিকা উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সাতাশটি জলবিভাজিকা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতাভুক্ত প্রায় ১২৬ টি গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রচার করা হবে। পরবর্তীতে জেলা ও প্রকল্প স্তরে ২৫ টি সংস্কার উৎসব আয়োজনের প্রস্তাব রয়েছে বলে সরকারিভাবে জানানো হয়েছে। রাজ্যে এখনও পর্যন্ত এক লক্ষ ২৯ হাজার ২০০ হেক্টর জমি জলবিভাজিকা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় এসেছে। এর ফলে প্রায় ২ লক্ষ ২৯ হাজার ৪১৮ জন প্রান্তিক কৃষক ও কৃষিজীবী মানুষ উপকৃত হয়েছেন। ভূমি ও জল সংরক্ষণমূলক কাজ দ্রুত করার জন্য জলবিভাজিকা উন্নয়ন প্রকল্পের মেয়াদ ৭ বছর থেকে কমিয়ে পাঁচ বছর করা হয়েছে। পাশাপাশি পাহাড়ি ও দুর্গম এলাকায় হেক্টর প্রতি বরাদ্দ ১৫ হাজার টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২৮ হাজার টাকা করা হয়েছে বলে জানান হয়েছে।

পাঁচিল ভেঙে দুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ১ অক্টোবর ঃ হাওড়ার অঙ্কুরহাটিতে শোরুমের পাঁচিল ভেঙে দুর্ঘটনা, তদন্তে ডোমজুড় থানার পুলিশ। হাওড়ার অঙ্কুরহাটির শীতলাতলায় একটি মোটরবাইক শোরুমের পাঁচিল ভেঙে পড়ায় বৃহস্পতিবার উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ভাঙা পাঁচিলের নিচে একাধিক বাইক চাপা পড়ে বলে দাবি স্থানীয়দের। তবে, পাঁচিলের নিচে কেউ আটকে পড়েছেন কিনা, তা নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ডোমজুড় থানার পুলিশ। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে পাঁচিলটি বেহাল অবস্থায় থাকলেও শোরুম কর্তৃপক্ষ কোনও ব্যবস্থা নেননি। পঞ্চায়েত ও বিডিও দফতরেও অভিযোগ জানানো হয়েছিল বলে দাবি তাঁদের। ঘটনার ক্ষয়ক্ষতি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বেড়েছে জিএসটি

কলকাতা, ১ অক্টোবর ঃ রাজ্যে গত বছরের তুলনায় সেপ্টেম্বরে জিএসটি আদায় বেড়েছে ৬ শতাংশ। তবে এই বৃদ্ধির হার সর্বভারতীয় গড়ের তুলনায় কম। কেন্দ্রের প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে পশ্চিমবঙ্গে অভ্যন্তরীণ জিএসটি আদায় হয়েছে ৫,৫৪৯ কোটি টাকা, যা গত বছরের একই মাসে ছিল ৫,২২৯ কোটি টাকা। অন্যদিকে, সারা দেশে সেপ্টেম্বরে অভ্যন্তরীণ জিএসটি আদায় বেড়েছে ১০ শতাংশ। একই সময়ে মোট গ্রস জিএসটি সংগ্রহ ১৪.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২ লক্ষ ৩ হাজার ৫২১ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। রাজ্যভিত্তিক পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, অসমে জিএসটি আদায় বেড়েছে ৮৮ শতাংশ, উত্তরপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানায় ১৮ শতাংশ, গুজরাতে ১৭ শতাংশ এবং মহারাষ্ট্রে ১৫ শতাংশ। সেই তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের ৬ শতাংশ বৃদ্ধির হার জাতীয় গড়ের নিচে।

কড়া নিরাপত্তাঃ ভোটের আগে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় নন্দীগ্রাম, প্রস্তুতি চূড়ান্ত!

নিজস্ব প্রতিনিধি, নন্দীগ্রাম, ১ অক্টোবর ঃ নন্দীগ্রাম উপনির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে সমস্ত প্রস্তুতি চূড়ান্ত করে ফেলেছে জেলা প্রশাসন। গণতন্ত্রের উৎসবকে ভয়মুক্ত ও উৎসবমুখর করতে প্রশাসনিক নিরাপত্তা বলয় আঁটসাঁট করা হয়েছে। মোট ২ লক্ষ ৬৬ হাজার ৪১৯ জন ভোটার যাতে নির্বিঘ্নে তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, তার জন্য সমগ্র এলাকা জুড়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মোট ৩২৩টি পোলিং স্টেশনের প্রতিটিতেই বিশেষ নিরাপত্তার বন্দোবস্ত থাকছে, যাতে ভোটগ্রহণের দিনে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। এলাকায় আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং ভোটারদের মনে আস্থা ফেরাতে ৩৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। বুথ চত্বরে কড়া নিরাপত্তার পাশাপাশি স্পর্শকাতর অঞ্চলগুলিতে নাকা চেকিং, এরিয়া ডোমিনেশন এবং রুট মার্চ জোরদার করা হয়েছে। সমগ্র নির্বাচন প্রক্রিয়ার ওপর ২৪ ঘণ্টা নজরদারির জন্য খোলা হয়েছে ডিস্ট্রিক্ট কন্ট্রোল রুম। বিশেষ করে চিহ্নিত ৭৯ টি ঝুঁকিপূর্ণ বুথের ওপর সিসিটিভি ও বিশেষ নজরদারি টিম দিয়ে নজর রাখা হচ্ছে, যাতে সাধারণ মানুষ কোনো বাধা ছাড়াই বুথে পৌঁছতে পারেন। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা মেনে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে লাগাম টানতে প্রশাসন জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে। গোপন অভিযানে এ পর্যন্ত নগদ ৯৭ লাখ টাকা এবং ৫,৮৯৩ লিটার বেআইনি মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, যা নির্বাচনের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে বড় সাফল্য। পাশাপাশি, গত দুই মাসে এলাকায় ৩০০টিরও বেশি জামিন অযোগ্য পরোয়ানা সফলভাবে কার্যকর করা হয়েছে। নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গের যে ১০২ টি অভিযোগ জমা পড়েছিল, তার দ্রুত ও নিরপেক্ষ নিস্পত্তি নিশ্চিত করেছে জেলা প্রশাসন। এ বিষয়ে জেলাশাসক তথা নির্বাচনী আধিকারিক নিরঞ্জন কুমার বলেন, নঃদীগ্রাম বিধানসভার উপনির্বাচনে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালনা করতে বদ্ধপরিকর প্রশাসন। সেই মতই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। মোট ভোটার রয়েছে ২ লক্ষ ৬৬ হাজারের বেশি। বয়স্ক ও বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য বাড়ি বাড়ি ভোট নেওয়ার কাজ চলছে। এর পাশাপাশি বুথে বুথে ভোটার স্লিপ বিতরণ চলছে। মোট ৩৭ কোম্পানির কেন্দ্রীয় বাহিনী এসেছে। নন্দীগ্রাম বিধানসভার মোট ৩২৩টি। যার মধ্যে স্পর্শকাতর ৭৯টি।

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR

NIQ No. 2071/PHE(C)/ BMC, Dated : 01/10/2026

e-Tender has been invited for Replacement of Delivery Pipe line (C.I To M.S.) at Water Tank no. - 3 within ward no. 40 under BMC.
For details, please follow **[Tender Id 2026_MAD_1044049_1]** in **www.wbtenders.gov.in**, Office Notice Board.
Last Date of Bid Submission : 10/10/2026 upto 3.00 p.m.

Sd/-
Executive Engineer,
Bidhannagar Municipal Corporation

রঙিয়া ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার নোটিশ নং: ৬০-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৬-২৭, তারিখ ঃ ২৯-০৯-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ** ঃ (i) রঙিয়া জং.- নর্থ লখিমপুর - লুপ লাইনে টিএফআর- ৩৯.৫৫৬ টিকেএম। (ii) ইয়ার্ড উন্নতি- রঙিয়া জং.- রাঙ্গাপাড়া নর্থ টিটিআর (এফএস + টিডব্লিউএস + ডব্লিউসিএমএস) -৬ সেট (১:১২) এবং টিটিআর (টিডব্লিউএস + ডব্লিউসিএমএস) - ২৮ সেট (১:১২)। **টেন্ডার মূল্য:** ১,৬০,৪০,৪৬২.২৬/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ৩,২০,৮০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **২২-১০-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং টেন্ডার **খোলা ১৫:৩০** টায়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ওয়েবসাইট **http://www.ireps.gov.in** দেখুন।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধরনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রী রোহিত কুঃ সাউ, পিতা-রামবলি, কদমতলা, জেলা হাওড়া, থানা ও এ্যাঃ ডিঃ সাঃ রেজিঃ অফিস ডোমজুড় অন্তর্গত মৌজা ডাঁসী গ্রামে, জে.এল. ৪৯, হাঃ ১০৬,২৪৬,৪২৬,ও ৫৩৯ নং খতিঃ ভুক্ত, সাঃ ৭১২ হাঃ ৭২৩ নং দাগে ১৩.২০ শতক সম্পত্তি রায়ত গন এর নিকট হইতে ADSR DOMJUR রেজিঃ কৃত বুক নং ৪, ০০১৭২ নং আমমোক্তার দলিল মূলে গৌতম নস্কর, পিতা রামেশ্বর, প্রাপ্ত হইয়া, গত ইং ১৮/০৩/২০২০ তাঃ ADSR DOMJUR রেজিঃ কৃত ৪০১৩০২, ৪০১৩০৩ ও ৪০১৩০৪ নং দলিল মূলে আমমোক্তার এর নিকট হইতে খরিদ করিয়া নিজনামে রেকর্ড করিবার জন্য ডোমজুড় BL&LRO তে আবেদন করেন, যদি কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকে তাহা বিজ্ঞপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত অফিসে যোগাযোগ করিবার অনুরোধ রহিল।

ASIT KUMAR DE
ADVOCATE

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দফায় উল্লিখিত তারিখে দুপুর ১২ টার পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : **টেন্ডার নোটিস নং.; কাজের বিবরণ; টেন্ডার মূল্য এবং দরপ্রস্তাব জামিন/প্রদেয় বায়না অর্থ যথাক্রমে : (১) ১১৪-ইএলসি-জি-কেজিপি-২৬-২৭-২৭;** অমৃত স্টেশন উন্নয়ন কাজের অধীনে ১০ টি স্টেশনের (খড়গপুর, মেদিনীপুর, ঘাটশিলা, ঝাড়গ্রাম, মেচেদা, পাঁশকুড়া, বাগনান, জলেশ্বর, আন্দুল, উলুবেড়িয়া স্টেশন) সম্মুখভাগ আলোকিত করার ব্যবস্থা করতে বৈদ্যুতিক কাজ। ২,৭৬,৩৪,২৮৯.২৯ টাকা; ৫,৫২,৭০০.০০ টাকা; **(২) ১১৪-ইএলসি-জি-কেজিপি-২৬-২৭-২৮;** ১০ বছরের জন্য বার্ষিক সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তি সহ খড়গপুর ডিভিসনের অধীনে এসজি২ এবং এসজি ৩ ক্যাটেগরির স্টেশনে ১৬টি দিব্যাঙ্গ লিফ্ট সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা, পরীক্ষা এবং সূচনার কাজ; ৬,৫৯,১০,২৪০.০০ টাকা; ১৩,১৮,২০০.০০ টাকা; **টেন্ডার নথির মূল্য :** শূন্য (ক্র. নং. ১ ও ২ -এর জন্য); **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ :** ক্র. নং. (১) এবং (২) উভয়ের জন্য স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১২ মাস; **দাখিলের তারিখ :** ২২.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২ টা পর্যন্ত (ক্র. নং. ১ ও ২ -এর জন্য); **খোলার তারিখ :** ২২.১০.২০২৬ (ক্র. নং. ১ ও ২ -এর জন্য)। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ, নির্দিষ্টকরণ-এর জন্য এবং তাঁদের দরপ্রস্তাব অনলাইনে দাখিল করতে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন। এই কাজের ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিলকৃত টেন্ডার গৃহীত হবে না। বি.দ্র.: সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণ সকল টেন্ডারে অংশ নিতে নিয়মিত www.ireps.gov.in দেখতে পারেন। **(PR-837)**

Office of The Pradhan
Beldi Gram Panchayat
At-Juradih, PS-Arsha, Dist-Purulia

Notice Inviting Tender No.- 01(2026-27)

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of total 10(Ten)nos. different works under XVFC (2025-26) fund. Date and time of issue of Tender paper from 29/09/2026 up to 09/10/2026(during 11.00 AM to 2.00 PM). Date and time of opening of tender paper on 12/10/2026 at 2 pm. For details visit office of the undersigned in any working days.

Sd/- Pradhan
Beldih Gram Panchayat

কাটিহারে স্টেশন আলোকসজ্জার উন্নয়ন

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/৬৪_২০২৬/কে/১০৭০ তারিখঃ ২৮-০৯-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে: **টেণ্ডার নং. ৬৪_২০২৬। কাজের নামঃ** এসএসই/ইলেক্ট/পি/আইসি/বারসোই জংশন এবং কিশনগঞ্জ অধিক্ষেত্রের অধীনে রেলযাত্রীর স্বাচ্ছন্দ্য সুবিধা উন্নতকরণের হেতু স্টেশনের আলোকসজ্জার উন্নয়ন। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৬,৪৬,৩৪,০৫৬/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১২,৯২,৭০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৩-১০-২০২৬** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/ জি এণ্ড সিএইচজি, কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

মতিলাল ওসয়াল ফিনভেস্ট লিমিটেড

motilal oswal Finvest

(সিআইএনঃ ইউ৬৫১০০এমএইচ২০০৬পিএলসি১৬৫৪৬৯)
রেজিস্টার্ড অফিসঃ মতিলাল ওসয়াল টাওয়ার, রহিমাতুল্লা সায়নি রোড, প্যারেল এসটি ডিপোর বিপরীতে, প্রভাদেবী, মুম্বই-৪০০০২৫
ফোনঃ +৯১-২২-৪১৬৫৬০৪৮, ওয়েবসাইটঃ

গণবিজ্ঞপ্তি • কলকাতায় শাখা কার্যালয় বন্ধকরণ

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, **মতিলাল ওসয়াল ফিনভেস্ট লিমিটেড** ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত একটি নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানি, যার নিবন্ধিত কার্যালয় মতিলাল ওসয়াল টাওয়ার, রহিমতুল্লা সায়ানি রোড, প্যারেল এসটি ডিপোর বিপরীতে, প্রভাদেবী, মুম্বই, মহারাষ্ট্র, ভারত-৪০০ ০২৫-এ অবস্থিত তাদের **৪র্থ তল, উইং বি, কনস্ট্যানটিয়া বিল্ডিং, ডঃ ইউ.এন. ব্রহ্মচারী স্ট্রিট, সাউথ ব্লক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০ ০১৭-এ অবস্থিত শাখা কার্যালয়টি স্থায়ীভাবে বন্ধ করতে চলেছে।** এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে তিন মাস পর, অর্থা ১লা জানুয়ারি, ২০২৭ তারিখে ব্যবসার সময়সীমা শেষ হওয়ার পর থেকে এই বন্ধের প্রক্রিয়া কার্যকর হবে। উক্ত কার্যকর তারিখ থেকে এই শাখার যাবতীয় কার্যক্রম বন্ধ থাকবে এবং কোম্পানি তার নিবন্ধিত কার্যালয় থেকেই গ্রাহকদের পরিষেবা প্রদান ও কার্যক্রম চালিয়ে যাবে। যেকোনো সহায়তার জন্য গ্রাহকরা আমাদের ০২২-৪১৬৫৬০৪৮ নম্বরে কল করতে পারেন অথবা nbfcquery@mofinvest.com ইমেইল ঠিকানায় লিখতে পারেন।
সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে বিষয়টি অবহিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

মতিলাল ওসয়াল ফিনভেস্ট লিমিটেড-এর
পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে ও তাঁদের হয়ে
স্বা/- **হর্ষ জোশি**
ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও
ডিআইএনঃ ০২৯৫১০৫৮

স্থানঃ মুম্বই
তারিখঃ অক্টোবর ০১, ২০২৬

নয়নজুলি পরিষ্কার করতে গিয়ে মিলল বস্তাবন্দি আধার কার্ড! তদন্তে নেমেছে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান,১ অক্টোবর ঃ নয়নজুলি পরিষ্কার করতে গিয়ে মিলল বস্তাবন্দি আধার কার্ড! এক-দু'টি নয়, এখনও পর্যন্ত উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৩৩টি আধার কার্ড। বৃহস্পতিবার সকালে বর্ধমান পুরসভার ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাবুরবাগ এলাকায় এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিপুল সংখ্যক আধার কার্ড কীভাবে সেখানে এল, কে বা কারা সেগুলি ফেলে গেল- তা নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বর্ধমান থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে বাবুরবাগ এলাকায় পুরসভার কর্মীরা নয়নজুলি পরিষ্কারের কাজ করছিলেন। সেই সময় তাঁদের নজরে আসে একটি বস্তা। বস্তাটি খুলতেই দেখা যায়, তার ভিতরে গাদাগাদি করে রাখা রয়েছে একাধিক আধার কার্ড। বিষয়টি জানাজানি হতেই এলাকায় ভিড় জমে যায়। খবর দেওয়া হয় বর্ধমান থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে আধার কার্ডগুলি উদ্ধার করে নিজেদের হেফাজতে নেয়। প্রাথমিকভাবে প্রায় ৩৩টি আধার কার্ড উদ্ধারের কথা জানা গিয়েছে। তবে ওই এলাকায় আরও আধার কার্ড পড়ে থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। উদ্ধার হওয়া কার্ডগুলির মধ্যে অধিকাংশই পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দাদের বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। এর পরেই উঠছে একাধিক প্রশ্ন। পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দাদের আধার কার্ড শহরের বাবুরবাগের নয়নজুলিতে এল কীভাবে? কারা ওই কার্ডগুলি সংগ্রহ করেছিল? আধার তৈরি বা সংশোধনের কাজে ব্যবহারের পর সেগুলি সেখানে ফেলে দেওয়া হয়েছিল কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। এর পিছনে কোনও অনিয়ম রয়েছে কি না, সেটিও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া আধার কার্ডগুলির তথ্য যাচাই করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হবে। কার্ডগুলি কোথা থেকে এসেছিল এবং কীভাবে বাবুরবাগের নয়নজুলিতে পৌঁছল, তদন্তে সেই সূত্রই খুঁজছে বর্ধমান থানার পুলিশ। একসঙ্গে এতগুলি আধার কার্ড উদ্ধারের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে-নাগরিকদের গুরুত্বপূর্ণ পরিচয়পত্র এভাবে নয়নজুলিতে পৌঁছাল কীভাবে?

Notice Inviting E-Tender

E-Tendering Notice No. WB/PUR/RNP-I/BDO/NIeT-03/2026-27 dt. 29/09/2026
WB/PUR/RNP-I/BDO/NIeT-042026-27 dt. 30/09/2026
Last date of Bid Submission: 06.10.2026 upto 6.00 PM
Date of Opening of Bid:- 09.10.2026 at 10.00 AM
e-Tendering website: **https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app**
For details, intending contractors may also contact Engg. Dept. of this office and office notice board.

Sd/-Block Development Officer
Reghunathpur-1 Development Block.
Memo-46/ADV/ICA/PURU dt.01.10.2026

আজিমগঞ্জে নতুন মহিলা ট্রেন এসকর্ট ব্যারাক এবং নবদ্বীপে আধুনিক আরপিএফ অফিসের উদ্বোধন

কলকাতা,১ অক্টোবর ঃ পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পাণ্ডের গতিশীল নেতৃত্বে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা এবং কর্মীদের কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোগত প্রকল্পের কাজ ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সম্পন্ন করে চালু করা হয়েছে। পূর্ব রেলের প্রিন্সিপাল চিফ সিকিউরিটি কমিশনার এ. এন. সিনহা, হাওড়ার সিনিয়র ডিভিশনাল সিকিউরিটি কমিশনার চোক্কা রঘুবীরের বিশিষ্ট উপস্থিতিতে আজিমগঞ্জে নবনির্মিত মহিলা ট্রেন এসকর্ট (TE) ব্যারাক এবং নবদ্বীপে অত্যাধুনিক আরপিএফ অফিসের উদ্বোধন করেন। আজিমগঞ্জে নবনির্মিত মহিলা TE ব্যারাকটি মহিলা কর্মীদের জন্য নির্দিষ্ট, নিরাপদ ও আরামদায়ক আবাসনের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই পরিকাঠামোটি অস্থায়ী ব্যবস্থার পরিবর্তে স্থায়ী সুবিধা হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। এতে করিডর-সহ দুটি কক্ষ রয়েছে এবং এখানে সর্বোচ্চ ১০ জন কর্মী স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পারবেন। খাট, টেবিল, চেয়ার ও আলমারিসহ প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সুবিধা দিয়ে সজ্জিত এই ব্যারাকটি আজিমগঞ্জে কর্মরত মহিলা নিরাপত্তাকর্মীদের পাশাপাশি মালদা ডিভিশন এবং অন্যান্য পোস্ট থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত ট্রেন এসকর্টদের জন্যও ব্যবহৃত হবে। এই পৃথক বিশ্রামাগার কর্মীদের যথাযথ বিশ্রাম ও পুনরুদ্ধারের সুযোগ নিশ্চিত করবে, যা দায়িত্ব পালনের সময় তাঁদের সতর্কতা ও কার্যক্ষমতা বৃদ্ধিতে সরাসরি সহায়ক হবে। একই সঙ্গে, নবদ্বীপে একটি আধুনিক ও সম্পূর্ণ সুসজ্জিত RPF অফিস চালু করা হয়েছে, যা পূর্বের অস্থায়ী ব্যবস্থার পরিবর্তে একটি আদর্শ পরিকাঠামো হিসেবে কাজ করবে। পরিচালনাগত, প্রশাসনিক ও কর্মী কল্যাণের প্রয়োজনীয়তা পূরণের লক্ষ্যে নির্মিত এই নতুন অফিসে পুরুষ ও মহিলা-উভয়ের জন্য পৃথক লক-আপ (হাজত), সিসিটিভি নজরদারি ব্যবস্থা, ইন্সপেক্টরের চেম্বার, অধস্তন আধিকারিকদের কক্ষ, রেকর্ড রুম, মহিলা চেঞ্জিং রুম, মালখানা, তদন্ত সেল এবং পৃথক ব্রিফিং এলাকা রয়েছে। প্রশস্ত নকশা ও আধুনিক বিন্যাসের ফলে সমন্বয়, প্রশাসনিক কার্যক্রম এবং দৈনন্দিন নিরাপত্তা পরিচালনা আরও সুসংগঠিত হবে। এই উপলক্ষে পূর্ব রেলের চিফ পাবলিক রিলেশনস অফিসার শিবরাম মাঝি বলেন, এই নবনির্মিত ও চালু হওয়া পরিকাঠামোগুলি পূর্ব রেলের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণ এবং আমাদের কর্মীদের জন্য একটি সহায়ক, নিরাপদ ও দক্ষ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে রেলের নিরন্তর প্রচেষ্টারই প্রতিফলন।

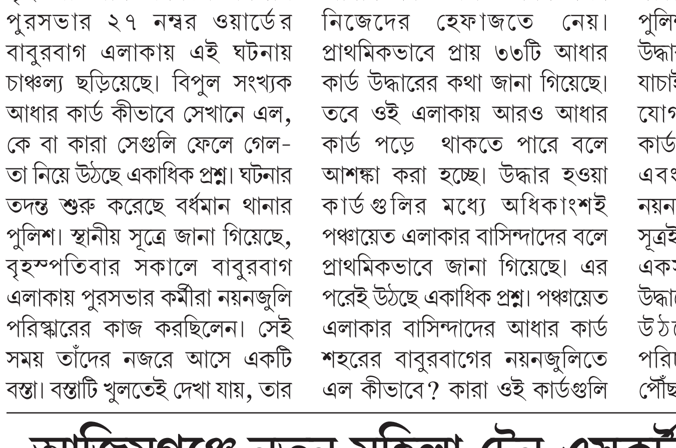

Office Of The
BASUBATI GRAM PANCHAYAT
Singur Development Block
BASUBATI :: SINGUR :: HOOGHLY

Re-TENDER NOTICE No. 128/BGP/2026, Dt. 02/09/2026

Percentage rate e-tenders are hereby invited by the undersigned from the bonafide and experienced contractors for Purchasing of Tubewell Materials. Source of Fund: 15th CFC TIED (2025-26). Bid Submission closing date (online) 09/10/2026 at 10:00 AM. Bid opening date for Technical Proposals: 12/10/2026 at 10:00 AM. For details please visit **https://tenders.wb.gov.in**

Sd/- Executive Assistant
Basubati Gram Panchayat

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 352 **Tender Notice Date: 1/10/2026**

NOTICE INVITING E-TENDER (2nd Call)

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 352/10/2026-2027** (PWD) dated 01/10/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required.
Last date of E-Submission: 19/10/2026.
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.

Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 353 **Tender Notice Date: 1/10/2026**

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 353/10/2026-2027** dated 01/10/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required.
Last date of E-Submission: 19/10/2026.
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.

Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

নিম্নোক্ত কাজগুলির জন্য সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং/ (জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত ই-টেন্ডারগুলি আহ্বান করা হচ্ছে - **ক্রম নং. ১; টেন্ডার নং. ইএলইজি-ওটি-১৩২৫-২০২৬-২৭-আর১; কাজের বিবরণঃ** ফেজ-II-এর অধীনে শিয়ালদহ ডিভিশনে ওয়াটার কুলারের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্যঃ** ₹ ১,৫৮,৭১,৮৬০.৩৯; **বায়না অর্থঃ** ₹ ৩,১৭,৪০০.০০; **সমাপ্তির মেয়াদঃ** ০৩ মাস। **ক্রম নং. ২; টেন্ডার নং. ইএলইজি-ওটি-১৩৬৯-২০২৬-২৭; কাজের বিবরণঃ** i) এসএসই/ই(জি)/আইসি/এসপিআর-এর আওতাধীন ৩৩টি ইনভার্টার স্প্লিট-টাইপ (১.৫/২ টিআর) এসি মেশিনের জন্য এক (০১) বছরের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। ii) এসএসই/ই(জি)/আইসি/এসপিআর-এর আওতাধীন বিভিন্ন ক্ষমতার স্প্লিট-টাইপ/উইন্ডো-টাইপ এসি মেশিন, ওয়াটার কুলার ও রেফ্রিজারেটরের জন্য এক (০১) বছরের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্যঃ** ₹ ১২,৩৯,৫৮৮.৮৪; **বায়না অর্থঃ** ₹ ২৪,৮০০.০০; **সমাপ্তির মেয়াদঃ** ১২ মাস। **ক্রম নং. ৩; টেন্ডার নং. ইএলইজি-ওটি-১৩৭৭-২০২৬-২৭; কাজের বিবরণঃ** নশীপুরে একটি হল্ট স্টেশন পুনরায় চালু করার ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্যঃ** ₹ ৩৭,৭৫,৬১৭.০০; **বায়না অর্থঃ** ₹ ৭৫,৫০০.০০;**সমাপ্তির মেয়াদঃ** ০৬ মাস। **ক্রম নং. ৪; টেন্ডার নং. ইএলইজি-ওটি-১৩৮৯-২০২৬-২৭; কাজের বিবরণঃ** ''সোনারপুর ও বারাসাতে ইলেকট্রিক (জি) বিভাগের জন্য অফিস ভবন নির্মাণের'' সাথে সংশ্লিষ্ট সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ₹ ১৪,৭২,৩৯০,০০; **বায়না অর্থঃ** ₹ ২৯,৫০০.০০; **সমাপ্তির মেয়াদঃ** ০৮ মাস। **ক্রম নং. ৫; টেন্ডার নং. ইএলইজি-ওটি-১৩৯৭-২০২৬-২৭; কাজের বিবরণঃ** কলকাতা ও রানাঘাট স্টেশনে মেমু ট্রেনের জন্য দ্রুত জল ভরার ব্যবস্থা স্থাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ₹ ৪৫,৫৭,৯৮৬.৬৮; **বায়না অর্থঃ** ₹ ৯১,২০০.০০; **সমাপ্তির মেয়াদঃ** ০৬ মাস। **আইআরইপিএস-এ টেন্ডার প্রকাশের তারিখঃ** ক্রম নং. ১ থেকে ৫ প্রতিটির জন্য ২৯.০৯.২০২৬। **বিডিং শুরুর তারিখঃ** ক্রম নং. ১ থেকে ৫ প্রতিটির জন্য ১২.১০.২০২৬। **টেন্ডার সমাপ্তির তারিখ ও সময়ঃ** ক্রম নং. ১ থেকে ৫ প্রতিটির জন্য ২৬.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টায় । সময়ে সময়ে জারি করা টেন্ডার নোটিশ এবং সংশোধনী সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ যে ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে ঃ **www.ireps.gov.in**

SDAH-246/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ভারত-ব্রাজিল ম্যাচ ঘিরে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ অক্টোবরঃ মেসি-ম্যাচের বিশৃঙ্খলার বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ফের ফুটবল-উন্মাদনায় সরগরম যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন। শনিবাসরীয় সন্ধ্যায় ভারত-ব্রাজিল আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ ঘিরে ইতিমধ্যেই চড়ছে উত্তেজনার পারদ। যাতে কোনও রকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়, তার জন্য নিরাপত্তায় কোনও ফাঁক রাখতে চাইছে না বিধাননগর পুলিশ। সদ্য বিশ্বকাপ খেলে আসা

পানামাকে আটকে দিয়েছেন খালিদ জামিলের ছেলেরা। এবার সামনে পাঁচবারের বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল। ভারতীয় ফুটবলের সবচেয়ে ‘বড় ম্যাচে’র আগে কল্লোলিনীতে উৎসবের আবহ। ভিনিসিয়াস জুনিয়র, এনড্রিক, এস্তেভাও, ব্রুনো গুইমারেজ, মার্কুইনোসের মতো মহাতারকাদের নিয়ে আসছে ব্রাজিল। এমন ম্যাচকে নিয়ে যুবভারতী সেজে উঠছে। ইতিমধ্যেই রঙের পোঁচ পড়েছে স্টেডিয়ামের দেওয়ালে। প্রথমবার স্টেডিয়ামের প্রত্যেক আসনে থাকছে নির্দিষ্ট নম্বর। দর্শকদের দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা উপহার দিতে নতুন করে সাজানো হয়েছে র‌্যাম্প, শৌচাগার। গ্যালারির লবিতে থাকছে ফুড স্টলও। স্টেডিয়ামে লেগেছে গেরুয়া আর হলুদ রং। পরিচর্যা হচ্ছে যুবভারতীর ঘাসেরও। এমন একটা ম্যাচে যে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা থাকতে চলেছে, তা বলাই বাহুল্য।

তিন মরশুম পরে টাইটেল স্পনসর পেতে চলেছে আইএসএল

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১ অক্টোবরঃ নতুন বাণিজ্যিক মডেলে শুরু হতে চলেছে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ। ১০ অক্টোবর থেকে ঢাকে কাঠি পড়বে ভারতের শীর্ষস্তরের এই ফুটবল লিগের। টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই প্রকাশ্যে এল এক বড় চমক। তিন মরশুম পরে ইন্ডিয়ান সুপার লিগে ফিরতে চলেছে টাইটেল স্পনসর। দায়িত্ব পেতে চলেছে এমজি মোটর। এই সংস্থার সঙ্গে দু’বছরের চুক্তি প্রায় চূড়ান্ত, এমনটাই জানা গিয়েছে একাধিক রিপোর্টে। এই চুক্তির আর্থিক মূল্য ২৫ কোটি টাকারও বেশি হতে পারে। অর্থাৎ নতুন মরশুমে ভারতের শীর্ষস্তরের ফুটবল লিগের নাম হতে পারে এমজি ইন্ডিয়ার সুপার লিগ। আইএসএল-এর প্রথম মরশুম থেকে ২০২২-২৩ সাল পর্যন্ত টাইটেল স্পনসর ছিল হিরো দীর্ঘদিনের সেই সম্পর্ক শেষ হওয়ার পরে পরবর্তী তিন মরশুম কোনও টাইটেল স্পনসর ছিল না লিগের। এ বার এমজি মোটর-এর সঙ্গে চুক্তি কার্যত পাকা। চূড়ান্ত কাগজপত্রের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে এবং দ্রুত তা শেষ হওয়ার কথা। অর্থাৎ চুক্তি কার্যকর হলে

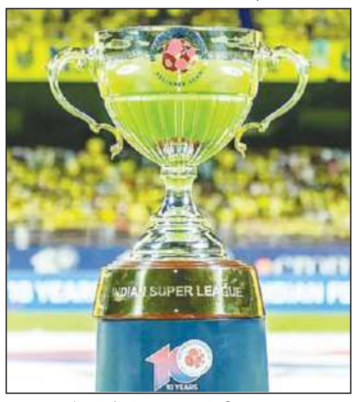

লিগের নাম হতে পারে এমজি ইন্ডিয়ার সুপার লিগ। লিগের ক্রেস্টেও এমজি-র লোগো দেখা যেতে পারে। ২০২৬-২৭ মরশুম শুরুর আগে আইএসএল-এর এই গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক পরিবর্তন নিয়ে চলছে চর্চা। শুধু টাইটেল স্পনসরশিপই নয়, চুক্তিতে আরও একটি আকর্ষণীয় বিষয় রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। প্রতি মরশুমের সেরা ফুটবলারকে একটি গাড়ি দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে এমজি মোটর-এর। যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা হতে পারে। ফলে আইএসএল-এর অন্যতম বড় বাণিজ্যিক চুক্তি হয়ে উঠতে পারে এই পার্টনারশিপ। ১০ অক্টোবর শুরু হবে আইএসএল। প্রথম ম্যাচে বেঙ্গালুরুতে কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে বেঙ্গালুরু এফসির মুখোমুখি হবে স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি। ওই দিনই সন্ধেয় ফাতোরদায় মুখোমুখি হবে এফসি গোয়া ও চেন্নাইয়িন এফসি। ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত মোট ৭৮টি ম্যাচ হওয়ার কথা। নতুন মরশুমের আগে ডেটা, প্রযুক্তি এবং সরঞ্জাম সংক্রান্ত একাধিক বাণিজ্যিক চুক্তিও হয়েছে।

ভলিবলে ভারতকে হারাল পাকিস্তান

সংবাদ সংস্থা, আইচি-নাগোয়া, ১ অক্টোবরঃ গত কয়েক মাসে, একাধিক খেলায় ভারত পাকিস্তান ম্যাচে দাপট দেখিয়েছে ভারত। কিন্তু বৃহস্পতিবার নাগোয়া এশিয়ান গেমসের ভলিবল কোর্টে সেই রোমাঞ্চের ছিটেফোঁটাও দেখা গেল না। পুরুষ ভলিবলের কোয়ার্টার ফাইনালে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দাপট দেখিয়ে ভারতকে ৩-০ সেটে হারিয়ে অঘটন ঘটাল পাকিস্তান। একপেশে এই লড়াইয়ে ১৯-২৫, ২৩-২৫ ও ১৮-২৫ ব্যবধানে হেরে আসর থেকে লজ্জাজনকভাবে বিদায় নিল ভারতীয় দল। পুরো ম্যাচে পাকিস্তানের আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন তাদের ২৬ বছর বয়সি ওপেন স্পাইকার মুরাদ খান। রাইট উইং থেকে তাঁর একের পর এক বুলেট গতির স্ম্যাশ ভারতীয় ব্লকারদের কার্যত দিশেহারা করে তোলে। মুরাদ একাই ৩৩টি স্পাইকের মধ্যে ১৮টি সফলভাবে করে মোট ১৯ পয়েন্ট স্কোর করেন। উল্টোদিকে ভারতের সার্বিক আক্রমণভাগ ছিল পুরোপুরি ছন্নছাড়া। দলের সর্বোচ্চ স্কোরার অশ্বল রাই করতে পেরেছেন মাত্র ৯ পয়েন্ট। অধিনায়ক তথা প্রধান অ্যাটাকার জেরোম বিনিথ পুরো ম্যাচে নিষ্প্রভ ছিলেন ১৯টি স্ম্যাশের মধ্যে মাত্র ৬টি কাজে লাগিয়ে মাত্র ৮ পয়েন্টে থামতে হয় তাঁকে। পরিসংখ্যানের দিক থেকেও পাকিস্তানের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। পাকিস্তান ৮৩টি স্পাইকের মধ্যে ৫০টি (৬১) সফলভাবে করেছে, যার বিপরীতে ভারতের স্পাইক সাফল্যের হার ছিল মাত্র ৪১ (৮১টিতে ৩৩)। ব্লকিংয়েও পাকিস্তানি ডিফেন্স ৬টি নিখুঁত ব্লক করে ভারতের ৪টি ব্লকের তুলনায় অনেক বেশি আঁটসাঁট ছিল। এছাড়া ম্যাচে একাধিক অপ্রয়োজনীয় সার্ভিস ভুল এবং নেট স্পর্শের খেসারত দিয়ে দ্বিতীয় সেটে লড়াইয়ে ফিরেও (২৩-২৫) ম্যাচ হাতছাড়া করে ভারতীয় ব্রিগেড। এই পরাজয়ের মধ্য দিয়ে এশিয়ান গেমসের ভলিবলে ভারতের পদকেক খরা আরও বাড়ল। ১৯৮৬ সালের সিওল এশিয়ান গেমসে ঐতিহাসিক ব্রোঞ্জ পদক জয়ের পর আজ পর্যন্ত ভারত আর কোনও এশিয়াডে ভলিবলের পোডিয়ামে উঠতে পারেনি এই হারের ফলে সেই আক্ষেপের মেয়াদ বেড়ে দাঁড়াল ৪৪ বছর। অন্যদিকে, ভারতীয় দলকে উড়িয়ে দিয়ে আন্তর্জাতিক ভলিবলের আঙিনায় নতুন ইতিহাস লিখল পাকিস্তান দীর্ঘ ৬৪ বছরের দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে এশিয়ান গেমসের সেমিফাইনালে নিজেদের জায়গা নিশ্চিত করল তারা।

৪৫ রানে বান্ডিল শ্রীলঙ্কা

ক্রিকেটে সোনার লড়াইয়ে এ বার ভারত-পাকিস্তান

সংবাদ সংস্থা, নিশিন, ১ অক্টোবরঃ এশিয়ান গেমসের সেমিফাইনালে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে কার্যত ছেলেখেলা করল ভারত। ১২৪ রানের বিশাল ব্যবধানে লঙ্কানদের চূর্ণ করে সোনা জয়ের লক্ষ্যে ফাইনালে পৌঁছল টিম ইন্ডিয়া। নিশিনের কোরোগি স্পোর্টস পার্কে ১৭০ রান তাড়া করতে নেমে মাত্র ৪৫ রানে গুটিয়ে যায় শ্রীলঙ্কা। আগামী শনিবার চূড়ান্ত যুদ্ধে ভারতের প্রতিপক্ষ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান। টসে জিতে শ্রেয়স আইয়ারদের প্রথমে ব্যাট করতে পাঠান লঙ্কান অধিনায়ক সাহান আরাচ্চিগে। ভারতের একাদশে এদিন অর্শদীপ সিংকে বসিয়ে স্পিন-নির্ভর বোলিং আক্রমণ সাজানো হয়েছিল। যদিও শুরুতেই ধাক্কা খায় টিম ইন্ডিয়া। অভিষেক শর্মা ও সঞ্জু স্যামসন দুজনেই মাত্র ৭ রানে আউট হন। অধিনায়ক শ্রেয়স ফেরেন ১৩ করে। তবে ঘাবড়ে না গিয়ে একদিক থেকে পালটা আক্রমণ শানান ১৫ বছরের বিস্ময়-কিশোর বৈভব সূর্যবংশী মাত্র ২১ বলে ৩৮ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন তিনি। যা সাজানো ছিল তিনটি বাউন্ডারি ও জোড়া ছক্কায়। পেসারদের বিরুদ্ধে রিভার্স সুইপ এবং মিড-উইকেটের ওপর দিয়ে বিশাল ছক্কা হাঁকিয়ে নজর কাড়েন বৈভব। তিনি ফেরার পর দলের হাল ধরেন ঈশান কিষান। শিবম দুবে (৩), তিলক বর্মা, অক্ষর প্যাটেলরা পরপর ফিরে যাওয়ায় একটা সময় চাপে পড়েছিল ভারত। কিন্তু একাই লড়াই চালিয়ে যান বাঁ-হাতি উইকেটকিপার-ব্যাটার ঈশান। মাত্র ৪৬ বলে অপরাজিত ৮০ রানের

বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন তিনি। পাঁচটি বিশাল ছক্কা ও চারটি বাউন্ডারিতে সাজানো অনবদ্য পারফরম্যান্স। স্পিনারদের বিরুদ্ধে ডাউন দ্য ট্র্যাকে এসে একাধিক ছক্কা হাঁকান। এই ৮০ রানের সুবাদে আজ একটি বড় রেকর্ড গড়েছেন ঈশান। এটাই ভারতের হয়ে টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পাঁচ নম্বর বা তার নীচের পজিশনে নামা কোনও ব্যাটারের সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোর। ২০১৮ সালে সেঞ্চুরিয়নে মনীশ পাণ্ডের অপরাজিত ৭৯ রানের রেকর্ডটি এদিন টপকে গেলেন তিনি। ঈশানের ব্যাটে ভর করেই নির্ধারিত ২০ ওভারে ১৬৯/৭ স্কোরে পৌঁছয় টিম ইন্ডিয়া। ১৭০ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই বেহাল শ্রীলঙ্কা। জসপ্রীত বুমরাহ বল হাতে আগুন ঝরান। ইনিংসের দ্বিতীয় বলেই এলবিডব্লিউ করে ফেরান সিনেথ জয়াবর্ধনেকে (০)। নিজের পরের ওভারে শিকার সোহান দে লিভেরা (০)। আচমকা বড় ধাক্কা খাওয়ার পর আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি দ্বীপরাষ্ট্রের দলটি। ভারতীয় ফিল্ডারদের ক্ষিপ্রতায় লঙ্কান শিবিরের তিন ব্যাটার-লাসিথ ক্রুসপুলে, নুয়ানিদু ফার্নান্দো এবং থারিন্ডু রত্নায়েকে রান-আউট হন। দুই ব্যাটারের চূড়ান্ত ভুল বোঝাবুঝিতে নুয়ানিদু যেভাবে রান-আউট হলেন, তাতেই স্পষ্ট হয়ে যায় শ্রীলঙ্কার হতশ্রী দশা। বুমরাহর পেসের পর ঘূর্ণির দাপট দেখান ভারতীয় স্পিনাররা। অক্ষর প্যাটেল নিজের কোটায় জোড়া উইকেট তুলে নেন। ওয়াশিংটন সুন্দর একটি উইকেট পান। শেষে বল করতে এসে পরপর দু’বলে জোড়া উইকেট ছিনিয়ে শ্রীলঙ্কার ইনিংসে মাত্র ৯.৫ ওভারে ৪৫ রানে যবনিকা টেনে দেন অভিষেক শর্মা। আগামী শনিবার সোনার পদকের লড়াইয়ে নামবে ভারত। প্রতিপক্ষ পাকিস্তান। অন্য সেমিফাইনালে বাংলাদেশকে অনায়াসে হারিয়েছে তারা। ভেজা আউটফিল্ডের কারণে বৃষ্টির জন্য সেই ম্যাচটি ১৩ ওভারে নামানো হয়েছিল। তৌহিদ হৃদয়ের ৪২ রানের সুবাদে বাংলাদেশ ৭ উইকেটে ১১১ রান তোলে। সুফিয়ান মুকিম ২৬ রানে তিন উইকেট নেন। জবাবে আবদুল সামাদ ও সাইম আয়ুবের ব্যাটে ভর করে ৯ বল বাকি থাকতেই রান তাড়া করে জিতে যায় পাকিস্তান।

চোটের কারণে তৃতীয় একদিনের ম্যাচে নেই প্রসিদ্ধ

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১ অক্টোবরঃ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজের তৃতীয়, তথা শেষ একদিনের ম্যাচে খেলতে পারবেন না প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ। দ্বিতীয় ম্যাচে সামান্য চোট পান ভারতীয় পেসার। যার ফলে শেষ ম্যাচ থেকে ছিটকে গেলেন প্রসিদ্ধ। বিসিসিআইয়ের সূত্র থেকে তেমনই জানা যায়। শনিবার মুলানপুরে সিরিজের শেষ ম্যাচে নামবে ভারত। টি-২০ সিরিজেও প্রসিদ্ধকে দলে রাখা হয়নি। ৬ অক্টোবর লখনউয়ে শুরু হবে সংক্ষিপ্ত ফর্ম্যাটের সিরিজ। দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংসের সময় চোটের কারণে মাত্র পাঁচ ওভার বল করতে পেরেছিলেন প্রসিদ্ধ। ৫ ওভারে ৪৫ রান দিয়ে নিয়েছিলেন একটি উইকেট। তিন ম্যাচের সিরিজে ২-০ ব্যবধানে লিড নেয়। পকেটে পুরে ফেলে সিরিজ। দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচের পর ভারতের ব্যাটিং কোচ সিতাংশু কোটক জানান, প্রসিদ্ধের চোট পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। চোটের মাত্রা বুঝতে বৃহস্পতিবার তাঁর স্ক্যান এবং আরও পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। পরে বিসিসিআইয়ের একটি সূত্র জানায়, তৃতীয় ম্যাচে খেলবেন না ভারতীয় পেসার।

টাইম ম্যাগাজিনের সেরা ১০০-র তালিকায় বৈভব!

সংবাদ সংস্থা, লন্ডন, ১ অক্টোবরঃ বয়স সবে পনেরো। কিন্তু এর মধ্যেই ছোট-বড় একাধিক রেকর্ড তাঁর পকেটে। এবার উজ্জ্বল মুকুটে জুড়ল নতুন পালক। দুনিয়াখ্যাত টাইম ম্যাগাজিনের ২০২৬ সালের ‘টাইম ১০০ নেক্সট’ তালিকায় সগৌরবে জায়গা করে নিলেন বৈভব সূর্যবংশী। বিশ্বের উদীয়মান তারকাদের লিস্টে তিনিই সর্বকনিষ্ঠ। শুধু তাই নয়, একমাত্র ভারতীয় অ্যাথলিট হিসেবেও এই বিরল সম্মান আদায় করে নিয়েছেন বিহারের এই তরুণ বাঁ-হাতি ব্যাটার। আপাতত বৈভব জাপানে এশিয়ান গেমসে ভারতীয় দলের হয়ে খেলছেন। ভবিষ্যতের রূপকার হিসেবে বিভিন্ন ক্ষেত্রের ১০০ জন তরুণ প্রতিভাকে বেছে নেয় টাইম ম্যাগাজিন। বৈভব জায়গা পেয়েছেন ‘ফেনম’ ক্যাটেগরিতে। সেখানে তাঁকে ‘বিশ্বক্রীড়ার অন্যতম সবচেয়ে চমকপ্রদ চরিত্র’ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। গোটা তালিকায় সব মিলিয়ে মাত্র সাতজন অ্যাথলিট রয়েছেন। আমেরিকার কোয়ার্টারব্যাক আর্চ ম্যানিং, বাস্কেটবল তারকা টাইরেস ম্যাক্সি, অলিভিয়া মাইলস বা টেনিস খেলোয়াড় আলেকজান্দ্রা ইয়ালাদের মতো বিশ্বস্তরের প্রতিভাদের সঙ্গে একাসনে বসেছেন ভারতের কিশোর বিস্ময়। ফুটবলার নাওমি গির্মা এবং ফোলারিন বালোগুনও রয়েছেন এই অভিজাত লিস্টে। খুব অল্প বয়সেই রেকর্ডের খাতা ওলটপালট করেছেন। ২০২৪ সালে মাত্র ১২ বছর বয়সে বিহারের হয়ে রঞ্জি ট্রফিতে অভিষেক। এরপর ২০২৫ সালের আইপিএল নিলামে এক কোটি টাকায় বৈভবকে কিনে নেয় রাজস্থান রয়্যালস। টুর্নামেন্টের কনিষ্ঠতম ক্রিকেটার হিসেবে ইতিহাস গড়েন। অভিষেক মরশুমেই গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে মাত্র ৩৫ বলে শতরান করে হন আইপিএল ইতিহাসের কনিষ্ঠতম সেঞ্চুরিয়ান। ২০২৬ সালের আইপিএলে বৈভবের দাপট আরও ভয়ঙ্কর। রাজস্থানের জার্সিতে ১৬ ম্যাচে করেন ৭৭৬ রান। হাঁকান ৭২টি ছক্কা! এক সিজনে সর্বাধিক ছক্কা হাঁকিয়ে ভেঙে দেন খোদ ক্রিস গেইলের পুরনো রেকর্ড। ঘরোয়া ক্রিকেটের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরেও সমান সাবলীল বৈভব। চলতি বছরের জুলাইয়ে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে জাতীয় দলে তাঁর অভিষেক। সচিনের দীর্ঘদিনের রেকর্ড ভেঙে ভারতের কনিষ্ঠতম পুরুষ ক্রিকেটার হিসেবে দেশের জার্সি গায়ে চাপান তিনি। এখনও পর্যন্ত ছ’টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে তাঁর সংগ্রহ ১৯৩ রান।

শেষ মিনিটে জয় ছিনিয়ে হকির ফাইনালে ভারত

সংবাদ সংস্থা, আইচি-নাগোয়া, ১ অক্টোবরঃ ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে ভারত। মনে হচ্ছিল একপেশে জয় স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু সেখান থেকে অবিশ্বাস্য কামব্যাক পাকিস্তানের। স্কোরলাইন ৩-৩। এশিয়ান গেমসের সেমিফাইনাল তখন উত্তেজনায় রীতিমতো ফুটছে। স্নায়ুর চরম চাপ। ঘড়ির কাঁটায় শেষ মিনিট। ঠিক তখনই বাজিমাত। দুরন্ত গোলে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে ৪-৩ ব্যবধানে হারিয়ে পুরুষদের হকির ফাইনালে উঠল ভারত। শুরু থেকে আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিল ভারতীয় দল। প্রথম কোয়ার্টারে এল দু’গোল। জোড়া আঘাত অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিংয়ের। পেনাল্টি কর্নার স্পেশালিস্ট হিসেবে নিজের জাত ফের চেনালেন তিনি। চলতি টুর্নামেন্টে এটি তাঁর নবম গোল। পাকিস্তানের তিনজন ডিফেন্ডারের মাঝখান দিয়ে নিখুঁত ড্র্যাগফ্লিকে আসে প্রথম সাফল্য। এর কিছুক্ষণ পর পেনাল্টি কর্নার থেকে ফের নিশানাভেদ। ২-০ লিড নিয়ে প্রথম কোয়ার্টার শেষ করে দল। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে ব্যবধান বাড়ান সুখজিৎ সিং। ওপেন প্লে থেকে শিলানন্দ লাকরার দুর্দান্ত পাস। বিন্দুমাত্র ভুল না করে বল জালে জড়ান। স্কোরলাইন ৩-০। সপ্তম মিনিটে দিলপ্রীত সিং একটি গোল

করলেও ব্যাকস্টিকের কারণে তা বাতিল হয়। তিন গোল হজম করেও হাল ছাড়েনি পাক শিবির। দ্বিতীয় কোয়ার্টারের ঠিক শেষলগ্নে পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করে ব্যবধান কমান অধিনায়ক আবু মামুদ। তাঁর নিখুঁত ড্র্যাগফ্লিক বোকা বানায় ভারতীয় রক্ষণকে। ৩-১ স্কোরে বিরতিতে যায় দু’দল। তৃতীয় কোয়ার্টারে ভারতের ডিফেন্সের ভুলে ফের আঘাত হানে পাকিস্তান। বল ক্লিয়ার করতে দেরি করার সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগান হান্নান শাহিদ। ৪৫তম মিনিটে স্মার্ট ফিনিশে ব্যবধান ৩-২ করেন তিনি। খেলা যত এগোয়, উত্তাপ তত বাড়ে। কার্ডের ছড়াছড়ি যার প্রমাণ। পাকিস্তানের আম্মাদ ভাট হলুদ কার্ড দেখেন। অন্যদিকে ভারতের দিলপ্রীত দেখেন সবুজ। চতুর্থ কোয়ার্টারের শুরুতেই আসে বড় ধাক্কা। সার্কেলের ভেতর ভারতীয় ডিফেন্সের চূড়ান্ত ব্যর্থতা। ছোট ছোট পাসে আক্রমণ শানিয়ে গোলরক্ষক মোহিত শশীকুমারকে পরাস্ত করে পাকিস্তানের হয়ে সমতা ফেরান ওয়াহিদ রানা। স্কোরবোর্ডে জ্বলজ্বল করছে ৩-৩। প্রবল চাপে পড়ে যায় ভারত। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয়, যে হতাশ মোহিতকে তুলে গোলরক্ষক সুরজ করকেরাকে নামাতে বাধ্য হয় ম্যানেজমেন্ট। গ্যালারিতে তখন চরম উত্তেজনা। প্রাক্তন তারকা পি আর শ্রীজেশ সাইডলাইন থেকে সতর্ক করেন, ‘রক্ষণভাগে শৃঙ্খলা বজায় রাখো। শেষলগ্নে খামখা পেনাল্টি কর্নার দিও না।’ টানা দশ বছর পাকিস্তানের কাছে হারেনি ভারত। সেই রেকর্ড অক্ষুণ্ণ রাখার লড়াই। ম্যাচ যখন শুট-আউটের দিকে এগোচ্ছে, তখনই ছবি বদলে যায়। শেষ মিনিটে বল পেয়ে বিপক্ষ বক্সে ঢুকে দুরন্ত শটে জয়সূচক গোলটি করেন অভিষেক। ৪-৩ গোলের এই রোমাঞ্চকর জয়ে সোনা জয়ের লড়াইয়ে পৌঁছল ভারত। মেগা ফাইনালে হরমনপ্রীতদের প্রতিপক্ষ দক্ষিণ কোরিয়া এবং মালয়েশিয়া ম্যাচের বিজয়ী দল।

মার্তিনেজ-রোমেরোদের গোলে আর্জেন্টিনার সহজ জয়

সংবাদ সংস্থা, কর্ডোবা, ১ অক্টোবরঃ বলিভিয়াকে অনায়াসে হারিয়ে ফুটবলের মহানায়ক লিওনেল মেসিকে ছাড়া পথ চলা শুরু হলো আর্জেন্টিনার। আক্রমণাত্মক ফুটবলে প্রতিপক্ষকে সারাক্ষণ চাপে রাখল গত দুই বিশ্বকাপের ফাইনালিস্টরা। একই সঙ্গে রক্ষণ জমাট রেখে প্রতি-আক্রমণে তেমন কিছু করার সুযোগ দিল না লাতিন আমেরিকার চ্যাম্পিয়নরা। কর্ডোবায় ভারতীয় সময় বৃহস্পতিবারের সকালের ম্যাচে ৪-০ গোলে জিতেছে আর্জেন্টিনা। দুই অর্ধে তারা করেছে দুটি করে গোল। লাউতারো মার্তিনেজ আয়োজকদের এগিয়ে নেওয়ার পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন নিকো পাহ। দ্বিতীয়ার্ধে গোল করেন নতুন অধিনায়ক ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো। শেষ দিকে জালের দেখা পান হোসে মানুয়েল লোপেজ। শুরু থেকে বলিভিয়াকে প্রবল চাপে রাখে আর্জেন্টিনা। খেলা চলে সফরকারীদের ডি বক্সের আশেপাশে। ১৯তম মিনিটে প্রথম বড় সুযোগ কাজে লাগিয়ে আর্জেন্টিনাকে এগিয়ে নেন লাউতারো মার্তিনেজ। মাঝমাঠ

থেকে আলেক্সিস মাক আলিস্তেরের বাড়ানো বল ঠিকঠাক রিসিভ করতে পারেননি তিনি। তবে ভাগ্য ভালো, কাছেই থাকা বল নিজের নিয়ন্ত্রণে নিতে পারেন। ডি বক্সে ঢুকে একটু সময় নিয়ে পোস্ট ঘেঁষে শট নেন তিনি। ডান দিকে ঝাঁপিয়ে নাগালে পাননি গোলরক্ষক। বলিভিয়াকে প্রবল চাপে রেখে ২৯তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে আর্জেন্টিনা। এসেকিয়েল পালাসিওসের রক্ষণ চেরা পাস পেয়ে আগুয়ান গোলরক্ষকের মাথার উপর দিয়ে প্রথম স্পর্শে জালে পাঠান নিকো পাহ। দেশের হয়ে এটা তার দ্বিতীয় গোল। ৪৫তম মিনিটে স্কোরলাইন ৩-০ করার সুযোগ হাতছাড়া করেন হুলিয়ান আলভারেজ। মূলত কাট ব্যাক করতে চেয়েছিলেন আতলেতিকো মাদ্রিদ স্ট্রাইকার, কিন্তু লাউতারো বেশ কয়েকজনের জটলায় থাকায় সেই সুযোগ ছিল না। এতে একটু দেরি হয়ে যায় শট নিতে, পরে দুরূহ অ্যাঙ্গেল থেকে আর গোলরক্ষককে পরাস্ত করতে পারেননি আলভারেজ। একই মেজাজে দ্বিতীয়ার্ধ শুরু করে আর্জেন্টিনা। ৫৪তম মিনিটে ব্যবধান আরও বাড়ায় আয়োজকরা। পাহয়ের ফ্রি কিকে চমৎকার হেডে জাল খুঁজে নেন তিনবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের নতুন অধিনায়ক রোমেরো। ৭৬তম মিনিটে ফ্রি কিক একটুর জন্য লক্ষ্যে রাখতে পারেননি আলভারেজ। পরের মিনিটে কর্নারে দূরের পোস্টে পা ছোঁয়াতে পারেননি লিওনার্দো বালের্দি। ৮৩তম মিনিটে প্রতি আক্রমণে সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি লোপেস। ক্রসবারের উপর দিয়ে শট নেন লাউতারোর বদলি নামা পালমেইরাসের এই স্ট্রাইকার। ৮৫তম মিনিটে জালে বল পাঠিয়েও অফসাইডের জন্য গোল পাননি লোপেজ। পরের মিনিটে অবশ্য হতাশ হতে হয়নি তাকে। ডি বক্সে বল পেয়ে জাল খুঁজে নেন তিনি। যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে ঝাঁপিয়ে লিওনেল ফ্লোরেসের হেড ঠেকিয়ে ব্যবধান আরও বাড়তে দেননি বলিভিয়া গোলরক্ষক। বুর্কিনা ফাসোর বিপক্ষে মঙ্গলবার খেলবে আর্জেন্টিনা। পরে বুধবার বেনিনের বিপক্ষে ফের মাঠে নামবে তারা। ওই ম্যাচেই দেশের হয়ে শেষবার খেলবেন অবসর নেওয়া মহাতারকা মেসি।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com